[প্রথম সংস্করণ]
বৈশাখ, ১৩৬১ সাল

সাহিত্যকোণ

৪৪।সি, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে
শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণ:
বি. এন. ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

বই বাঁধাই করিলেন:—
শ্রীতফর আলি
১০১, বৈঠকখানা রোড,

উপহার
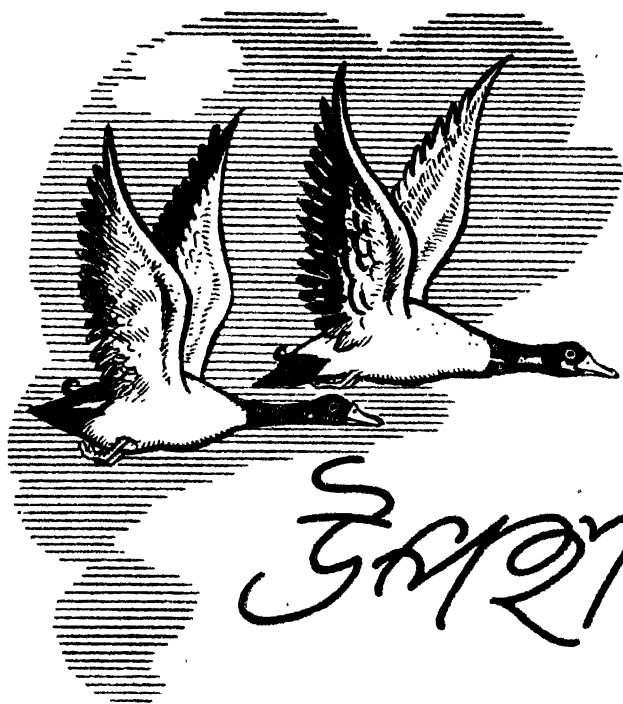
কুশীলব-পরিচয়

নির্ভয় দত্ত	...	...	আই, বি, বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী
কেতকী	...	...	ঐ ভার্য্যা
শম্ভু	...	...	তাঁহাদের ভৃত্য
নীলাম্বু বসু	...	...	কেতকীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা
সদয় মিত্র	...	...	আই, বি, বিভাগের আর একজন কর্ম্মচারী
অভ্রা দেবী	...	...	সদয় বাবুর ভার্য্যা
অক্ষয় চৌধুরী	...	...	কয়লা খনির মালিক ও পরিচালক। নির্ভয় বাবুর পুরাতন বন্ধু
ধাপ্পারাম	...	...	বড়বাজারের জহুরি (পোদ্দার)
ভাণ্ডুরাম	...	...	ঐ সহকারী
ব্যোমকেশ, হৃষিকেশ	...	...	দুইজন কলেজের ছাত্র
বিনয় বাবু	...	...	নির্ভয় বাবুর ভ্রাতা
গন্ধমণি	...	...	ঝি
মুঙ্গি	...	...	সাঁওতাল-রমণী

ডাক্তার, তিন চারিজন পথিক, খবরের কাগজের হরকরাগণ, কয়লা খনির কর্ম্মচারীগণ, সাঁওতালগণ, সাঁওতালী, বেয়ারা, কালু সর্দ্দার ইত্যাদি।

নারী কি শুধু স্বামীর ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম—দৃশ্য

[নির্ণয়বাবুর বাস-কক্ষ। গৃহে কিছু কিছু আসবাব আছে। মাঝখানে একখানি গোল টেবিল, সূচি-শিল্প সমন্বিত আস্তরণে সমাবৃত। শেষোক্ত প্রসাধন দ্রব্যটি গৃহ-কর্ত্রীর কলা-বিদ্যার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।

কক্ষের প্রাচীরগুলিতে কতকগুলি তসবীর রুচি-সম্মত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঝোলানো আছে। কক্ষে প্রবেশ করিলেই সম্মুখের প্রাচীর-গাত্রে দেখা যায়, সম্রাট দম্পতীর একখানি গিল্‌ট-ফ্রেমে বাঁধানো, সুবৃহৎ প্রতিকৃতি প্রায়-শুষ্ক পুষ্পমাল্যে প্রসাধিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহারই অতি নিকটে দুই প্রাচীরের দুই দিকে, দুইজন প্রসিদ্ধ গভর্ণর জেনেরালের ছবি সাজানো। একখানি লর্ড কর্জ্জনের! অপরখানি লর্ড চেল্‌ম্‌স্‌ ফোর্ডের (Lord ohelmsford).

প্রাচীরগুলির অন্যদিকে, উপরোক্ত রাজপুরুষদিগের উপস্থিতিতে যেন ভীতত্রস্ত, অতি ক্ষুদ্রাকার খানকতো পৌরাণিক চিত্রও স্থান পাইয়াছে। তবে সেগুলি একেবারে অবহেলিত নহে। সিন্দুরের টীপে অধিকাংশগুলির অঙ্কিত মূর্ত্তি বিপর্য্যস্ত, সুতরাং অংশতঃ অস্পষ্ট! এই সকল ক্ষুদ্রকায় ছবিগুলির মধ্যে লক্ষ্য

করিলে দেখা যায়, একটি উপহাস-যোগ্য ব্যাপার। গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকা হইতে কাটিয়া একখানি ভাই-ফোঁটার ছবি, সঙ্কীর্ণ ফ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত চন্দন-রেখায়, সুবঙ্কিত হইয়া বিরাজ করিতেছে"।

কক্ষে গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী কেতকী দেবী একটি পুস্তকের আলমারিতে কতকগুলি বই সাজাইয়া রাখিতেছেন। একটি ভৃত্য তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। ভৃত্যটির বয়স—বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। গুম্ফ শ্মশ্রু বেশ গজাইতে গজাইতে যেন প্রভূ-ভীত হইয়া আর বাড়াবাড়ি করিতে পাবে নাই। চক্ষে নিরীহতা ও দুষ্টামি সুযোগ বুঝিয়া যাতায়াত করে।]

কেতকী। বাবু আফিসে বেরিয়ে গেলেই, বইগুলো টেবিল থেকে তুলে, এমনি ক'রে সাজিয়ে রেখে দিবি। বুঝলি ?

শম্ভু। হ্যাঁ। (বলিয়া ঘাড় নাড়িল।)

কে। আর দুবার যেন একথা বলে দিতে হয়না, কেমন ?

শ। না, আবার বলতে হবে কেন ? আমার সব মনে থাকে! ......আচ্ছা, হাঁ মা ? কাল যে খদ্দর-পরা বন্দে মাতরং দলের লোকটি আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, ও কে মা ?

কে। ও ? ও আমার ভাই হয়।

শ। (বিস্ময়ে) ভাই ? আমি বলি বুঝি, আপনার বাপের বাড়ীর কোন চাকর বাকর হবে !

কে। (ধমকাইয়া) দেখ্ শম্ভু মুখ সামলে কথা ক'বি। সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যেন আমার ভাইয়ের নামে অমন হেলম্বা করে কথা ক'বি নে!

শ। (ভয় পাইয়া) না মা, আর কথনো বলবো না।

কে। কান মল্, নাকে খত্ দে।

(শম্ভু অনিচ্ছুক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

কে। দে, বলছি, নাকে খৎ। নইলে বাবুকে ব'লে তোকে বেত খাওয়াবো।

[শম্ভু বিশেষ ভীত হইয়া, অবশেষে কক্ষতলে মুখ ঠেকাইয়া নাকে খত দিল। পরে কাঁদ কাঁদ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

কেতকী। আচ্ছা। এই দোয়ানিটা নে। এক আনার মুড়ি-মুড়কি আর এক আনার মিষ্টি কিনে খেগে যা।

[শম্ভু দু-আনিটি হাতে করিয়া লইতেই, তাহার চক্ষু শুকাইয়া গেল, এবং তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

কে। যা, এখনি গিয়ে কিনে খেগে। 'এর পরে আবার বাবু এসে পড়বেন।

[শম্ভু দরজা দিয়া যাই বাহির হইতে যাইবে, অমনি বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় একটাগোলমাল উঠিল।]

কে। কিসের গোলমালরে রাস্তায় ?

শ। কি জানি ? দেখে আসি। (প্রস্থান)

কেতকী। (স্বগত) কলকাতা সহরে দিনরাত একটা না একটা হট্টগোল লেগেই আছে। এখানে বাস করা নয়তো, যেন ছ্যাকড়া গাড়ী চড়ে সারা জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়া। কেবল শোনো ঝঝর্ ঝঝর্ শব্দ, আর কচুয়ানের চাবুক পেটা বেচারী ঘোড়াগুলোর ওপর !

[সহসা নির্ণয়বাবু শশব্যস্তে ভয়-বিবর্ণ মুখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ

করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।]

নির্ণয়। (অধরোষ্ঠে আঙুল রাখিয়া) চুপ্। কথা কোয়ো না কেতকী।
কেতকী। (অতি-বিস্মিত ও অর্দ্ধ-ভীত ভাবে) কি হয়েছে গো ?
নির্ণয়। (চাপা গলায়) ভ-য়া-ন-ক ব্যাপার। ... ...
বলচি (কেতকার কাছে আসিয়া) খানিকটা—সময়—যাক্! ...
... ... তারপর বলচি।
কে। (মৃদুস্বরে) কি হলো কি ?
[নির্ণয়বাবু চারিদিক দেখিয়া লইয়া শেষে দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। কেতকী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, একখানি হাত-পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল।]

নির্ণয়। (যেন আত্ম-গত) খু-ন।
কে। (চমকিয়া) সে কি ?
নির্ণয়। (চাপা গলায়) যতীনকে খুন করেছে।
কে। কে যতীন ? কে খুন করলে ?
নি। দাঁড়াও, আগে দেখি, আমার বাড়ী অবধি ধাওয়া ক'রে এলো কিনা। ... তারপর বলচি! (খানিক পরে) ও কে ? ... ...না, কেউ নয়! (আবার খানিক পরে) যাক্, তা'হলে বেঁচে গেলুম!
... ... শম্ভুটা কোথায় ?
কে। সে যে বাইরে রাস্তায় গেল।
নি। ইস্! সে বেটা যদি বলে ফেলে, আমি বাড়ীর ভেতর আছি!
কে। সে কি ক'রে বলবে ? সে যখন গেল, তখন তো তুমি আসোনি।
নি। আঃ! বাঁচালে।

কে। তুমি ভয়ে অমন কচ্চ কেন? কি হয়েছে, খুলে বলো দেখি!

নি'। যতীন আর আমি,—একসঙ্গে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে আসছিলুম। হঠাৎ পেছন দিক থেকে গুড়ুম, গুড়ুম ··· ··· বন্দুকের শব্দ! ······ উঃ! সে কি ভয়ানক আওয়াজ! ··· ···এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে! এই দেখো! ··· ···তারপরেই দেখি, যতীন ধড়াস্ ক'রে পড়লো! ···আমি তাই দেখেই একেবারে চোঁচা দৌড়!

(হঠাৎ, দরজায় টোকার শব্দ)

[নির্ণয় চমকাইয়া উঠিয়া একেবারে টেবিলের তলায় লুকাইতে গেল। বাহির হইতে শম্ভু ডাকিল: "মা? দরজা খোলো!" শম্ভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নির্ণয় আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া, লুকাইবার স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল ও উত্তেজনার বিকৃতি হইতে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিল।

তাহার পরে কেতকী দরজার খিল খুলিয়া দিল।]

নি। (শম্ভুর প্রতি) কোথায় গিছলি ছোঁড়া এ সময়?

[শম্ভু মনিবের মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল।]

নি। ঘরে ঢুকে দরজাটা দে! (শম্ভু আদেশ পালন করিল।)

নি। দেখ্ শম্ভু, কেউ যদি তোকে জিজ্ঞেস করে, "বাবু কোথায়?" তুই বলবি "বাবু বাড়ীতে নেই!" বুঝলি? আমি বাড়ীতে থাকলেও বলবি "বাড়ীতে নেই"। ··· ···এই নে বেটা, এক টাকার জল খাবার খাস্। ··· ···খবর্দ্দার। যা বললুম, কর্ব্বি!

[শম্ভু বাবুর হঠাৎ-দাক্ষিণ্যে বিস্ময়াভিভূত হইল, এবং টাকাটি হাতে করিয়া লইয়া, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

নি। হাঁরে শম্ভু, বাইরে কেউ আমার খোঁজ কচ্ছে, দেখলি?

শ। কই না বাবু।

নি। (টানা নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্। তা'হলে বেটারা আমার পেছন নেয়নি। (আর একটু ভাবিয়া) কি হয়তো নিয়েছে! নিজেদের আশে-পাশে লুকিয়ে রেখে, হয়তো স্থবিধে দেখচে। ওরা সব পারে! যে ক'রে যতীনকে,—উঃ। কি ভয়ানক রক্তের খেলা খেলে গেলো। যতীন নিশ্চয় মারা পড়বে। (হঠাৎ চমকিয়া, শম্ভুকে দেখিয়া) তুই এখনে দাঁড়িয়ে কেন? যা, শীগগির যা বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াগে। যদি কেউ চেনা বন্ধু আসে, ঢুকতে দিবি। তা না হ'লে প্রাণ গেলেও কারুকে নাক ঢোকাতে দিবিনে, আমার দরজার ভেতরে। বুঝলি? খুব হুঁসিয়ার।

শ। আচ্ছা। ...তা'হলে বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াইগে বাবু?

নি। হাঁ, যা। ...এখনও যাস্‌নি হতভাগা।

[শম্ভুর প্রস্থান। শম্ভু চলিয়া গেলে নির্ণয়বাবু আবার ঘরের দরজায় খিল দিলেন।]

কে। বাবা। খুন হয়ে গেল তোমার চোখের সম্মুখে! বলো কি? আমার ত হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

নি। এতক্ষণে বোধহয়, পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেল! কিন্তু আমার যেতে সাহস হচ্ছে না।

কে। না, না। তুমি এখন ঘরের বার হয়ো না। আমার মাথা খাও।

আমার মরা মুখ দেখো। সত্যি, তুমি চলে গেলে আমি একা এঘরে কিছুতেই থাকতে পার্ব্বো না।

নি। কিন্তু এখনতো আমার লুকিয়ে থাকলে চলবে না। আই, বি, ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতে গেলে বিপদের যায়গায়তো মাঝে মাঝে যেতেই হবে।

কে। তুমি সেই যায়গায় আবার যাবে? নিজের প্রাণের ভয় নেই? ...... কি বলচো তুমি? ...... যদি খুনেরা তোমার দিকে,—

নি। ওরে বাবা! তা'হলেই গেছি আর কি! ...... যায় যাবে চাকরি! প্রাণ থাকলে এমন অনেক চাকরি আবার জুটবে!

কে। আচ্ছা, যতীন লোকটা কে?

নি। যতীন, যতীন! এই যে পরশু আমার ঘরে বসে চা-টোষ্ট খেয়ে গেলো! আমার সঙ্গে এক সঙ্গে চাকরি করে।

কে। ঐ যাকে তুমি "মজুমদার" ব'লে ডাকছিলে?

নি। হাঁ, হাঁ, আমরা খুব গলায়-গলায় বন্ধু।

কে। বলো কি? তিনি খুন হয়েছেন? কি সর্ব্বনাশ! কেন? তাঁকে খুন করলে কেন? কি করেছিলেন তিনি?

নি। এই আমি যা কর্চ্ছি, তাই করেছিলেন তিনি! ছোঁড়ারা গুলি ক'রে সাহেব খুন কর্চ্চে,—আমরা সেইটে বন্ধ কর্ব্বার জন্যে তাদের লেজ ধরে লুকোনো জায়গা থেকে টেনে বার করি,—এই আমাদের অপরাধ! ওরা মানুষ খুন কর্ব্বে,—আর ওদের কেউ কিছু বলতে পার্ব্বে না! আদর দেখো!

কে। কিন্তু সাহেবরা যে আমাদের দেশের শত্রু!

নির্ম্মল। ও! তুমিও বুঝি ঐ এক ক্ষুরে দাড়ি কামাও? ওই আহাম্মকে

বুদ্ধি তোমার ভেতরেও গজ্ গজ্ কচ্ছে ?···তবে আর কি ? তুমিও একদিন দাও বসিয়ে আমার গলায় একটা কোপ্।

কে। ষাট্, ষাট্,—তা কেন ? তুমি আমার একশো বছর বেঁচে থাকো,—আমার সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্!

নি। এই থাকছে বজায়! তোমার ভাই একদিন দয়া করলেই—

কে। না, না, আমার ভাইয়ের কোন দোষ নেই। সে গো-বেচারা! ··· আচ্ছা, তোমরা তার পেছনে হঠাৎ লেগেছ কেন ?

নি। লেগেছি কেন ?···বুঝতে পারিনি! তোমার বুদ্ধি নিলেই, আই, বি, ডিপার্টমেণ্ট চলেছে আরকি।

শম্ভু। (ঘরের বাহির হইতে) বাবু ? সদয় বাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে এখনি দেখা কর্ত্তে চান। জরুরি কাজ।

নি। (ঘরের দরজার খিল খুলিয়া চাপা-গলায় শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—) সদয় বাবু ? ঠিক চিনিস্ তো ? কি রকম চেহারা বল্ দেখি।

শ। চিনি বাবু! তিনি ত আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসেন।

নির্ম্ম। গোঁপ আছে দেখলি ?

শ। আছে।

নি। চোখে কি আছে বল্ দেখি।

শ। সবুজ চসমা।

নি প্যাণ্টালুন প'রে সাহেবি পোষাক, না কাপড় পরা ?

শ। আজ্ঞে কাপড় পরা বটে, কিন্তু মাথায় একটা টুপি। ঠিক যেন ছাতার তলায় ব্যাঙ্ লুকিয়ে।

নি। দূর বেটা।···আচ্ছা, ঠিক হয়েছে। বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। (শম্ভুর প্রস্থান) দাঁড়াও, এই কোণে লুকিয়ে দেখতে হবে, আসল

সদয় বাবু আসছে, না কোনও বদ্-মতলবী ছোকরা সদয় বাবুর চেহারা অনুকরণ ক'রে আমাকে দুনিয়া-ছাড়া কর্ত্তে আসছে! ওতো সব জাস্তা মার্কা-মারা লোক! ওকে ape করা কিছুই শক্ত নয়। (কোনে লুকাইলেন) দেখো কেতকী? তুমি একটু পাশের ঘরে যাও। ততক্ষণ সদয়ের সঙ্গে কথাটা ক'য়ে নি।... হয়তো অফিস সংক্রান্ত কোন গোপনীয় কথাও হতে পারে।

(কেতকীর প্রস্থান)

(নিজমনে) একেবারে কার্ণিসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। কখন কি হয়, বলা যায় না। যতীনকে যখন মেরেচে...তখন আমার জন্যেও নিশ্চয় যমদূতের সঙ্গে দর দস্তুর কচ্ছে।

[শম্ভু ও সদয়বাবুর আসার পদশব্দ হইতে লাগিল। নির্ণয়বাবু তাঁহার লুকাইবার স্থান হইতে কূট দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে শম্ভু অগ্রে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সদয়বাবু প্রবেশ করিলেন]

সদ। কইহে নির্ণয়? এটা কি অন্তঃপুরে কাটাবার সময়? মিনিটে মিনিটে যম আর মানুষে যখন হাত কষলা-কষলি চলেছে?

নির্ণ। (সম্মুখে আসিয়া) অন্তঃপুরে নয়হে,—সাবধান-পুরে ছিলাম! কি জানো একটু হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে হয় বৈকি! ছোড়াগুলো বড় বাড়িয়েছে।...তারপর?...যতীনের খবর কিছু জানো?

সদ। আরে বাবা! সহর তোলপাড় হয়ে গেল, আর তুমি খবর রাখো না?

নির্ণ। কি রকম? কি রকম?

সদ। সেতো একেবারে সাবাড়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে হেদোর কাছাকাছি

আসতে আসতে বিপ্লবীদলের কোন সয়তান পেছন থেকে গুলি মেরে তাকে খুন করেছে।

নি। আরে, ওতো বাসি খবর! আমি আর সে তো একসঙ্গেই আসছিলুম। আমার চোখের ওপরেইতো সে খুন হল। তার পরের খবর কিছু থাকে তো বলো।

সদ। তা'ও আছে। কমিশনর সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই action নিয়েছেন। ২০১ নং মেস ঘেরোয়া ক'রে—সেখানে যতো ছোঁড়া থাকে, সব গুলোকে arrest ক'রে হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নি। ঐ মেসটা? হাঁ, সেখানে বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি আছে বটে।

সদ। তা ছাড়া রাস্তার লোক দেখেছে, যে ছোঁড়াটা রিভলভার ছোঁড়ে,—সে গুলি ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে।

নি। সনাক্ত হয়েছে?

সদ। না তা হয়নি। তবে হবে শীঘ্র। আমায় কমিশনার সাহেব বললেন তোমাকে এখনই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে।

(পিয়নের প্রবেশ)

পিয়। সেলাম সাহাব্।

নি। সেলাম। কি খবর আবদুল?

পিয়। জরুরি খবর, সা'ব। বড় সা'ব আবি চিঠি ভেজ দিয়া, আপকো যানেকো ওয়াস্তে।

(একখানি মোড়া খাম হাতে দিল)

নি। (খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পাঠ করিলেন Come at once for urgent consultation, তবেই তো! বড় সাহেবের হুকুম। কিন্তু এই গোলমালের ভেতরে যাই কেমন করে? "You are

again to go to mess no 201 Cornowallis Street; one boy missing! and he is an important boy!"

সে কি হে সদয়? মেসের সব ছেলে ধরা পড়ে নি?

সদ। তবে আর বলচি কি? তোমার কাছে মেসের সব ছেলেদের নামের তালিকা আছে। সেইগুলো বুঝি মিল ক'রে সাহেব দেখতে চায়।

নি। তাহ'লে দেখচি, যেতেই হবে। আচ্ছা, আবদুল, তোম চলো। হাম যাতা হ্যায়।

আব। বড সা'ব মোটর ভেজ দিয়া, হুজুর।

নি। মোটব ভেজ দিয়া? বড়ি আচ্ছা কাম কিয়া! (স্বগতঃ) এ সময়ে কি সাইকেলে যেতে আছে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা চলো আবদুল। শম্ভু? তোর মাকে বলিস, আমার ফিরতে দেরি হ'তে পারে। আমার জন্যে যেন ভাবেনা! চলোহে সদয়! জামা কাপড় বদলাবারও সময় পেলুম না! একটু যে চা খাবো তাও হলো না। এ শালা চাকরির মাথায় মারো ঝাড়ু।

সদ। আর যখন মাস গেলে পাঁচশোটি আসরফি ঝন্ ঝন্ ক'রে পকেটে ঢোকে, তখন? খ্যাংরা মারো, না দাড়ি ধরে চুমু খাও?

[কথা কহিতে কহিতে সদয়, নির্ণয় ও পিয়নের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া কেতকীর প্রবেশ।]

কে। শম্ভু? শম্ভু? কতো নম্বর মেসের কথা ওরা বলছিলরে? ২০১ নং? ঠিক শুনেছিস?

শ। কই, তাতো শুনিনি মা।

কে। এই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলি?

শ। সে সময়টা আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

কে। হতভাগা ছেলে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিলি?...বল্‌না মনে ক'রে।

শ। (ভাবিয়া) তুমি যে নম্বর বললে মা,—ঐ নম্বরই হবে!

কে। তবেই সর্ব্বনাশ। আমার নীলু যে ঠিক ঐ নম্বর মেসেতেই থাকে।.....হাঁরে, ওরা বলছিল, সেখানকার সব ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে?

শ। কই সে কথাতো শুনিনি মা।

কে। হতভাগা গাধা।......ঝি? ও ঝি?

(বয়স্কা গতিকের একজন ঝিয়ের প্রবেশ। নাম, গন্ধ)

ঝি। কি মা?

কেত। তুমি শুনেছো বাছা, বাবুরা যে-কথা বলাবলি করছিল?

ঝি। ওমা, তা আর শুনিনি! আমি তো এই পাশের ঘরেতেই কাজ করছিলুম।

শ। হাঁ, কাজ করছিলি বৈ কি? আমি দেখলুম, হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা চুরি ক'রে খাচ্ছিলি!

কেত। থাম্‌ বাঁদর ছেলে। ...কাজের কথার সময় যা-তা কথা আনিস্‌ নে।...ওরা বলছিল না ঝি, মেসের সব ছেলেকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে?

ঝি। তাইতো বলছিল মা।

কেত। (চিন্তিত ভাবে) আচ্ছা, পুলিশে গ্রেপ্‌তার কর্লে কি করে, গন্ধ?

ঝি। ওমা, কি না করে, তাই বলো। প্রথমে, ধরলেই তো ওরা হাজতে দেবে। সেখেনে না দেয় খেতে, না দেয় শুতে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও, একগ্লাস জল খেতে দেয় না।

কেত। (ভয় পাইয়া) বলো কি? ...তারপর, কি করে?

গন্ধ। তারপর? বিচের করে। তা, সে বিচের কি যা-তা বিচের! লম্বা এতখানি বেত উচিয়ে ধরে, তার সুমুখে বিচের! একটা যদি এলোমেলো জবাব হয়, অমনি সপাৎ। একটু হাঁসলে অমনি সপাৎ! একটু কাঁদলে অমনি সপাৎ!

(এই সব কথা শুনিতে শুনিতে কেতকার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল)

কে। তারপর?......শেষে ছেড়ে দেয় ত?

গন্ধ। ছেড়ে দেবে? সাক্ষী-সবুদ জেরা করে যদি দোষ পেরমাণ হয়,—তাহ'লেই হয়েছে আর কি! হয় জেল,—না হয় ফাঁসি,—না হয়, যদি খুন কেচ্ হয়, তা হ'লেই একেবারে সেই পুলি-পোলাও! ...তা হাঁ মা? তুমি এসব কথা জিগেস কচ্চ কেন মা?...বলি, বাবু কি কোনও ফাছাদে পড়েছে নাকি?

শ। দূর মাগী! বাবুর কিছু হবে কেন? ...সে একজনের হয়েছে। ত্যানারা বন্দে মাতরং দলের লোক।

কেত। (চিন্তিতভাবে) পুলি-পোলাও কা'কে বলে ঝি?

শ। আমি জানি মা। আগের দিন কয়েদীকে খুব ক'রে চাল-গুড়োর পুলি আর বেড়ির তেল দিয়ে রাঁধা পোলোয়া খাইয়ে দেয়। এমন ক'রে খাইয়ে দেয় যে, তাইতেই তার কলেরা ধরে যায়। তারপর ব্যাস্ আর কি। খাবি খেতে খেতে কয়েদীর প্রাণ খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়।

ঝি। দূর ডেপো ছোঁড়া। কিছু জানিসনে,—শুধু শুধু যা তা ব'লে মা'কে ভয় দেখাস্ কেন? না মা, ওসব কিছু নয়। পুলি পোলাও মানে,—সেই কয়েদীকে জাহাজে চড়িয়ে গঙ্গাসাগর, সমুদ্দুর, কালাপানি এ সব পার ক'রে,—সেই

রাক্ষস-রাক্ষসীদের দেশে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। সেখানে সব কাঁচা মানুষ ধরে ধরে খায়, কি, কি করে বাপু বলতে পারিনে। তবে একথা ঠিক, সেখেনে পাঠিয়ে দিলে সে-মানুষ আর বাড়ী ফিরে আসেনা। সে মরাবই সামিল।

[কেতকী এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে, ভয়ে আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় একেবারে অজ্ঞান হইয়া চেয়ার টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল ও মুখে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল]

ঝি। ওমা? একি গো?...ও শম্ভু ধর্ ধর্ মা'কে।

[নিজেই কেতকীকে ধরিয়া কক্ষতলে শোওয়াইয়া দিল ও শম্ভুকে পুনরায় বলিল :—]

শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়, শম্ভু। মা অজ্ঞান হয়ে গেছে।...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি. হতভাগা ছোঁড়া? শীগ্‌গির যা।

[শম্ভু পার্শ্বের ঘর হইতে জল আনিল, ঝি সেই জল লইয়া কেতকীর মাথায় ক্রমাগত থাব্‌ড়াইয়া দিতে লাগিল।]

কেতকী। (অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায়) ওকে? মা? মা এসেছ? মা? তুমি যাবার সময় নীলুকে আমার হাতের ওপর তুলে দিয়ে বলেছিলে,—'খুকি? তোর কাছে আমার ছেলে জিম্মা রইলো। তাকে দেখিস্, যেন জীবনের ঢেউয়ে তলিয়ে না যায়।" কিন্তু একি হলো মা? আমি যে তাকে ধরে রাখতে পারছিনে। সে যে অতল জলেই তলিয়ে যাচ্ছে!

তুমি উপায় বলে দাও ! নইলে,—নইলে,—কি করি বলে দাও মা !

ঝি । ডাক্তার ডেকে আনবো মা ?

কে । (একটু একটু করিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে) ডাক্তার ? না, তার দরকার হবেনা ! আমি ঠিক হয়ে গেছি ! (চক্ষু রগড়াইয়া) উঃ ! কি ভীষণ স্বপ্ন দেখলাম !…মা'কে আমি সত্যিই দেখলাম, আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে ! আমি স্পষ্ট তাঁর আদেশ শুনতে পেলুম : "ম'রে গেলেও তোর ভাইকে কাছ-ছাড়া করিস্‌নে ! তাহ'লে সে বাঁচবে না" । (হাত যোড করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) হাঁ মা, আমি তোমার কাছে শপথ কচ্ছি, জীবন থাকতে তাকে কাছ-ছাড়া কর্ব্বো না । তাকে আমি নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে রাখবো ! তাতে আমার যা হয় হবে !

দ্বিতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

তাহার পরের দিনের প্রভাত। স্থান কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। রাস্তায় প্রবল জনতা। খবরের কাগজ-ওয়ালারা নানাপ্রকারের উত্তেজনা পূর্ণ ঘটনা-সূত্র আওড়াইয়া চিৎকার করিতেছে। তাহাদি-গের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু-স্থানী, কতকগুলি বাঙ্গালী।

হিন্দুস্থানী খবরের-কাগজ ওয়ালা ১নং। ভারি কাণ্ড হইলো বাবু! যতীন জমাদার রাস্তাপর খুন! দো গুলিমে গোয়েন্দা খুন।

ঐ ২নং। ভারি কাণ্ড,—ভারি কাণ্ড! যতীন জমাদার খুন!

ঐ ৩নং। অমৃৎ বাজার! অমৃৎ বাজার! জমাদার খুন!

একজন বাঙ্গালী কাগজ ওয়ালা। দৈনিক বসুমতী! উনত্রিশ জন কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার! দৈনিক বসুমতী। চাঞ্চল্য-কর ঘটনা! যতীন মজুমদারকে হত্যা।

২য় বা কা ওয়ালা। সঞ্জীবনী! সঞ্জীবনী!

পথিক ১নং। কই, একখানা দাওতো।

২য় কা-ওয়ালা। চার আনা পড়বে বাবু! আজ কাগজের ভারি টান।

পথিক ১নং। তা বলে এক আনার কাগজ চার আনায় বিক্রি!

২য় কা ওয়ালা। আমি বলে তাই দিচ্ছি বাবু! ওরা সব

বিক্রি কচ্ছে, কেউ পাঁচ আনা, কেউ ছ আনার কম নয়। এতো বড় কাণ্ড, কাগজের দাম হবে না ?

৪নং কা-ওয়ালা। (দৌড়াইতে দৌড়াইতে) খুন! খুন! আজ ভারি জবর খবর।

পথিক ১নং। কিয়া ভাউ, কিয়া ভাউরে ?

৪নং কাগজ। পাঁচ আনা পড়বে বাবু!

১নং পথিক। কিয়া ? ডাকাতি সুরু কর্ দিয়া ? যো দাম হ্যায় ওই লেও!

৪নং কা। আরে বাবু! আপ্‌কো মাফিক খদ্দের বহুত মিলেগা।
(দৌড়াইয়া প্রস্থান)

১নং পথিক। হুজুগ্ পেলে হয়। অমনি খবরের কাগজের দাম বেড়ে গেল! পাশ করলেই যেমন বরের দাম চড়ে যায়,—এ যেন অনেকটা সেই রকম।

২নং পথিক। হুজুগ, হুজুগ! হুজুগের জোরে দুনিয়াটাই চলেছে।

১নং প। যা বলেছেন মশাই। ভগবান যদি এই হুজুগগুলো যোগান না দিতেন, তাহলে খবরের কাগজগুলো চলতো কেমন করে, দেখা যেতো!

২নং প। ওঃ! তাহলে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনও বাদ হয়ে যেত। পৃথিবীটা হোতো শুধু একটা ছাইয়ের গাদা!

৩নং। (একখানি খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিয়া) ওঃ! সাহস বটে ছোঁড়াটার! কিরকম বেমালুম সরে পড়েছে! বন্দুকটি মেরেই, ব্যস্! ওঃ! এ ছেলে বেঁচে থাকলে একদিন ঠিক ভারত উদ্ধার কর্ব্বে!

১নং। দেখি, দেখি মশাই—কাগজখানা একবার !

৩নং। আর কাজ কি মশাই, অতো পীরিতে ! ঐতো কাগজ-ওয়ালা যাচ্ছে,—কিনে নেন্ না মশাই একখানা !

১নং। বড় দাম বলে যে আজকে !

৩নং। তাহ'লে মাছের দাম বাড়লে, সেদিন মাছ খাবেন না ? পরিবারকে একাদশী করিয়ে রাখলেন ?

১নং। কি মশাই, এতবড়ো কথা আপনি আমাকে বলেন ?

৩নং। (পুনরায় কাগজ পড়ায় মনঃসংযোগ করিয়া) চুপ করুন মশাই, রাস্তায় গোলমাল কর্ব্বেন না। পয়সা ব্যয়ের ভয়ে যারা কাগজ কেনে না,—তাদের উচিত, সহর ছেড়ে বনে যাওয়া !…যান, সুন্দর বনে গরু তাড়ান গে। (কাগজ পড়িতে পড়িতে প্রস্থান)

২নং। তাইতো, ভারি গালাগালিটা দিয়ে গেলোতো ! তবে আর কিহবে, একখানা কাগজ কিনেই ফেলুন।

৪নং প। মশাই, দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে, খবরের কাগজখানি রোজ কিনতে হয়। ওতে মানুষের আয়ু বেড়ে যায়, বুঝলেন ?

১নং। কি রকম ? কিরকম ?

৪নং। আরে মশাই, একএকটা গরমাগরম খবর পড়লে, শরীরের রক্ত-চলাচল বেড়ে যায় কতো ! খিদে হয় কতো ? রাত্রে ঘুম হয় কেমন ? কই কোন ডাক্তারের কাছে এমন একটা টনিকের প্রেস্‌কৃপ্‌সন বার করুন দেখি।

১নং। বলেন কি মশাই ?

৪নং। আর বলবো কি ! আপনি বিশ্বাস কর্ব্বেন কিনা

জানিনা, আমি যেদিন খবরের কাগজ পড়তে না পাই, সেদিন আমার মুখে ভাত ওঠেনা, গা ব্যথা করে, আর মনে হয় যেন ম্যালেরিয়া জ্বর এসেছে ! এমন কি, বললে বিশ্বাস কর্ব্বেন কিনা জানিনে, বাড়ীর গৃহিনীর সঙ্গে এইস্যা বকা-বকি করে ফেলি যে, তিনি আমার ঝাঁজে সেদিন রাগ করে হয়তো বাপের বাড়ীই চলে যান । বুঝলেন মশাই, এতগুলো হাঙ্গামা ঐ একা খবরকাগজই ঠেকিয়ে রাখে ।

১নং । ভাল, ভাল, শুনে সুখী হলাম । তাহলে, কই হে কাগজওয়ালা, দাও একখানা কাগজ, ঐ দামেই,—অর্থাৎ পাঁচ আনায় ।

কাগজওয়ালা । আর কাগজ নেই বাবু, এইমাত্র সব বিক্রি হয়ে গেল ! …কেপ্পণদের কি আর খবরের কাগজ পড়া হয় ? কোন কোবরেজখানায় গিয়ে, ওষুধ নেবার ভাণ করে খবরের কাগজ পড়ে আসুন ! যতো সব !

২ নং পথিক ! যাক্ মশাই আপনার ভাগ্য ভাল। পয়সাটা বেঁচে গেল। এক পয়সায় চারটে বিড়ি কিনে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে আনন্দ করুন গে ! আজ আপনার ভারি লাভ হলো।

১নং। তবে আর কি হবে ? যাই বাড়ী যাই,—অপিসে গিয়েই কাগজ পড়া যাবে। …কিন্তু শ্রীমতীকে ঠেকাই কি করে ? তিনি যে খবরের কাগজ না পেলে হয়তো বিছানা ছেড়েই উঠবেন না ! আচ্ছা বিয়ে করে ছিলুম বাবা। চা আর কাগজ রোজ যোগান দিতে হবেই হবে ?

[সকলে ভিন্ন ভিন্ন কাজে চলিয়া গেলেন। বিপরীত দিক্ হইতে ব্যোমকেশ ও হৃষিকেশের প্রবেশ]

হৃষি। কি রে ব্যোমা ? কোথায় যাচ্ছিস ? কলেজে যাচ্ছিস বুঝি ?

ব্যোম। হ্যাঁ ভাই !

হৃষি। দূর হাঁদা ! আজ যে সব কলেজে ষ্ট্রাইক, তাও জানিস নে ?

ব্যো। ষ্ট্রাইক হয়েছে ? কেন ?

হৃষি। কেন কিরে ? কাল গোলদিঘিতে অতো বড়ো মিটিং হয়ে গেল, পুলিশ একটা মেসের সব ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে, —আর তুই জিগ্‌গেস্ কচ্ছিস কেন ষ্ট্রাইক হলো ? কাল মিটিংএ যাস্‌নি বুঝি ? কেবল বইখানিই জানো আর কিছু জানো না।··· ওরে আমার ভাল ছেলেরে !

ব্যো। না ভাই একজামিন কাছে এসে পড়েছে, তাই পড়তে হয়।

হৃষি। আরে দূর তোর একজামিন। এবারে হয়তো ইংরিজিতে একজামিনই হবে না ! তবে অতো পড়ে মরচিস্ কেন ?

ব্যোম। ইংরিজিতে একজামিন হবেনা কি রকম ?

হৃষি ইংরিজিই আর পড়তে হবে না, তা ইংরিজিতে একজামিন।

ব্যোম। সে কিরে ?

হৃষি। ইংরিজি পড়তে হবে আর কি জন্যে ? ইংরেজরা ত সব তল্পি তল্পা বেঁধে জাহাজে গিয়ে উঠলো। ওরাই যদি চলে যায়, তাহ'লে আর ওদের ভাষা পড়তে হবে কেন?

ব্যোম। ইংরেজরা চলে গেল কিরে ?

হৃষি। কি ক'রে তারা এদেশে থাকবে ? টেরারিষ্টদের হাতে টাট্‌কা পৈত্রিক প্রাণটা বলি দেবে ব'লে ? ওদের কি প্রাণের ভয় নেই ? বাবা, যতো টাকা রোজগারই করুক. আর যাই করুক, ওই যে বুকের ভেতর ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করছে ওর একটা beat এর দাম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ! বুঝলি ?

ব্যোম। ওদের মারে কেরে ? ওরা হ'লো King Alfred এর জাত্ !

হৃষি। বাবা, এবার Alfred সব afraid। যে বিপ্লবী দল ঠেলে উঠ্‌ছে ওরা পারে না কি ? এই তো দিন দুপুরে, কলকাতার রাস্তার ওপর, গোয়েন্দা বিভাগের লোককে জল-জ্যান্তো পাচার করে দিলে ! আর একটু সাহস বাড়লেই এবার সাত সমুদ্র-পারের সাহেবগুলোকে গলা টিপ্‌বে আর সঙ্গে সঙ্গে কবর দেবে !

ব্যোম। দুর্ ! গাঁজা খেয়েছিস্ ?

হৃষি। গাঁজা নয়,—গজা ! আনন্দের চোটে আজ সকালে এক সের গজা এনে খেয়েছিলুম,—তা'তে 'আ'কারটা ছিল কিনা, তা ময়রারাই বলতে পারে !

ব্যোম। বলি, সত্যি কলেজের ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে ?

হৃষি। তবে যাও সরোগে ! দেবেখুনি ছেলেরা সব ঠিক করে' ! এক একটি থাবড়া আর গাঁট্টা খেলে, তোর ঐ মুখস্থ করা মাথার খুলিটা চড়াং ক'রে ফেটে যাবে। প্রত্যেক কলেজে ষ্টুডেণ্টরা দল বেধে গেট্ আগলাচ্ছে।

ব্যোম। তবে আর কি হবে ? হোষ্টেলে ফিরে যাই !

হৃষি ! অমন কাজটি করিস্‌নে। একটা হোষ্টেলকে পুলিশ একেবারে ছাত্র-ছাড়া করেছে, যেমন চাষারা মাঠ থেকে ধানগাছ কেটে সাফ করে দেয়,—এবারে বাকি হোষ্টেলগুলোকেও অমনি কর্ব্বে। সব দেবে হাজতে পাঠিয়ে। কেন নির্দ্দোষী বেচারা, পুলিশের হাতে চট্‌কানি খাবি ?...তারচেয়ে সটান শিয়ালদা ষ্টেসনে গিয়ে—দেশের ছেলে দেশে পালিয়ে যা। নইলে মর্ব্বি।

ব্যোম। যা যাঃ ! তুই গাঁজা খাস্ ব'লে পুলিসও আর গাঁজা খায় না। তারা জানে কোন হোষ্টেলের ছাত্রদের ধরতে হয়।

হবি। দেখ্—যদি বাপ মায়ের বরাত জোর থাকে, কাটিয়ে উঠবি ! নইলে···যাক্, বায়স্কোপ দেখতে যাবি ?

ব্যোম। না ভাই, তুই যা ! (প্রস্থান)

হবি। যা, তবে পড়াশুনো ক'রে মরগে যা। আমরা তোদের মত পাথুরে পড়াশুনোয় মাথা ঠুকতে রাজি নই। (প্রস্থান)

[নির্ণয়বাবু ও সদয় মিত্রের প্রবেশ]

নির্ণ। এ হোষ্টেলের সব কটা ছেলেকেই পুলিশ Arrest করেছে। কেবল একটা ছেলে বাকি। আমার কাছে, সব কটা ছেলেরই নাম আর দেশের ঠিকানা লেখা ছিল। আফিসে গিয়ে নাম মিলিয়ে দেখি, একজন পলাতক !

সদ। তার নামটি কি হে ?

নির্ণ। নীলাম্বু বোস। ছোকরা বড়ো তোখোঁড়।

সদ। দেশের ঠিকানা কি ?

নি। পাবনা না রাজসাহী জেলার কি একটা গ্রাম, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ছোকরা পলাতক হওয়াতে কমিশনার সাহেবের সন্দেহ পড়েছে ঐ ছোঁড়াটার ওপর। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ ছোঁড়ার কাজ এ নয়।

সদ। কেন ? তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ ?

নি। আরে ছোঃ ছোঃ। ছোঁড়াটা বড়ো ভীতু ! আমি তাকে দেখেছি। আমাকে দেখেই একেবারে কেঁচোর মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতো !

সদ। আরে, ঐ কেঁচোগুলোই তো কেউটে সাপের বাচ্চা হয়।

নি। কমিশনার সাহেবকে এত করে বোঝালুম যে ও ছোকরার পিছনে তাড়া করলে, সারা শিকারটাই বাজে হয়ে যাবে—ও

পণ্ডশ্রম করে লাভ নেই,—সাহেব আমার কথাটায় মোটে কাণই দিলে না !

সদ। কি অর্ডার হ'লো ?

নি। অর্ডার হ'লো,—যা করে পারো, ধরো তাকে ! কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক—যে তা'কে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পার্কে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ! কাল সকালেই দৈনিক সংবাদ পত্র গুলোতে বিজ্ঞাপন বের হ'বে।

সদ। পাঁচ হাজার টাকা !·· চেষ্টা দেখলে হয় !

নি। দেখো।

সদ। তুমি নিজে হুলোবেড়াল হয়ে এমন-মাছটার ওপর যে নজর দিচ্ছ না ?···হঠাৎ এমন মন্দাগ্নির কারণ কি হে ?

নি। (ঘৃণার মত ভাব দেখাইয়া) নাঃ ! ও,—ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ ক'রে লাভ নেই !

সদ। হাঁ, অনেক ভেড়া ছাগল খেয়েছো,—এখন ছুঁচো ধরতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে।···কিন্তু আমার ও কিছুতেই অরুচি নেই। আমি চিতে বাঘের দলের লোক ! যা পাই,—তাই ! পাঁচ হাজার টাকা মন্দ কি !···তুমি ভাই দেশের ঠিকানাটা একবার দেবে চলোতো !

নি। (একটু চিন্তাকরিয়া) সে ঠিকানাটা বোধহয় ·আমার হারিয়ে গেছে !···তুমি আফিসে,—

সদয়। কি রকম বাবা ! এই বললে, তোমার কাছে লেখা আছে, আবার এখন লুকোচ্ছ ?···ও বুঝিছি ! নিজেই টাকাটা মারবার চেষ্টায় আছো।···(উদাসীন ভাবে) বেশ মারো ! তোমরা হলে

বড়ো ঘাগী!...যাক্! আফিস থেকেই ঠিকানাটা বার ক'রে দেখা যাবে কোনও রকম সুবিধে কর্ত্তে পার্ব্বো কি না!

নির্ম। কাজটা বড়ো সোজা হবেনা, সদয়? এই যে বিপ্লবী ছোঁড়াগুলো দেখছো, এরা এক একটি আস্ত সয়তান। এদের মুখে থাকে হাঁসি আর পকেটে থাকে খুন! এরা সেজে বেড়ায় ভিজে বিড়ালটি কিন্তু এতো বড়ো দুঃসাহসিক, বেপরোয়া শত্রু বর্ত্তমান শাসন তন্ত্রের আর আছে কিনা সন্দেহ! এই একটা ছেলেকে ধরতে দেখবে আরও ক'টা আই, বি, ডিপার্টমেণ্টের লোককে কলকাতার রাস্তার ওপর আয়ু থাকতে আয়ু হারাতে হয়! এক একটা সন্ধান,—অমনি সঙ্গে সঙ্গে এক একটা বন্দুকের গুলি!

সদয়। বলো কি হে? না বাবা, তাহলে আমি এর পেছনে দৌড়ুচ্ছিনে! ও তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিলুম।

নির্মচ। আমিও একাজে নামছিনে। পৈত্রিক প্রাণটা থাকলে অমন অনেক পাঁচহাজার টাকা পকেটে আসবে যাবে!

সদ। তবে হাঁ, তক্কে তক্কে থাকা যাক্। সুবিধে হয়,—অর্থাৎ প্রাণটাকে হাতের পাঁচ রেখে, বাকি তাসে খেলা খেলতে পারি, তাহ'লে একাজে নামবো,—নইলে শর্ম্মারাম ও দিকে আর নেই বাবা!

নির্ম। এখন থেকে সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে,—প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের পকেটের ভেতর আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস জামিন দেওয়া আছে। সদয়? প্রত্যেক কলেজের ছাত্রকে সাবধান।

সদয়। তা আর বলতে! যাক্, ওসব কথা রাস্তায় কয়ে কাজ নেই। চলো তোমার বাসায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখা যাবে, ছোঁড়াটার সন্ধান বার কর্ব্বার কোন সূত্র আছে কিনা!

নির্ণ। হাঁ, তাই চলো। সাবধানের মার নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য

[নির্ণয় বাবুর কক্ষ। নির্ণয় ও কেতকী উপস্থিত। কেতকী একখানা বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র পাঠ করিতেছে,—এবং নির্ণয়বাবু চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বক্রনেত্রে কেতকীর মুখে আলো-ছায়ার ঘন ঘন পট-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে। নির্ণয়ের চক্ষে অনুসন্ধিৎসা ও আত্ম-প্রসাদের চতুর দীপ্তি কখনও ফুটিয়া উঠিতেছে, কখনও নিভিতেছে। অনেকটা জোনাকীর মত।]

কেতকী। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া, সহসা) কতকগুলো নিরীহ, নিষ্পাপ ছাত্রদের তোমরা হঠাৎ গ্রেপ্তার করলে কেন ?

নি। (চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে' চাপা হাঁসি চক্ষু পল্লবের ঘন সঞ্চালনে আড়াল দিয়ে) হেঁসেল থেকে যখন ভাজা মাছ উধাও হয়ে যায়, তখন তোমরা বেচারী বেড়ালকে ধরে আচ্ছা ক'রে লাঠি কষিয়ে দাও কেন ?

কেত। মাছ চুরি গেলে, বেড়ালই এ কাজ করে থাকে, কাজেই তার ওপরেই পড়ে শাস্তি ! কিন্তু ছাত্রেরা ত এর আগে কখনও কোন পুলিশের লোককে কি গোয়েন্দাকে খুন করে নি !

নির্ম। এইবার সেটা আরম্ভ করেছে। বেড়ালও যতোদিন মাছ চুরি ক'রে খায় না,—ততোদিন গিন্নির খুব আদরে দিন কাটায়! কিন্তু যেই ধূর্তোমি ক'রে সেই সৎকাজটা আরম্ভ করে,—অমনি গিন্নির হাতে দুধ-ভাত গিয়ে লম্বা লাঠি এসে হাজির হয়।

কেত। তোমরা কি প্রমাণ-পেয়েছো যে ছাত্রদের মধ্যেই কেউ গোয়েন্দা যতীন মজুমদারকে খুন করেছে ?

নি। না পেলে আর পুলিশ এতোবড়ো একটা দায়িত্ব-পূর্ণ Step নেয়!

কেত। যা-প্রমাণ পুলিশ বা তোমরা বার করেছো, সেগুলোকে তোমরা কি অভ্রান্ত ব'লে মনে করো ?

নি। নিশ্চয়ই।

কেত। কতকগুলো দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পড়াশুনো করতে মায়ের কোল ছেড়ে কলকাতায় এসে রয়েছে, তারা কি ক'রে বন্দুক যোগাড় ক'রে এত বড়ো একটা খুনে ডাকাতের কাজ কর্ত্তে পারে, আমিত বুঝতে পারি না।

নি। তোমার বুদ্ধি ভাইকে ভালবাসার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই পাঁচিলের বাহিরে তোমার বুদ্ধির চোখ কিছু দেখতে পায়না! কাজেই এসব কূট-কচালে জিনিষ তুমি বুঝতে পার্ব্বে না।... (খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া) তা তোমার এতো ভাবনা কিসে? তোমার ভাইতো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে!... এই তো খবরের কাগজে পড়লে!

কে। (খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া) হাঁ, ভালই করেছে। কেন সে শুধু শুধু পুলিশের হাতে মার খেতে যাবে? বাঘে কামড়ালে

আঠারো ঘা। পুলিশের হাতে পড়লে, ওদের ষড়যন্ত্রে সব কিছু হতে পারে! হয়তো জেল, হয়তো বেত মারা,—হয়তো পুলি-পোলাও! ...আচ্ছা পুলি-পোলায়ে তোমরা চালান দাও কেন?

নি। আমরা চালান দেবো কেন? জজ-সাহেব বিচার ক'রে চালান দেন। যখন বিচারক দেখেন কেউ সত্যি সত্যি খুন করেছে, —আর তার অকাট্য প্রমাণ পুলিশ-তদন্তে পাওয়া গেছে,—তখনই দেন তিনি ফাঁসির হুকুম,—অথবা দ্বীপান্তর!

কে। ফাঁসি? ফাঁসি? একজন জল-জ্যান্তো মানুষকে গলায় দড়ি বেঁধে মেরে ফেলা!...উঃ! মানুষ কি নিষ্ঠুর! হত্যার শাস্তি হত্যায়!

নি। কিন্তু যার ফাঁসি হয়, সেও তো একদিন হয় গুলি মেরে, না হয় ছোরা দিয়ে, আর একজনকে খুন করেছে? তার শাস্তি হওয়া তো উচিত।

কেত। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) শাস্তি! মানুষই শাস্তি দেবার কর্ত্তা, —ঈশ্বর নয়! মানুষ সর্ব্বজ্ঞ সাজে! হয় তো তার ভুল হচ্ছে, —তবু সে কথাটা না ভেবে মানুষ জজ সেজে কতো না অন্যায় শাস্তি একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দেয়!...আচ্ছা, হাঁগা, পুলিশ যদি নীলুকে খুঁজে পায়,—তা হ'লে তারও ঐরকম বিচারের নাটক করে ওরা ফাঁসি দিতে পারে?

নি না, না, ও সব কথা তুমি ভেবোনা। তা'কে কেউ ধরতে পার্ব্বে না।...আমি চেষ্টায় আছি, যাতে তাকে কেউ না ধরতে পারে! আমি কাকেও বলিনি যে, সে আমার শালা হয়! এক সদয় মিত্র ছাড়া আর কেউ বড়ো জানে না, সে হয়তো আমার বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে পারে।

কেত। কই আমার বাড়ীতে ত সে লুকিয়ে নেই ?

নি। নেই। কিন্তু যদি আসে, তাহলে তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে।...তা নাহ'লে বাইরে থাকলে, কোন্ সময় হয়তো পুলিশ সন্ধান পেতে পারে।

কেত। এখানে থাকলেও সন্ধান পেতে পারে। তোমার বাড়ীই তো একটা পুলিশের আড্ডা !

নি। কে বললে ? আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তার কথা কারুকে বলবোনা।...দেখো কেতকি ? সত্যি নীলেটা যদি লুকিয়ে তোমার কাছে আসে, আমাকে টুপ করে খবর দিও—আমি তাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবো যে পুলিশ কি ছার,—দেবতারাও তার কোন সন্ধান পাবে না।

কেত। তুমি ?—তুমি পাঁচ হাজার টাকার লোভ না ছাড়তে পেরে যদি,—

নি। পাগল ? কি বলো তার ঠিক নেই !...তুমি আমায় এমনি পর ঠাওরাও ? তোমার ভাই কি আমারও ভাই নয় ? জানো আমি তার জন্যে কতো করেছি ?

কেত। তা করেছো।...কিন্তু তবু ভয় হয়, কেননা তুমি যে কাজ করো তা'তে ফেরারি আসামী ধরা, সন্দেহের ওপর লোককে ধরা তোমাদের নিত্যকার কাজ। এর জন্যে তোমরা মাইনে পাও, বখশিষ পাও !

নি। (হাস্য) তবু জেনো তোমার ভাইকে আমি আমার ডানার তলায় লুকিয়ে রাখবো। আমিই পুলিশকে ঠেকিয়ে রেখেছি তার পিছনে বেশী খোঁজা খুঁজি না করতে ! আমি তার জন্যে এতো কচ্ছি—আর আমার পুরস্কার বুঝি এই ? আমাকে

অবিশ্বাস ? আমি তোমায় কতো ভালবাসি তা জানো ?

[কেতকী খানিকক্ষণ নির্ণয় বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলনা, সেখানে কতোটা সত্য আর কতোটা মিথ্যা তাহাদের নিজ নিজ আলোক ছায়া ফেলিতেছে।]

নির্ণ। মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো ? এখনও অবিশ্বাস ?··· থাক্, তুমি বড়ো ঘেবড়ে গেছো !···একটু ঘুমোও দেখি, মাথাটা ঠাণ্ডা হ'লে তখন সব বুঝতে পার্ব্বে।···আমি একটু বাহিরের ঘরে যাচ্ছি। অফিসের কিছু কাজ কর্ম্ম আছে, সেরে আসি। তুমি শুয়ে পড়ো, একটু ঘুমোও। [প্রস্থান

কেতকী। (স্বগতঃ) ঘুম ? ঘুম আর আমার চোখে বোধহয় আসবেনা। আমার ভাই কোথায়, কে জানে ? হয়তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, ভিখারিদের মতো। হয়তো খেতে পায়নি এ কয় দিন ! রাস্তার কুকুর গুলোর মত হয়তো আঁস্তাকুড়ের এঁটোভাত লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে ! হাতে পয়সা আছে কি নেই,—তাই বা কে জানে ? পালিয়েছে তো ঠিক ? না, এরা তাকে হাজতে পুরে রেখেছে ? আমাকে হয়তো এরা মিথ্যে কথা ব'লে ভোলাচ্ছে ! ···খবরের কাগজ ! কতো মিথ্যে কথা লেখে !

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। মা ? সদয়বাবুর বাড়ী থেকে তাঁর পরিবার এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে !

কে। সদয় বাবুর স্ত্রী ? কই তিনিত বড়ো আসেন না ?

ঝি। কি দরকার আছে বোধ হয়। তা না হলে এত রাত্রে এসেছেন !

কে ! (অনিচ্ছুকভাবে) আচ্ছা, ডেকে নিয়ে এসো তাঁকে !

[ঝিয়ের প্রস্থান ও অভ্রাদেবীর প্রবেশ]

অভ্রা। এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলুম দিদি ! ভাবলুম, আপনার লোক, একবার দেখা করে যাবো না ?

কেত। তা, এসেছেন, বেশতো। বসুন।

অভ্রা। বসবো না দিদি, বসবোনা। বসবার কি যো আছে ? বাইরে তোমাদের বন্ধু, my boss wait কচ্ছেন। আমায় বললেন, বউদির ভাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেল কিনা, একবার বউদিদিকে জিগেস করে এসো। বউদিদির উপর কি টান ! My goodness. !

কেত। (বিমূঢ় ভাবে অভ্রাদেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল) ...আপনি কি বলছেন, আমি বুঝিতে পাচ্ছিনে।

অভ্রা। বলছি, তোমার ভাইয়ের কোন খবর পেয়েছো, আমার groom টি তোমায় জিজ্ঞেসা কচ্ছেন !

কেতা। (বিভ্রান্ত ভাবে) গ্রুম্ কাকে বলে ?

অভ্রা। Pshaw ! groom কাকে বলে জানোনা ? পাল্‌কী গাড়ি থেকে বাবু নেমে গেলে, সহিস্ গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করে। আমার স্বামীটিও তেমনি বাইরে রাস্তায় গাড়িতে আমার জন্য—wait কচ্ছেন...তা হ'লে তিনি groom হলেন না ?

কেত। ও ! এতক্ষণে বুঝেছি ! তা তিনি কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন বললেন ?

অভ্রা। জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তোমার ভাইয়ের কি কোন খবর পেয়েছো ?

কেত। এইতো তিনি বিকাল বেলায় এখানে এসেছিলেন !—

এঁদের কাছ থেকে জেনে গেলেন, আমি এখনও ভাইয়ের তল্লাস কিছু পাইনি। আবার এর মধ্যে—খবর নিচ্ছেন ?

অভ্রা। না, ঠিক সে খবরটা আমরা নিতে আসিনি। আমরা শুধু তোমাকে একটা সৎ পরামর্শ দিতে এসেছি। দেখো দু'দিনেই হোক্, পাঁচ দিনেই হোক্, তোমার ভাই নিশ্চয়ই লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসবে। —সেই সময়, ভাই, তুমি যদি আমাদের একটু খবর দাও, তাহ'লে···তোমার ভাইয়েরই ভালো হবে,···আমাদের কিছু নয়! অর্থাৎ, আমরা তাকে খুব একটা চমৎকার গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেঁ পার্ব্বো। পুলিশের সাধ্য কি, সেখান থেকে কোন গন্ধ পায়।

কেত। (চিন্তিত ভাবে) আচ্ছা দেখি,—যা হয় হবে।

অভ্রা। যা হয় হবে না, নিশ্চয়ই আমাদের খবর দেবে। আমরা নীলাম্বুকে ভারি ভালোবাসি। এতো ভালোবাসি যে, সে আর তোমায় কি বোঝাবো!

কেতা। আপনারা তাকে চেনেন না কি ? দেখেছেন তাকে ?

অভ্রা। (কৃত্রিম হাঁসি হাঁসিয়া) My goodness! কি বলো, তার ঠিক নেই। খুব চিনি, খুব চিনি,! অপরিচিত মানুষকে এর চেয়ে বেশী চেনা যায় না! দেখিনি কখনো বটে—কিন্তু মুখ খানা তোমারই মতন হবে, কেমন ? তবে man আর woman,···এই যা তফাত!

কেতা। (বিহ্বল ভাবে অভ্রা দেবীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

অভ্রা। একখানা ফটো তার দিতে পারো ? বড্ড উপকার হয়।

কেত। ফটো ত নেই। তার ফটো কখনো তোলা হয়নি।

অভ্রা। By jove! এত বড়ো ভুলটা ক'রে রেখেছো ? আই, বি,

ডিপার্টমেন্টের অফিসারের wife হ'য়ে ভাইয়ের একখানা ফটো তোলাওনি ? Pull on করো কি ক'রে ?

কেত। জীবনে ভুল অনেক হ'য়ে গেছে দিদি, অনেক হ'য়ে গেছে। তা'কে আমার কাছ থেকে সরিয়ে অপর জায়গায় রাখাটাইতো একটা বড় ভুল !

অভ্রা। Silly ! আমার husband কিন্তু সে কথা বলে না। বলে, ভাই বোন চিরদিনই আলাদা থাকা উচিত। ওদের সম্পর্ক, দুধ আর টকের ন্যায়। মিশলেই দই কাটবে।

কেত। সেতো আমার শুধু ভাই নয়,—সে আমার মায়ের জিম্মা ! মা মারা গেছেন, যাবার সময় তাঁর সমস্ত মাতৃ-স্নেহ আমার বুকের ভেতর গচ্ছিত রেখে গেছেন, ঐ ভাইয়ের জন্য।

অভ্রা। তাহ'লে তুমি তাকে খুব ভালোবাসো বলো। সেও তোমাকে খুব ভালবাসে। না ? This is some news, তাহ'লে নিশ্চয়ই দেখবে সে দু'চার দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। হয় openly, না হয় লুকিয়ে। এলে কিন্তু ভাই, আমাদের অবিশ্যি খবর দেবে। যদি না দাও, আমি দুঃখিত হবো—ভারি !

কে। কেন, আপনাদের এতো মাথাব্যথা কেন, তার খবর পাবার জন্যে ?

অভ্রা। হবে না ? আমরা যে তোমাদের friend,—bosom friends ! আমরা bosom friends দের বরাবরই বড়ো interest নেই ! তাদের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদে, তাবুঝি জানো না ? তোমার ভাই তোমার কাছে এলে যেই আমাকে খবর দেবে,-তখন থেকে জানতে পারবে, আমরা তোমাদের জন্যে কতো feel

করি। সত্যি কথা, বিশ্বাস করো, তোমাদের জন্যে,—বিশেষ তোমার ভাইয়ের খবরের জন্যে আমাদের রাত্রে ঘুম হয় না। (একটু হাঁসিয়া) বলি, তোমার ভাই কি আমারও ভাই নয় ?

কেতকী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আপনাদের দয়া !

অভ্রা। তাহ'লে আমি আসি ! ঐ কথা রইলো, নীলাম্বু এলেই আমাদের বাসায় খবর পাঠাবে। কেমন ?...কথা পেলুম তো ?

[কেতকী নীরবভাবে ঘাড় নাড়িল। অভ্রাদেবী চলিয়া গেল।]

কেত। যা বললে, তাকি সত্যি ? এরা আমার ভাইয়ের জন্যে ভাবে ?...আগেত কই একবার খবরও নিতো না ! মনটার মধ্যে কেমন খট্‌কা ঠেকছে !

[গন্ধমণির প্রবেশ]

গন্ধ ! হাঁ মা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো ?

কেত। কি কথা ?

গন্ধ। বলি, তোমার ভাইয়ের নামটি কি নিরম্বু বসু ?

কেত। নীরম্বু নয়,—নীলাম্বু।

গন্ধ। ঐ একই কথা ! আমরা তো একাদশীর দিন নিরম্বু উপোষ করি,—তাই ওই কথাটাই মনে থাকে।

কেত। আমার ভায়ের নাম জেনে তোর কি হবে রে ?

গন্ধ। তা আর জানতে ইচ্ছে হয় না গা ! তুমি এমন ভালো মানুষ, এমন সুন্দরী,—তোমার ভাইও কোন্ না খুব সুন্দর দেখতে হবে ! তা মা এবার যখন তোমার ভাই আসবে, আমাকে একবার দেখিয়ে দিও না গা ! আমি আগে যেন দু'একবার দেখেছি ব'লে মনে হয়। তবে সেই কি সে,—সেইটে ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে।

কেত। তাকে দেখতে তোর এতো মাথাব্যথা কেনরে ?

গন্ধ। না, এমন কিছু নয় ! তবে কি জানো ? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে। আমি বাপু ওসব পাঁচজনের কথায় থাকিনে !

কে। পাঁচজনে পাঁচ কথা কি বলছে রে ?

গন্ধ। কি জানি মা, কি বলবো ? আমি মা ও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।...তবে কি জানো ? আমাদের বাসায় পাঁচ রকমের লোক থাকে তো ? কেউ বলে:—"তুই যে বাড়ীতে কাজ কচ্ছিস্ গন্ধ, সে বাড়ীর গিন্নির ভাই এক খুনে আসামী।" ...আমি মা ও সব কথায় পেত্যয় যাইনে।

কেত। (বিস্ময়ে) খুনে আসামী ?

গন্ধ। দেখোমা, লোক গুলোর বলবার ঢঙ্ দেখো। তাই না হয়, একটু নরমে গরমে বল্। তা নয়,—একেবারে বলে খুনে আসামী। আমিও দিয়েছি তাকে দুকথা শুনিয়ে।

কেত। তুই কি বললি ?

গন্ধ। আমি বললুম "কেন, কার গলায় সে গামছা বেঁধে খুন করেছে যে, সে খুনী হবে ?" বলে মা, "কাকে নাকি, তোমার ভাই রাস্তায় বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে একেবারে মেরে ফেলেছে।" দেখ মা মিথ্যে কথা বলবার একবার ঘটাটা দেখো। আমি হেঁসেই উড়িয়ে দিয়েছি সে কথা !

কেত। তুই ওসব কথা কানে তুলিস্‌নে। সব মিথ্যে কথা। আমার ভাই, কুকুর কামড়াতে এলে তাকে উল্‌টে তাড়িয়ে দিতে জানে না,—সে করবে মানুষ খুন !

গ। (মৃদুকণ্ঠে) তা মা তোমার ভাই এলে আমাকে একবার দেখিয়ে দিয়ো না।

কেত। কেন? তুই তাকে দেখে কি কর্ব্বি?

গন্ধ। (ফিক্ করিয়া হাঁসিয়া ফেলিল) মোটা টাকা মা! যদি পেয়ে যাই! এই আর কি!

কেত। টাকা কি ক'রে পাবিরে?

গন্ধ। সে মা আমি তোমায় বলতে পার্ব্বো না। (দ্রুত প্রস্থান)

কেত। (স্বগতঃ) হুঁ। বু'ঝছি! পুলিশ খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে,—যে তাকে ধরিয়ে দিতে পার্ব্বে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা বখশিষ দেবে! তাই সকলের টনক নড়েছে। ঐ ঝিটা;—সেও চেষ্টায় আছে আমার ভাইকে ধরিয়ে দেবে ব'লে।...কেন? তার কি কেউ নেই? তার দিদির কোল কি এতো আল্‌গা যে, সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবে? সয়তান পৃথিবী! তুমি জাল পাতছো', আমার পায়রাটি ধরবে ব'লে? দাঁড়াও, ধরতে দিচ্ছি!... (উর্ধ্বের দিকে করযোড়ে আঁচল ধরিয়া) ভগবান্? আমাকে দিদি করেছো,—তবে দিদির আত্ম-বলি দেবার ক্ষমতা দাও!

[বাহিরের বারান্দা হইতে চাপা গলায় নীলাম্বু ডাকিল: দিদি? দি—দি?]

কেত। (চমকিয়া উঠিয়া) ও কে? (নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পদ ক্ষেপে বাহিরে বারান্দার দ্বারে আসিয়া) কে রে?

নীলা। (মুখে আঙুল দিয়া) চুপ্! আস্তে কথা কও দিদি।আমি-এসেছি!

কে। (চাপা গলায়) কে? নীলু? (বেশ উৎফুল্ল হইয়া) আয়—আয়, আমার কোলে আয়। (প্রায় জড়াইয়া ধরিল) আয়, ভেতরে বসি! উঃ তুই কি রোগা হয়ে গেছিস? কতদিন দেখিনি

[উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।]

নীলা। (চাপা গলায়) কেউ এখানে নেইতো দিদি? …দরজা জানালা গুলো বন্ধ ক'রে দাও। কেউ দেখতে পাবে!

কে। না। কেউ নেই! …আচ্ছা বন্ধই করে দিচ্ছি! [কেতকী পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ঘরের দরজা জানালাগুলি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। পরে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।]

কেত। (নীলাম্বুর মুখের দিকে তাকাইয়া) ওঃ! এই ছ'দিনে যে একেবারে অর্দ্ধেক হয়ে গেছিস্ নীলু?

নীলা। ওঃ! কি ক'রে যে দিন কাটাচ্ছি, যদি জানতে দিদি!

কেত। কি ক'রে কাটাচ্ছিস্?

নীলা। দিনের বেলায় মোটে বার হইনে। রাত্রি বেলায় বেরোই তাও গা ঢেকে! পেঁচাগুলোও বোধ হয় আমার চেয়ে স্বাধীন।

কেত। আহা! এমন কর্ম্ম কেন কর্ত্তে গেলি, নীলু?

নীলা। সে অনেক কথা! একদিন তোমায় বলবো! আজ এখানে ওসব কথা নয়। …দাদাবাবু কোথায়?

কেত। নীচের বৈঠকখানায় বোধ হয় আছে। সেখেনেই তো গেল!

নীল। রাস্তা দিয়ে আসতে, উকি মেরে তাই দেখলুম। তাই, সাহস ক'রে ওপরে এলুম।

কেত। সুমুখের দরজা দিয়ে?

নীল। পাগল! তোমাদের বাড়ীর পিছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকলুম। দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। তারপর চোরের মত গুঁড়ি মেরে মেরে, পাশের ঘর দিয়ে বারাণ্ডায় এলুম। ভাগ্যিস্ কেউ ছিলনা।

কেত। বেশ করেছিস্। কিন্তু সাবধান! ঝি কি চাকর, কারুকেই দেখা দিস্ নি। ওরা সকলেই তোর শত্রু!

নীল। সকলেই শত্রু। মানুষ কি ছার, কুকুর বেড়ালগুলোকেও দেখলে, মনে হয়, ওরাও বুঝি পুলিশের চর। অন্ধকারে গাছ-গুলোকে দেখলে মনে হয় ওৎ পেতে পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, আমাকে ধরবার জন্যে বাতাসের জাল ফেলছে। পাখীর শব্দে চমকে উঠি। আর্‌সুলো নড়লে আঁতকে উঠি দিদি! এমন করে আমার ক'দিন চলবে ?

কেত। (চিন্তান্বিত ভাবে) তবে কি হবে নীলু ?

নীল। তাইতো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম দিদি, আমার কি হবে।

কেত। তুই কলকাতা থেকে পালিয়ে যা। এখানে অনেক লোক, অনেক পাহারা। কারুকে বিশ্বাস নেই! তুই পশ্চিমে পালা।

নী। তাই যাবো। শুধু তোমার মত নিতে এলুম।

কেত। এ কয়দিন কোথায় কাটালি নীলু ?

নীল। এক বন্ধুর বাড়ীতে। তার কেউ নেই, শুধু বিধবা ম আছেন, আর এক বোন। কিন্তু তবু সাহস হয় না! ঘরের ভেতর কি সমস্ত দিন বন্দ থাকা যায় ?

কেত। তা কখনও যায় ?

নীল। আবার হাঙ্গামা কি জানো ? রাত্রিতে তাদের বাড়ীতে এক পিশে মশাই এসে থাকে। তার ভয়ে আমি রাত্রে সেখেনে থাকিনে।

কেত! কোথায় থাকিস ?

নীল। মা রজনীর কালো আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই। দু'দিন রাত্রে ফুটপাথের ওপর শুয়ে পড়েছিলুম। বড় শীত করে! শীতকালে কি খোলা আকাশের তলায় খালি মাটিতে শুয়ে থাকা যায় ?

কেত। ওমা. কি হবে! নিউমোনিয়া ধরে যাবে যে!

নীল। আমার ভাগ্যে সেও ভাল!…কিন্তু তা হবে না। ভগবান অতো সহজে মানুষকে দয়া করেন না।

কেত। ষাট্, ষাট্! অমন কথা বলিস্‌নে নীলু! তুই যে আমার সাত রাজার ধন, এক মানিক! তুই যে আমার মায়ের জিম্মা! মা মরবার সময়ে, (কাঁদিয়া ফেলিয়া)—নীলু? নীলু? তুই আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল্, তারপর যা হয় করিস।

নীল। দিদি? তোমার এখানে দুটো ভাত পাবো? আজ ছ'দিন ভাতের মুখ দেখিনি।

কেত। অ্যাঁ, বলিস কি? তা হাঁরে, যে বাড়ীতে দিনের বেলায় থাকিস্ তারা দু'টো খেতে দেয় না?

নীল। বন্ধুর মা'কে কি বোনকে জানাই নি, পাছে তাঁরা আমার কথা সেই পিশে মশাইকে বলে ফেলেন! আমার বন্ধুই আমাকে বারণ করে দিলে!

কেত। তবে, এ কয়দিন কি খেয়ে রইলি?

নীল। রাত্রে সকলে ঘুমালে পায়ের জুতো খুলে. পা টিপে টিপে বেরুই! আমার বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে এসে বার করে. দেয়।… রাত্রে বেরিয়ে, দোকান থেকে খাবার কিনে. রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেয়েছি। তা'ও ভাল বড় দোকান থেকে নয়,—সেখেনে বড্ড ভিড়। ছোটো উড়ের দোকান,—যেখানে কেরোসিনের টেঁপির আলোয় প্রায় অন্ধকার,—সেই সব দোকান থেকে ঠাণ্ডা তেলে ভাজা কিনে খেয়েছি। কোনও হোটেলে ঢুকে যে দু'টো ভাত খাবো, এমন সাহস হ'লোনা দিদি। পাছে কেউ চিনে ফেলে ধরিয়ে দেয়।

কেত। আহা! কি কষ্ট! কি কষ্ট!…ভগবান? আমাকে কি শুধু এই কথা শুনতে বাঁচিয়ে রেখেছো? এত লোকে রোগে মরে.—কই আমাকেত কিছুতে ধরে না! কই, বজ্রাঘাতে ত আমি মরি না!…আমি নিজে দু'বেলা রাজার ভোগে খাওয়া দাওয়া কচ্চি,—আর আমার ভাই, আমার মা'র পেটের একটিমাত্র ভাই,—না খেতে পেয়ে— কাঙালের মত দিন কাটাচ্ছে! উঃ! ভগবান্!

নীল। দুঃখু করা এখন রাখো দিদি! আমায় দু'টি ভাত, যদি থাকে তো, দাও।

কে। ভাত? আমাদের যে সব খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, নীলু? কিহবে?

নীল। কিছু নেই? তোমাদের পাতে ফেলে দেওয়া ভাত দু'টি? এঁটো-কাঁটা, যা হ'ক?…চাকর-বাকরদের ফেলে দেওয়া?

কেত। (কাণে আঙ্গুল দিয়া) ওঃ! আর শুনতে পারি না নীলু, আর শুনতে পারিনে। তুই যদি আর একটু সকালে আসতিস্।…উঃ! কি করি নীলু? কি ক'রে তোকে দু'টো ভাত দেই?…তুই একটু বসবি, আমি এখনই দু'টো রেঁধে দিই?

[বাহির হইতে নির্ণয় বাবু দরজায় ধাক্কা দিলেন]

নীল। (চাপা গলায়) এইরে! কি হবে দিদি?

কেত। (চাপা গলায় ও কতকটা ইসারায়) তুই এই খাটের তলায় লুকো!

নীল। না, না। ধরে ফেলবে। আমায় পালাতে হবে!

[বাহিরে নির্ণয় বাবু ডাকিলেন: কেতকী? কেতকী?]

কেত। তা হ'লে, এই পাশের দরজা দিয়ে,—

নীল। এই দরজা দিয়ে গেলে, কোথায় গিয়ে পড়বো?

[বাহিরে নির্ণয়:—দরজা খোলো না!………

দরজা বন্দ করে কি হচ্ছে ? কেতকী ?]

কেত। (চাপা গলায়) রান্নাঘরে গিয়ে পড়বি। সে ঘরের পেছন দিকে দরজা আছে।

নির্ণ। (বাহির হইতে) কার সঙ্গে কথা কইচো ? দরজা খোলো। কেতকী ? শীগ্‌গির দরজা খোলো।

নীল। (চাপাগলায়) তবে সেখান দিয়েই পালাই।

কেত। (চাপাগলায়) দেখিস্ অন্ধকারে যেন,...

নির্ণ। (বাহির হইতে) আচ্ছা মুস্কিল তো !...দরজা খোলো না। এত দেরি হয় কেন ?

নীল। (চাপাগলায়) চললুম দিদি ! অন্ধকারই আমার জীবন !

[পাশের দরজা দিয়া প্রস্থান ! পরে কেতকী সে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সন্মুখের দরজার খিল খুলিয়া দিল]

নির্ণ। (ঘরে প্রবেশ করিয়া) এত দেরি হ'ল কেন ?

কেত। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

নির্ণ। ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? আমি যেন শুনলুম কার সঙ্গে কথা কইছো ?

কেত। তোমরা ঐ রকমই শুনে থাকো। [আর কিছু না বলিয়া বিছানায় আসিয়া ধড়াস্ করিয়া শুইয়া পড়িল]

নির্ণ। আজ কি হয়েছে তোমার ?

[কেতকী নিরুত্তর। বিছানায় মুখ গুঁজড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওদিকে নির্ণয় বাবু ঘরের এদিক-ওদিক সন্ধিৎসুভাবে দেখিতে লাগিলেন।...বাহিরে ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল।]

নির্ণ কিসের শব্দ হ'ল ? (উচ্চৈস্বরে) শম্ভু ? শম্ভু ?

শম্ভু। (নেপথ্য হইতে) আজ্ঞে-এ-এ ?

নির্ণ। কিসের শব্দ হ'লরে ?

শম্ভু। কি জানি বাবু ?

নির্ণ। একবার আলো জেলে দেখ্ তো ?

শম্ভু। দেখি। (কিছুক্ষণ পরে) বাবু ? পাচিলের ওপরে যে ফুলের টব্ টা ছিল, সেইটে পড়ে গেল।······হাঁ—বোধ হয় কোন বেড়াল লাফাতে গিয়ে ফেলে দিলে !

নির্ণ। কোনও লোকজন ঢোকেনি তো ?

শম্ভু। (তাচ্ছীল্যভাবে) না বাবু !···আমি থাকতে লোক ঢুকবে ?

নির্ণয়। (কেতকীর প্রতি) কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, বলোনা।

কেত। (নিরুত্তর)

নির্ণ। (মিনতির সুরে) হাঁ গা, বলো না।

কেত। যমের সঙ্গে।

(নির্ণয় আর ঘেঁটাইল না।)

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য।

নির্ণয় বাবুর কক্ষ। নির্ণয় বাবু অফিস যাইবার পোষাক পরিয়া, চেয়ারের উপর বসিয়া বিমর্ষ মুখে অপেক্ষা করিতেছেন। ভাব দেখিলে মনে হয়, তিনি আজ অফিস্ যাইবেন কিনা, স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সন্মুখে ভৃত্য শম্ভু দাঁড়াইয়া। কাল—বেলা ১২টা হইবে।

নির্ণ। তুই ঠিক দেখেছিস্?

শম্ভু। দেখেছি বই কি, বাবু! আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, জানালার ফাঁক দিয়ে সব দেখেছি।

নির্ণ। লোকটা কি রকম দেখতে?

শ। আজ্ঞে, দেখতে ঠিক তেলে ভাজা বেগুনির মতো। ঐ রকম পোড়া পোড়া তামাটে গায়ের রঙ্,—আর ঐ রকম বেধড়ো লম্বা।

নির্ণ। হুঁ! (চিন্তিত ভাবে) আর?

শম্ভু। আর কি বলবো? শীতের শেষে আমড়া গাছে যেমন কচি কচি পাতা গজায়, অথচ ডাল পালা গুলো তা'তে ঢাকা পড়ে না,—এও তেমনি, গায়ে মাংস থাকলেও, গাঁটগুলো বেশী ঠেলে উঠে আছে।

নির্ম। খুব ষণ্ডা গোছের লোক বুঝি ?

শ। আজ্ঞে, আমার ত মনে হয়, ঐ চওড়া গেঁঠো হাতে যদি আমাকে একটি চড় বসায়, তা হ'লে আমি তখনই ঘুঁড়ির মত তেতালার ছাদে উড়ে যাই।

নির্ম। বয়স কতো হবে ?

শম্ভু। আজ্ঞে তা, বিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশও হ'তে পারে। মুখখানা দেখলে মনে হয় কচি,—বিশ বছরের ভেতরেই হবে। কিন্তু কাঁধ দু'টো দেখলে, বুঝতে পারা যায়, পঞ্চাশ বছরের লোক না হলে এমন ষাঁড়ের মত কাঁধ হতে পারে না। আর কি হাতের গুলো দু'টো। যেন মুগুর !

নির্ম। বলিস্ কি ? এতো ষণ্ডা ?

শম্ভু। ষণ্ডা না হ'লে বাবু, আমি তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিই ? না, মা'র সঙ্গে একঘণ্টা ধরে, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কথা কইতে দিই ? আমি কি বুঝিনে বাবু, ভদ্দর লোকের বাড়ীতে এসব ঠিক নয়। একজন বাইরের লোক এসে মায়ের সঙ্গে যা তা ভাবে গল্প করবে,—বাড়ীর চাকর হয়ে এসব বরদাস্ত করি কি ক'রে ?

নির্ম। থাক্। চুপ্ কর্।...ব্যাপারটা খুব গোলমেলে রকমের ! এর একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।...দেখ্ আজ যেই লোকটা আসবে, —তুই তাকে কিছু বলিস্‌নি।—তুই চুপি চুপি বৈঠকখানাঘরে গিয়ে আমাকে টেলিফোঁ করে দিবি। পারবি তো ?

শ। খুব পারবো।...আমি এর আগে কতো টেলিফোঁ করেছি !... আপনি ত শিখিয়ে দিয়েছেন।

নির্ম। হাঁ। তাহ'লে আমি অফিসে চললুম। তোর কাছ থেকে

খবর পেলেই আমি ছুটে আসবো,—আর তারপর যা ব্যবস্থা হয় কর্ব্বো।

শম্ভু। আজ্ঞে আচ্ছা।

[নির্ণয়বাবু চিন্তিত ভাবে চলিয়া গেলেন

শম্ভু। (পকেট হইতে টাকার থলিটী বাহির করিয়া ও গুণিয়া) মা'র কাছ থেকে পেলুম সবশুদ্ধ দু'টাকা,—আর বাবুর কাছ থেকে সাড়ে সাত। এই হলো সাড়ে নয়। ওঃ! কি মজাতেই আছি।...রোজ রোজ কি পানতুয়া নিডিগেনি খাবো?...তার চেয়ে যাবো একদিন বায়চ্‌কোপ দেখতে।...আর একদিন থ্যাটার!...উঁহু! গন্ধর বোন্ হাবিটাকে একদিন বাগাবার চেষ্টা কর্ব্বো না?...উহুহু! ছুঁড়িটার কি চাউনি রে। যেন শিঙ্গি মাছে কাঁটা মারে।

[কেতকীর প্রবেশ]

কেত। শম্ভু? পাশের ঘরের দরজায় কে কুলুপ লাগিয়ে দিলেরে?

শ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—(মাথা চুলকাইতে লাগিল)

কেত। কি? বলবিনে?

শ। আজ্ঞে, বাবু যে বলতে বারণ করে গেলেন!

কে। ও! বুঝেছি!...আচ্ছা, তুই এখন যা।...যদি কোন লোক দেখা কর্ত্তে আসে, সটান আমার কাছে নিয়ে আসবি।

[শম্ভু, কেতকীর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাইল!— মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল:—

শম্ভু। আজ্ঞে, আচ্ছা। (প্রস্থান)

কেত। (স্বগতঃ) এমনি ক'রে কতদিন চলবে? স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে এই লুকোচুরি! এর ফল কত দূরে?...বাবুতো বেশ

আমায় সন্দেহ কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন! আর যা সন্দেহ কচ্চেন —তা'তো ভদ্র ঘরের বৌ-ঝিদের শেষ অপমান।···এই আত্মহত্যার পথে ধাপে ধাপে আর কতো নামবো!

[নীলাম্বু এক পাঞ্জাবী শিখের বেশে শম্ভুর আগে আগে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগড়ি, মুখে পরচুলার গোঁফ-দাঁড়ি। কেতকী তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল ও বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল]

কেত। কে আপনি ?···কিছু না ব'লে কয়ে হঠাৎ,—

নীল। মাপ করিয়ে মাতাজী! হাম আতা হ্যায় অমৃৎসারসে! হুঁয়া আপকো যে কাকাবাবু হ্যায়—ঐ হাম্‌কো ভেজ দিয়া আপ্‌কো পাশ!···আপ্‌কো নোকোর হাম্‌কো ঘুস্‌নে দেতা নেহি, লেকেন,—

[এতক্ষণে নীলাম্বুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেতকী চিনিতে পারিয়াছে। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল

কে। ও বুঝতে পেরেছি।···তা বসুন ঐ চেয়ারে। (শম্ভুর দিকে ফিরিয়া) শম্ভু? ইনি আমার কাকাবাবুর লোক হন। সেই অমৃতসার থেকে আসছেন! তুই দৌড়ে এর জন্য এক টাকার সন্দেশ কিনে আন দেখি।···জল খাবার তো দিতে হবে! (বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া) দেখ্, এ পাড়ার কোনও দোকান থেকে আনিস্‌নি। এদের জিনিষগুলো অতি যাচ্ছে-তাই! তুই ট্রামে করে বউবাজারে গিয়ে, ভীমনাগের দোকান থেকে নিয়ে আয়। তাদের সন্দেশ গুলো ভালো।···এই দু'টো টাকা

দিচ্ছি। দেড় টাকার সন্দেশ আন্‌বি,—ট্রামভাড়া যা লাগে দিবি —আর বাকি যা থাকবে, তুই নিস্।

[শম্ভু. কেতকীর হাত হইতে টাকা লইয়া নীলাম্বুর দিকে বাঁকা চোখে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়া গেল।]

নীলা। চাকরটার চাহনিটা ফাঁকা নয় দিদি! বেশ নীরেট ব'লে মনে হচ্ছে। এর ভেতরে সন্দেহ আর কু-মতলবের অনেক ধূলো-কাদা ঠেসা আছে।

কেত। না, না! ও ঐ রকম ক'রে লোকের দিকে চায়। ওর বেঁকাদিক্‌টা কোথায় জানিস? আমাদের এখানে যে নতুন লোক আসবে, পাছে সে অনেক ভালো ভালো খাবার খেয়ে যায় সেই হিংসে! ওর বিশ্বাস ভাল ভাল খাবারে ওর একটা মৌরসী পাট্টা অধিকার আছে।

নী। (অতিক্ষীণ হাস্য করিয়া) তা হয়তো হ'তে পারে! কিন্তু তুমি ওকে যেন বিশ্বাস ক'রে আমার সত্যি পরিচয়টা দিয়ে বসো না, বা আমার নামটা ওকে জানিও না। পুঁইশাকের ভেতরেই বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকে।

কেত। না, না, ওকে জানাবো না। শুধু ওকে কেন,—কারুকেই জানাইনি। তোর দাদাবাবু এখনো ঠিক জানে না যে, তুই রোজ আসিস্ এখানে! তাই নিয়ে সে আমাকে ভারি সন্দেহ কচ্ছে।

নী। কি সন্দেহ কচ্ছে, দিদি?

কেত। না, না, সে লজ্জার কথা আমি তোকে বলতে পারবো না। সে তুই বুঝবি নে! বিয়ে হ'লে পর, তখন হয়তো বুঝবি।

নী। না দিদি, তুমি বলো আমি বুঝতে পার্ব্বো। বুঝতে না পাবলে আমাব বড়ো অসুবিধে হবে। হয়তো একটা বড়ো রকম বিপদে পা দিয়ে ফেলতে পারি।

কেত। (খানিকক্ষণ ভাবিয়া ও অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) তাই যদি মনে করিস্, তবে শুনে রাখ্। দেখ্, স্বামীদের একটা বড় রকমের দুর্ব্বলতা আছে তাদের স্ত্রীদের বিষয়ে। সব স্বামীর হয়তো তা নেই, কিন্তু তোর দাদাবাবুর মনের মধ্যে এ দুর্ব্বলতাটা হঠাৎ গজিয়ে ওঠবার একটা কারণ আমরা ঘটিয়ে দিচ্ছি। ওর বিশ্বাস—(বলিতে বলিতে চুপ করিল।)

নী। না দিদি, তুমি বলো। আমি এখনও সবটা পুরোরকম বুঝে উঠতে পারিনি।

কেত। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) কি শুনবি নীলু,—মেয়ে মানুষদের এটা শেষ অপমান,—শেষ লাঞ্ছনা! স্বামীর কাছে স্ত্রীর যেটা বড়ো পরিচয় আমি সেইটাই হারাতে বসেছি।

নী। ও তোমার হেঁয়ালি কথা রাখো দিদি। আমাকে খোলাখুলি ভাবে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দাও, যাতে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

কেত। (একখানা চেয়ারে বসিয়া, দুই হাত দিয়া আপনার কাণ দুইটি ঢাকিল এবং মুখখানা মাটির দিকে নত করিল, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল:—) নীলু তোর দাদাবাবুর সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি রোজ একজন বাহিরের উটকো মানুষকে বাড়ীর ভেতরে আনি।...আমার কোন আত্মা নাই, কোন নৈতিক ধর্ম্ম নাই। আমি আমার শরীরটাকে ব্যবসা-কেন্দ্র ক'রে ওঁর ভিটেয় বসে, পাপের চরম পন্থা চালিয়ে যাচ্ছি।

[নীলু শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মনের আকাশেও অনেক মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ নীরব ভাবে চিন্তা করিয়া, পরে বলিল:]

নীলা। তা হ'লে কি হবে দিদি ?

কেত। কি আর হবে ? যেটা বড়ো সত্য, তারই জয় হবে। নীলু, আমি তোকে বুকের দুধ খাওয়াইনি বটে, কিন্তু ভগবান মানুষের বুকে আপনা হ'তে ভাইয়ের জন্যে যে স্নেহের মধু ফুটিয়ে তোলেন তাই দিয়ে আমি তোকে পালন করেছি।·· আমি তোকে জীবনে বাঁচিয়ে রাখতে,—তোর পথের কাঁটা সব গুলি সরিয়ে দিতে,—আমার যা কিছু আছে, সব বিসর্জ্জন দেবো। আমার মান, ইজ্জত্, স্বামীর বিশ্বাস, স্বামীর আদর,—সব এক দিকে, আর তুই একদিকে !···যাক্, ওকথা এখন রাখ্। তোর জন্যে খানকতক লুচি ভেজে রেখেছি, সেগুলো এনে দি,—তুই আগে সেগুলো খেয়ে নে। তা না হ'লে, কোন্ সময় আবার কেউ এসে পড়বে, আর সব গোলমাল হয়ে যাবে।···এখনই আনছি !

[কেতকী পাশের ঘরে গিয়া, একখানি থালায় করিয়া খান কতক লুচি, আলুর দম ও নানাবিধ ব্যঞ্জন আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল।]

নীলা। তুমি রোজ রোজ এত জিনিষ তৈরী ক'রে রাখো কেন দিদি ? আমি ত মাত্র দুটি ভাত খেতে আসি।

কেত। কেন করি, তুই বুঝতে পার্ব্বিনে। মা যদি বেঁচে থাকতেন, তিনি আরও ঢের ভালো ভালো খাবার তৈরি ক'রে খাওয়াতেন তোকে ! আমি ত ভয়ে ভয়ে কিছুই কর্ত্তে পারিনে।···তোর

পেটটা ভরে তো নীলু ? না, আধপেটা খেয়ে পালাস ?

নী। আধপেটা !...দিদি, তুমি না থাকলে আজ আমার কি হতো ?

নী। নে, নে, চট ক'রে আগে খেয়ে নে।

(নীলাম্বু খাবারের সম্মুখে বসিয়া পাগড়িটি মাথা হইতে নামাইয়া টেবিলে রাখিল। পরে খাইতে আরম্ভ করিল। যেমনি একখানা লুচি মুখে তুলিয়াছে, অমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে নির্ণয়বাবু ও তৎপশ্চাৎ শম্ভু গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল]

নির্ণ। (চোখ পাকাইয়া) তোম্ কোন্ হ্যায়, হামারা অন্দরকো ভিতর ? (উচ্চৈঃস্বরে) চোট্টা হ্যায় ! ডাকু হ্যায় !

[নীলাম্বু, তাহাকে দেখিয়াই একলম্ফে পাশের ঘরে দৌড়াইয়া পলাইল। নির্ণয়বাবুও তাহার পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিন্তু নীলাম্বু, নির্ণয়বাবুর চেয়ে ক্ষিপ্র-গতি ! সে পাশের ঘরে গিয়া যখন দেখিল সে-ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ—তখন একটি জানালার শিক গায়ের জোরে বেঁকাইয়া সেখান হইতে নীচে লাফ মারিল। নির্ণয় বাবুও জানালার কাছে গেলেন তাহাকে ধরিতে। কিন্তু কেতকী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতেছিল, কাজেই তিনি নীলাম্বুকে করায়ত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি যখন জানালায় পৌছিলেন, তখন নীলাম্বু রাস্তায় পড়িয়া দৌড় দিতেছে]

নির্ণ। (জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেনঃ—) চোর ! চোর ! পাকড়ো ! পাকড়ো !

[বাহিরে রাস্তায় 'পাকড়ো ! পাকড়ো ! 'চোর !' চোর !' রবে

ভয়ানক কলরব উঠিল। শম্ভু ইতিমধ্যে দৌড়াইয়া রাস্তায় গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, প্রকৃত তস্কর নিখোঁজ। শুধু রাস্তার লোকগুলি গোলমাল করিতেছে। তখন সে একটু এদিক ওদিক করিয়া, ফিরিয়া বাটী আসিল]

নির্ণয়। (কেতকীর প্রতি) বড়ো দরদ লোকটার ওপর ? না ?... আচ্ছা হচ্ছে তোমার।...বড্ড বাড়িয়েছ তুমি !...উঃ। কি সাহস ? আমার বাড়ীতে আমার খেয়ে শেষকালে কি না—! উঃ! আমার চোখের ওপরেই ! (এমন সময়ে শম্ভু ঘরে ঢুকিল) (শম্ভুর প্রতি) ধরতে পারলিনে বেটাকে ? দিতুম পুলিশে।

শ। যে জোরে দৌড়লো, তাইতো ধরতে পারলুম না ;...নইলে, আমার সঙ্গে ও দৌড়ে পেরে ওঠে ?

নি। রাস্তায় কোন পুলিশ দেখলিনে,—তা'কে বলনি নে কেন ধরতে ?

শ। একজন পাহারাওয়ালা ছিল—তা'কে বললুম। সে মোটে—দৌড়তে পারে না। একে পাণ্টালুন পরা, তার ওপর নাগরা জুতো,—সে পারবে কেন দৌড়তে ?

নি। এঃ! হাতের ভেতর থেকে পিছলে গেল ?

শম্ভু। পিছলে যাবে কি বাবু ?...আমায় পাঁচসিকে পয়সা দিন দেখি! আমি ব্যোম্‌কালি তলায় একবার গুনিয়ে আসি। ওঁরা সব ব'লে দিতে পারে। এমন কি নাম ঠিকানা অবধি। আমি তারপর তাকে গিয়ে ধরবো।

নির্ণয়। থাক্, তোমায় আর বীরত্ব কর্ত্তে হবে না !.. তুই এখন এ ঘর থেকে যা! (শম্ভুর অসন্তুষ্ট ভাবে প্রস্থান)

(কেতকীর দিকে ফিরিয়া)—

কেতকি ? এ সব কি ? ছিঃ! ভদ্র ঘরের মেয়ে হয়ে শেষকালে

এই নীচ কাজ? যারা ছোটলোকের মেয়ে,—ঝি ক্লাশ,— তারাও তো স্বামীর ঘরে বসে এমন বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ত্তে পারে না! (টেবিলের উপর যে পাগড়িটি ছিল, সেটি টেবিল হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ও পদাঘাত করিয়া) শেষ কালে এক পাঞ্জাবী শিখ। বাঙ্গালীতে মন ভরে উঠলো না,— এবার শিখ জোটানো হয়েছে !·· ওর নাম কি ?···কেতকী ? কথা কচ্ছ না যে ? আচ্ছা দাঁড়াও, এই পাগড়িটা পুলিশে জমা দেবো—আর গোয়েন্দা লাগিয়ে তোমার শ্রাদ্ধ আমি করছি !···

কেত। (কাঁদিয়া) ওগো আমায় মাপ করো !

নির্ম। মাপ ? এ কাজের মাপ আছে ? বিষাক্ত সাপকে কেউ মাপ করে ? ও সব হবে না। তোমাকে আর আমার বাড়ীতে একদিন থাকতে দেবো না ! তুমি অসতী! খানকি! বেরোও আমার বাড়ী থেকে !···আমি ফিরে এসে যেন তোমার ছায়া আর না মাড়াই! [প্রস্থানোদ্যত। কেতকী সহসা আসিয়া নির্ম্মলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল]

কেত। ওগো, তুমি যা ভাবছো, আমি তা নই। আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি, আমার স্বভাব খারাপ হয়নি।

নির্ম। আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস কর্ব্বো,—তুমি আমায় এমনি গাধা পেয়েছ ? get out! বেরোও।

কেত। (পুনরায় পা ধরিয়া) ওগো, ভগবানের নাম নিয়ে দিব্বি কচ্ছি—আমি কোন কুকাজ করিনি। আমায় তুমি মাপ করো।

নির্ম। কুকাজ করো নি ? তবে হতভাগা শিখটা তোমার গুরুপুত্তুর এসেছিল ?

কেত। ওগো আমি তোমায় সব খুলে বলতে পাচ্ছিনে।···

শুধু এইটুকু বিশ্বাস করো, আমি তোমার বিশ্বাসঘাতিনী নই !

নি। সব নষ্ট-চরিত্র মেয়ে মানুষই এই সব কথা ব'লে স্বামীর চোখে ধুলো দেয়। তুই কেউটে সাপ। আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছোব্‌লাচ্ছিস্। দূর হ,—এখনি দূর হ নইলে— (পা তুলিলেন)

কেত। নইলে ? (উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

নির্ণ। এই রকম করে লাথি মেরে কুকুর শেযালের মত তাড়াবো। মাগী বেশ্যা !

[কেতকাকে পদাঘাত ! কেতকী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নির্ণয়বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ। রাত্রিকাল। নীলাম্বু একাকী পদচারণ করিতেছিল।

নীলা। (স্বগতঃ) কাছের কোন্ ঘড়িতে রাত্রি দু'টো বাজলো ! আর কতো সময় লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা কর্ব্বো ?···তাহলে বোধ হয়, দিদি বেরুতে পারলো না !···আহা তাই হোক ! আমি হতভাগা,—জীবনের ঢেউয়ে ডুবতে বসেছি ! আমার সঙ্গে আবার দিদিকে জড়াই কেন ?···দিদি শান্তিতে ঘর সংসার করুক, স্বামীর আদরে পূর্ণ হোক—ভগবানের কাছে আমি তাই-ই প্রার্থনা করি। আমার নিজের জন্যে আমি ভাবি না !···কে ?

(আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া কেতকীর প্রবেশ)

কে। (চাপাগলায়) চুপ্‌ !...চাকরটা বাইরের ঘরে উস্‌খুস্‌ কচ্ছে, এখনই টের পাবে !...চল্‌ পালাই !...একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে !

নীলা। সত্যিই যাবে দিদি? এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো !

কে। এটা ভাবনার কথা নয় !...এটা আমার আত্মার কথা, আর মা'র আদেশ !...এর ওপর আর দোনো-মনো চলে না।.. চল্‌ চল্‌, দেরি হ'লে, সব গোলমাল হয়ে যাবে। (অগ্রসর হওন) (পশ্চাৎ ফিরিয়া, করযোড়ে নমস্কার করিয়া) স্বামী? দেবতা? ক্ষমা কোরো। ভাই যদি নিরাপদ হয়, তখন আবার ফিরে আসবো !...তখন তোমার বিশ্বাস হবে ! তখন আবার আমায় ফিরিয়ে নেবে ! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) দোষ আমার নয়,-দোষ আমাদের নিয়তির ! ক্ষমা কোরো ! স্বামী, ক্ষমা করো ! (সম্মুখে ফিরিয়া) মা, পথ দেখাও !...ঐ যে মা ! ঐ যে মা ! বাতি ধরে এগিয়ে চলেছেন ! নীলু চল্‌ চল্‌ !

নীলা। দিদি ?

কেত। আর কথা নয়, এগিয়ে চল্‌। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান :—সদয় মিত্রের কক্ষ। অভ্রা দেবী একাকিনী বসিয়া পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছিলেন।

গীত

স্বপন দেখি, চাঁদের দেশের এলো অতিথি!
সে জ্যোছ্‌না দিয়ে মুড়ে দিল আমার দিন রাতি!
    সে আসে সোণার বরণ হরিণে চ'ড়ে,
    আমার পানে সোহাগ ভরে চায় আড়ে আড়ে,
তার চাহনি, হৃদয় হানি' জাগায় রে স্মৃতি!
অন্ধকার এ জীবন-ঘরে জ্বালে রে বাতি!

[বিষম হাঁসিতে হাঁসিতে সবেগে সদয়বাবুর প্রবেশ]

সদ। হা-হা-হা-হা! একটা মানুষ যদি কাদায় যেতে যেতে আছাড় খায় তা'কে দেখলে কি রকম হাঁসি পায়, বল দেখি?

অভ্রা। (মুখ ফিরাইয়া] আমার মোটেই পায় না। আমার দুঃখ হয়।

সদ। ...হা, হা, হা, হা! তাহ'লে সেটা লোক-দেখানো দুঃখ। স্বাভাবিক না।...বিশেষ প্রেমের ক্ষেত্রে!

অভ্রা। সে কি? তুমি আজকাল পুলিশ গেম (Police-game) ছেড়ে প্রেম ধরেছো?

সদ। আমি ধরবো কেন ? এ জিনিষটা কি আমার ধাতে সয় ? তোমার বন্ধু,—তোমার বন্ধু ! নির্ণয়ের ওয়াইফ !

অভ্রা। কি করলে সে ?

সদয়। তা শোননি বুঝি ? সে একটা ফিমেল চার্লি চ্যাপলিনের পার্ট করে বসেছে।

অভ্রা। কি রকম ? কি রকম ?

সদয়। অর্থাৎ, পৃথিবীতে আর মানুষ পেলে না ! আমি বাদ,—সব বাঙ্গালী বাদ,—শেষকালে এক পাঞ্জাবী শিখ্‌কে ভালবেসে ফেলেছে। ওথেলোর ডেস্‌ডিমোনা আর কি !

অভ্রা। কি বাজে বকছো ?

সদা। বাজে বক্‌ছি ? ওথেলোর পাগড়িটা পুলিশে জমা পড়েছে। সেই পাগড়ি ধরে মানুষটাকে trace করে বার কর্ত্তে হবে। ইত্যবসরে ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোকে নিয়ে উধাও !

অভ্রা। কি, খুলে বলো দেখি, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছিনে।

সদা। বুঝতে পাচ্ছ না ? এ বোঝা আর শক্ত কি ? কিছু পুরনো হয়ে গেলেই, স্বামী হয়ে যায় তেল-চিটচিটে ছেঁড়া কাপড় ! তখন ওয়াইফদের ইচ্ছে করে একখানা নতুন শান্তিপুরে কাপড় পরতে ! নির্ণয়ের ওয়াইফও তাই করেছে ! স্বামী পুরনো হয়ে গেছে কিনা তাই, এক পাঞ্জাবী শিখের সঙ্গে প্রেম করে বাড়ী ছেড়ে বাস্ লম্বা।

অভ্রা। মাই গুড্‌নেস্ ! সে কি কথা ? সেই Shy (লাজুক) সিঁথিতে-লম্বা-সিঁদুর-কাটা মেয়েমানুষটা ? তার পেটে পেটে এতো বিদ্যে ?

সদা। তোমাদের কা'র পেটে যে কি থাকে বোঝা যায় না !

অভ্রা। তার পর ? নির্ণয়বাবু কি কচ্ছেন ?

সদা। কি আর কর্বেন ? ছ'বেলা হোটেলে খাচ্ছেন, রাত্রে ঘুমুচ্ছেন,—আর দিনে অফিস কচ্ছেন ! আর ভেতরে ভেতরে খবর নিচ্ছেন, ডিয়ার ওয়াইফ কোথায় গিয়ে তাঁর হনি-মুনের (Honey-moon) নাচ গান কচ্ছেন !

অভ্রা। খুব জব্দ করেছে তো নির্ণয়বাবুকে !...তা ওতে ও ঘেবড়ে যাচ্ছে কেন ? ওয়াইফ নেই,—adopted ওয়াইফ কিছু দেউলে পড়ে গেছে বাজারে ? একটা খুঁজে পেতে নিক্‌না !

সদা। নেবে!...তবে, সবে একটা শক্ পেয়েছে, কাজেই মনটা একটু মুচড়ে পড়েছে।

অভ্রা। তোমরা এমন সব বন্ধু থাকতে, তাকে একটু হেল্প করতে পারো না ? টাকা কিছু আছে, বলতে পারো ? না, ঐ মাইনে টুকুই ভরসা ?

সদা। না, বেশ জমিয়েছে ব্যাঙ্কে। ওর ওয়াইফ, সে খুব গোছালো মেয়ে মানুষ ছিল। যা মাইনে পেতো সব চলে যেতো ব্যাঙ্কে ! আর যা উপরি পেতো, তারই খুচরো গুলো নিয়ে দৈনিক ব্যয় গুলো চালাতো। আমার বোধ হয়, ওর ব্যাঙ্কে অন্ততঃ বিশ হাজার আছে,—আর ওর ওয়াইফের গহনাও কোন্‌না হাজার দশ, পনরো হবে !

অভ্রা। বাই জোভ ! আর তুমি আমাকে ছ'হাজার টাকারও গয়না দাওনি ! উঃ ! কি ঠকানই ঠকাও তুমি আমায় ?

সদা। আমার মাইনে কম,—কাজেই হ্যাণ্ড টু-মাউথ ! আর নির্ণয়ের মাহিনা ঢের বেশী, কাজেই মাউথ টু-হ্যাণ্ড ! সেতো বড়ো অফিসার।...তা ছাড়া তুমি নিজে যে বড়ো খরচে মেয়ে

মানুষ, তুমি নিজে না জমাতে পারলে আমি কি কর্ব্বো ?… নির্ণয়ের ওয়াইফের মতো লাল পেড়ে মিলের সাড়ি প'রে থাকতে পারো,·'দেখবে, এক বছরে পাঁচ হাজার টাকা জমাতে পার্ব্বে।

অভ্রা কেন ? তার চেয়ে গামছা প'রে থাকলে হয় না ?

(শম্ভুর প্রবেশ)

অভ্র। নির্ণয়বাবুর চাকর না ?

সদয়। কি রে ? কি খবর ?

শম্ভু। আজ্ঞে, বাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন, আপনার সঙ্গে কখন দেখা হবে জানতে।

সদ। আচ্ছা আমিই যাবো'খুনি সন্ধ্যা বেলায়। তুই বলগে, তিনি নিজে এসে দেখা কর্বেন।

অভ্রা। তোমাব নাম শম্ভু না ?

শম্ভু। আজ্ঞে, হাঁ।

অভ্রা। হাঁরে…তোর মা নাকি…কোথায় চলে গেছে ?

শম্ভু। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে, বাবু এ সব কথা কারুকে বলতে আমায় বারণ করে দিয়েছেন।

অভ্রা। বাবু তা হ'লে, খুব হুঁসিয়ার দেখছি। আত্মসম্মান জ্ঞানটা খুব টন্ টনে।

সদয়। বাড়ী থেকে ওয়াইফ চলে গেলে, পুরুষ মানুষদের যে কতোটা মাথা হেঁট হয় বন্ধু মহলে,—এটা ওয়াইফের দল বুঝতে পারেনা এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্য আর কি আছে ?

অভ্রা। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড়ো আশ্চর্য্য আর একটা আছে ! সেটা তোমাদের চোখে পড়ে না,—কিন্তু আমাদের চোখে সেটা

নিত্য পড়ে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই,—কতকগুলো এমন বে-আক্কেলে হাসব্যাণ্ড আছে, যা'রা বাড়ীতে ওয়াইফকে একা রেখে, রাত বারোটা পর্য্যন্ত বাহিরে ফুলে ফুলে মধু লুণ্ঠন করে বেড়ায়,—কিন্তু ওয়াইফ যদি কোন নির্দোষ কারণেও কোন পুরুষের সঙ্গে একটু কথা কয়,—অমনি পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মত ঐ হাসব্যাণ্ড তাঁর ওপর যতো রকমের শাস্তি বর্ষণ করতে থাকে। কৌতুকময় সংসারে এর চেয়ে বড়ো clown গিরি আর কি হ'তে পারে ?

সদয়। তুমি কি বলতে চাও, যে সব হাসব্যাণ্ড হেন-পেক্‌ট্‌ অর্থাৎ-স্ত্রৈণ তাদের হেন্‌ (মুরগী) কখনও উড়ে যায় না ?

অভ্রা। না, কেননা হেন্‌দের চারিদিকে পেরেক দিয়ে আঁটা বেড়া থাকে।

সদা। পেরেক মানে, Love লাভ ? লাভ জিনিষটা ব্যবসার ফল, জানবে। যারা ভালো ব্যবসা করতে জানে,—তারাই এর অধিকারী।...যাক্, এসব দাম্পত্য দর্শন শাস্ত্র নিয়ে এখন তর্ক করবার সময় নয়। আমি এখনই অফিসে যাবো।...শম্ভু, আচ্ছা বাবুকে বলিস্‌,—সন্ধ্যেবেলায় যাবো। (প্রস্থান)

অভ্রা। হ্যাঁরে শম্ভু ? বাবু আজকাল অফিসে বেরোন ?

শ। কই বেরোন ? ঐ বর্ষাকালের সূর্য্যির মত ! কখনো কখনো !

অভ্রা। অফিসে বেরোন না,—তবে বাড়ীতে ব'সে থাকেন ?

শ। হাঁ, তা বৈ কি !...

অভ্রা। বাড়ীতে ব'সে কি করেন ?

শ। আজ্ঞে, সে আমি বলতে পার্ব্বো না।...নেমক-হারামি কর্ত্তে পার্ব্বো না।

অভ্রা। নেমকহারামি কেন? আমার কাছে ইসারায় বলবি। আমিত আর কাউকে বলছি নে।

শম্ভু। আজ্ঞে, আজ্ঞে,— (মাথা চুলকাইতে লাগিল)

অভ্রা। হাঁরে শম্ভু তো'কে বুঝি আমি কখনও বখ্‌শিষ করিনি?

শম্ভু। কই আর কর্লেন মা?…আমি তো রোজই পেত্যাশায় আছি!

অভ্রা। আচ্ছা আজ এই দুটো টাকা নে,…সন্দেশ কিনে খাস্‌। আবার মাঝে মাঝে দেবো।

শম্ভু। (একান্তে স্বগতঃ) এর গরজ আছে দেখছি।…তবে তো মাছ গেঁথেছি। আর একটু চার ফেলতে হবে!

অভ্রা। শম্ভু, বাবুর বাড়ীতে আর কে কে থাকে?

শম্ভু। কে আর থাকবে মা? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) মা ছেড়ে গেছেন, আর বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে! আহা! তিনি ছিলেন, যেন বাড়ীতে লোক গিস্‌ গিস্‌ করতো। কি যে মা'র শনি ঢুকলো!

অভ্রা। তাতো বটেই,—তাতো বটেই!—তা হাঁরে বাবুর আর কোন আপনার লোক নেই? এই ধর্‌-ভাই বোন, কি খুড়ী জেঠী?

শম্ভু। ভাইয়ের মধ্যে আমি, আর বোনের মধ্যে এক ঝি! তা সেও আবার আধখানা!

অভ্রা। আধখানা কি রকম?

শম্ভু। আজ্ঞে, সে সন্ধ্যে হ'লেই বাসায় চলে যায়! হাজার হোক্‌, গেরস্থ ঘরের মেয়ে কিনা! তার আবার একজন গেরস্ত আছে!

অভ্রা। তা হলে তুমি একাই বাবুকে দেখো?

শম্ভু। আজ্ঞে, তা বই কি!…আজ্ঞে, তবে আপনারা,—এই ধরেন

আপনি,—যদি মাঝে মাঝে যান,—তাহ'লে আমি একটু ছুটি পাই!

অভ্রা। দেখি, কি হয়!…হাঁরে, তোর মা যে চলে গেল, গয়না টয়না সব নিয়ে পালিয়েছে বোধ হয়?

শম্ভু। উহুঁ … আমার তেমনটি নয়!…বাবুর একখানা গয়না মা ছোঁয়নি।… একা কাপড়ে চলে গেলেন।…অমন সতী লক্ষ্মী কি আর দেখা যায়?

অভ্রা। হাঁ, তা'তো দেখছি।…তা না হ'লে এক শিখ মিন্‌সের সঙ্গে মিশে, বাবুকে উল্‌টো নমস্কার দিয়ে গেল!

শম্ভু। আমার বিশ্বেস, মা নিজে ইচ্ছে করে যান নি। কোথা থেকে ঐ দাড়ি ওয়ালা ভাল্লুকটা জুটলো—আর মাকে বোধ হয় দাঁত দেখিয়ে গুম খুন করে নিয়ে গেল! নইলে,—আমার মা ঘর ছাড়ে? ঘরে তাঁর, লক্ষ্মী পাতা, শিবঠাকুর,—পূজো—আচ্ছা, ধূপ ধুনো, নৈবিদ্যি! কতো কবো? এই সে দিনও নীলের উপোস কল্লেন, রাত্তিরে কত ফলমূল দিয়ে শিব পূজো করলেন। এতো কলা ছিল নৈবিদ্যিতে, যে আমি আর ঝি এক এক জনে বোধ হয় এক কুড়ি ক'রে মেরে দিয়েছি।

অভ্রা। হাঁ, হাঁ, ঐসব পূজো-আচ্ছা ভণ্ডামি যে সব মেয়ে মানুষদের,—তারাই হয় ছাই-চাপা আগুন। একদিন সারা বাড়ী তারা জ্বালিয়ে যায়।

শম্ভু। কি জানি মা, কিছুইতো বুঝতে পারিনে!……অভাবও তো তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না! গা-ভরা অলঙ্কার! হীরে, জহর, পান্না জ্বল্ জ্বল্ করতো, যখন সে সব গায়ে পরতেন।……সব ফেলে রেখে গেছেন!………অতো সোনা-দানা—অতো ঐশ্বয্যি ফেলে কেউ যেতে পারে!

অভ্র। হাঁ এটা একটা Mystery বটে।......আচ্ছা, তুই এখন যা। আমি সময় ক'রে যাবো।......হাঁ, তোর বাবু সন্ধ্যেবেলায় থাকেন তো?

শম্ভু। থাকেন বৈ কি। তবে মন-মরা হয়ে থাকেন। আপনারা গেলে যেমন পানতুয়ার মতো রসে ভাসতে থাকেন, আর চড়ুই পাখীর মত চড়বড়-বড়বড় করে বকেন,—তেমনটি নয়। ঐ যেন মাঝি-ছাড়া নৌকো। যে দিকে স্রোত সেই দিকেই ভেসে যায়।

অভ্র। তা, তুই একজন মাঝি খুঁজে পেতে দে' না।

শম্ভু। (ফিক করিয়া হাসিয়া) কি যে বলেন! (একান্তে) দেখি, তোমায় যদি নৌকোয় চাপিয়ে দিতে পারি। (প্রস্থান)

অভ্র। [স্বগতঃ] মানুষ দাবা বোড়ে খেলে। রাজার ঘর আটকে কিস্তিমাত্ করে। তাইতেই তার জয়লাভের আনন্দ!.. ...আমিও একবার খেলবো নাকি? দেখি!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নির্ণয় বাবুর কক্ষ। কাল রাত্রি ৮টা।

তিনি একাকী পদ চারণা করিতেছিলেন, এবং নিজ মনে মনে বলিতেছিলেন:—

পরাজয়! এটা আমারই পরাজয়! তা'কে শাস্তি দিতে গিয়ে, আমার বেতেই আমি জর্জ্জরিত হচ্ছি!...মনে হচ্ছে, সব লোক গুলো আমাকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলছে: "এর স্ত্রী একে ত্যাগ করে গেছে।" নারীরা মুখে কাপড় দিয়ে খিল খিল

করে হাঁসছে। যাদের স্ত্রী তাদের আশ্রয়ে এখনও আছে,— সেই সব স্বামীরা যেন আমাকে বুক ফুলিয়ে তাদের পঙ্‌ক্তি থেকে বার করে দিচ্ছে! সাহস হচ্ছে না, ঐ সব পুরুষদের সঙ্গে যেচে গিয়ে মিশতে!...সারা পৃথিবী ছেড়ে আমার ঘরের কোণটাই নিরাপদ ব'লে মনে হচ্ছে!... কে-ও?

[শম্ভুর প্রবেশ]

শম্ভু। আজ্ঞে, আমি বাবু।

নি। শম্ভু? আজ ঘরের আলো-গুলো এত দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে কেনরে? বাল্‌ব্‌ গুলো বদলে দিয়েছিস্‌ বুঝি?

প। কৈ না বাবু! সেই সব পুরনো বাল্‌ব্‌ইতো আছে।

নি। সব নিবিয়ে দে। শুধু একটা থাক।

[শম্ভু একটি আলো জ্বালিয়া রাখিয়া সব আলো নিভাইয়া দিল]

নি। আর দেখ্‌! আমার বন্ধু বান্ধব কেউ দেখা করতে এলে বলবি 'আমি বাড়ী নেই।...বিশেষ, ঐ সদয়টা এলে। বুঝলি? ...সে বলেছে আজ সন্ধ্যে বেলায় আসবে। ঢুকতে দিস নে।

শ। যে আজ্ঞে।

নি। তুই বাইরের দরজায় বসে থাকগে যা, কারুকে ঢুকতে দিবিনে! বুঝলি?

শ। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান)

নি। একা! নিকান্তই একা। কেতকী নেই!... তবু যেন মনে হচ্ছে, কেতকীর ছায়া এই ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। না! ও সব অন্ধ সংস্কার! তার কথা মনে আসতে দেবো না! দেবো না! দেবো না! সে আমায় অপমান করেছে। মনটাকে দৃঢ় করতে হবে!...কেতকী দূর হয়ে গেছে,

ভালই হয়েছে।...বদমায়েস সয়তান। সে দুশ্চরিত্রা।...হাঁ তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।...কিন্তু মুছি কি করে? বার বারই যে তার কথা মনে আসছে। পাগল হয়ে যাবো নাকি! উঃ! বড় যাতনা! (বসিয়া পড়িল)

(শম্ভুর পুনঃ প্রবেশ)

শম্ভু। বাবু, সদয়বাবুর স্ত্রী এসেছেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে। তিনি নাছোড়-বান্দা! আসতে বলবো ?

নির্ণয়। (স্বগতঃ) বোধ হয়, ঠাট্টা কর্ত্তে এসেছে।...ঠাট্টা ? সইবো না। হেসে উড়িয়ে দেবো! একজন মেয়ে মানুষকে আর সামাল দিতে পার্ব্বো না? মন-মরা হয়ে থাকা হবে না।...বেশ ফুর্ত্তি মুখে ফোটাতে হবে। নইলে জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে!

শ। কি বলবো বাবু তাঁকে?

নি। আচ্ছা, নিয়ে আয় তাঁকে। [শম্ভুর প্রস্থান]

[একখানা টেবিলের একদিকে, একখানি চেয়ারে গিয়া শক্ত হইয়া বসিলেন।]

দেখা যাক্, কোন্ দিকে বাতাস বয়।...দাগা দিয়ে গেছে কেতকী। দিক।

[অভ্রা দেবীর প্রবেশ। শম্ভু দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমশঃ অতিথি ও গৃহস্বামীর আলাপ জমিতেই সে সরিয়া পড়িল]

অভ্রা। নমস্কার মিষ্টার দত্ত! ভাল আছেন তো ?

নির্ণ। (দাঁড়াইয়া) আসুন, আসুন মিসেস্ মিটার!

[হাত বাড়াইয়া অভ্রা দেবীর সহিত করমর্দ্দন করিলেন; পরে তাঁহাকে বিপরীত দিকের চেয়ারে বসিতে বলিলেন]

বসুন, বসুন। তারপর ?...সদয় বাবুও সঙ্গে এসেছেন নাকি ?

অভ্রা না, না,—তিনি আসবেন কি ? তিনি এখনও অফিসের সাহেবদের খিটমাট্‌গারি কচ্চেন !…উনি ঐ কাজটা বড়ো ভাল বাসেন,—এমনকি, আমাকে যা ভালবাসেন, তার চেয়েও ঢের বেশী। বড়ো কাজের লোক !

নি। (একটু হাঁসিয়া) এখনও বাসায় ফেরেন নি বুঝি ? তবু ভাল… আপনি একাই দয়া ক'রে এ অধমের বাড়ীতে,—

অভ্রা। দয়া ক'রে নয়, মিষ্টার দত্ত! মায়া ক'রে।

নি। তার মানে ?

অভ্রা। বন্ধু মহলের আবহাওয়া এতো গরম হয়ে উঠেছে আপনার এই শোচনীয় ব্যাপারটা নিয়ে যে,—আপনার প্রতি মায়া না ক'রে আর থাকতে পারলুম না।

নি। আমার শোচনীয় ব্যাপার নিয়ে ? আমার কি এমন ঘটলো, যাতে আমি আপনার সহানুভূতির পাত্র হলুম ?

অভ্রা। আপনার জিব যা বলছে, মুখের চেহারা কিন্তু ঠিক উল্‌টো রকম জানাচ্ছে। এ দু'দিনে সত্যিই আপনার এমন চোখ বসে গেছে, আর কপালে চিন্তা-রেখার এতো গাছপালা জঙ্গল এঁকে গেছে যে, সত্যিই অকৃত্রিম দরদীর সান্ত্বনা আপনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

নির্ম। (ম্লান হাঁসি হাঁসিয়া) মিসেস্ মিটার, আপনি আমাকে বিস্মিত করলেন্। আমার এমন শারীরিক দুর্গতির বিষয়ে আমিত কিছুই অনুভব করতে পারছি না।

অভ্রা। সেটা আপনার চতুরতার পরিচয়। কিন্তু, আপনার স্ত্রী কেতকী যে কাণ্ড করলেন,—হাঁ, তাঁর কোন খবর পেলেন না কি ?

নির্ম। তিনি যে এখানে নাই,—এ খবর আপনাকে কে দিলে ?

অভ্রা। কে আর দেবে ? ব্যোমা ফাটলে কি লোকের জানতে বাকি থাকে ?

নির্ম। না, তা থাকে না। কিন্তু আমার স্ত্রী তো তাঁর,—ওর নাম কি,—(ঢোক গিলিয়া)—তাঁর বাপের বাড়ী গেছেন।

অভ্রা। (মুখ টিপিয়া) বাপের বাড়ী গেছেন ? হাঁ, ঐ একটা জায়গা আছে, যেটার নাম ক'রে অনেক কিছু বাড়ীর গোলমাল ঢেকে রাখা যায়। কিন্তু মিষ্টার দত্ত, একখানা কাপড়ের আবরণে কি আগুন ঢাকতে পারা যায় ? আগুন বেরিয়ে পড়ে, তার জ্বলন্ত শিখা দিয়ে আবরণখানা পুড়িয়ে।

নির্ম। যাক্। যখন আপনারা জানতেই পেরেছেন, তখন আর আগুনটাকে শিক দিয়ে খোঁচাবেন না। এইটুকু আমার অনুরোধ।

অভ্রা। আপনি পুরুষ মানুষ, এতো ঘাবড়ান কেন ? স্ত্রী গেলে, তার জায়গা খালি থাকে না। কতো লোক যে অল্প বয়সে বিপত্নীক হয়, তারাতো কই আপনার মতো বেকুব হয় না।

নির্ম। ঠিক বলেছেন। আমিও তাই ভেবে শক্ত হয়ে আছি। আগুনে কাঠ পুড়ে ছাই হয়, কিন্তু লোহা যেমন তেমনই থাকে।

অভ্রা। এইতো,—এইতো পুরুষের মত উত্তর। কেউটে সাপকে কখনও ঘরের ভেতর পুষে রাখতে নেই। ও নিজ হ'তে সরে পড়েছে,—ওতে আপনারই জীবনটাকে ভার-মুক্ত করে গেল।

নির্ম। তবে কি জানেন ? প্রথম প্রথম মনটা একটু দমে যায়।

অভ্রা। তা তো যাবেই। তবে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করুন,—থিয়েটারে যান, বায়স্কোপে যান,—দেখবেন, মন যেন

পালকের মত হাল্‌কা হয়ে গেল। মনের ভিজে ভাবটা, স্ফূর্ত্তির তাপে খট্‌খটে শুখনো হয়ে যাবে।

[শম্ভু চায়ের পেয়ালা ও টি-পট্‌ লইয়া প্রবেশ করিল ও সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল]

নির্ণ। মিসেস্‌ মিটার ? এক কাপ্‌ চা বোধ হয় offer কর্ত্তে পারি!

অভ্রা (দাঁড়াইয়া) আমি দিচ্ছি পেয়ালায় ঢেলে।

[চা প্রস্তুত করিয়া এক পেয়ালা নির্ণয় বাবুর নিকট এগাইয়া দিল, এবং এক পেয়ালা নিজের জন্য কাছে রাখিল]

নির্ণ Thanks very much. (পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে) তারপর, মিসেস্‌ মিটার, সত্যি বলুনতো আজ পথ ভুলে এখেনে এসে প'ড়লেন কেন ?

অভ্রা। দেখুন, মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল আজ সন্ধ্যে বেলায়, আপনার বন্ধুটির সঙ্গে হঠাৎ জিবের Tug of war আরম্ভ হয়ে গেল। সেই টানা-হিঁচড়েতে মনটাও হঠাৎ খেঁকি কুকুরের মত হয়ে উঠলো।

নির্ণ। কেন, কেন ? হঠাৎ এমন অপার্থিব ব্যাপার ঘটলো কেন ?

অভ্রা। দেখুন না অন্যায়। আমি বললুম, ক'দিন ধরে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে মনটা বড় ছট্‌ ফট্‌ কচ্ছে,—সে জন্যে দুখানা টিকিট আগে থাকতে আনিয়ে রেখেছি ;—চলো দু'জনে যাই; সে কথায় আমায় কি উত্তর কর্লো জানেন ? Most un-husbandly একেবারে অ-স্বামীর মতো। আমি শুধু মিষ্টি কথায় অনুরোধ জানালুম। কিন্তু তেতোতে মিষ্টি দিলে তেতো আস্বাদ কমে ? হঠাৎ চোখ মুখ পাকিয়ে একটা ডাণ্ডা

মুখো attitude নিল, যেটা আশা করতে পারা যায় জেলের ওয়ার্ডারদের (warder) কাছে,—কোনও অকৃত্রিম স্বামীর কাছে নয়।.........স্ত্রীরা কি স্বামীদের কয়েদী, না ক্রীতদাসী? হাঁ নির্ণয়বাবু?

নির্ণ। নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়। আজকালকার যুগে নারীর পাতি-ব্রত্য মানে এটা নয় যে, স্ত্রীকে স্বামীর পোষা কুকুরটির মত থাকতে হবে। স্বাধীনতা সকলেরই প্রাপ্য গণ্ডা। কি পুরুষ, কি নারী!

অভ্রা। দেখুনতো মশাই, তাঁর কি হিট্‌লারী ধরণ! আমি তাই রাগ করে পালিয়ে এসেছি। এখন একজন সাথী খুঁজচি বায়স্কোপে যাবার।

নির্ণ। আমি কি সে বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? যদি অনুমতি দেন,—

অভ্রা। Most gladly, আপনি যে এতশীঘ্র এই ঝড়ে-ওড়া কচি পাতাটিকে আড়াল করে ধর্ব্বেন,—

নির্ণ। কচি পাতা নয় কচি ফুল বলুন।

অভ্রা। ফুল আর কি ক'রে হবে নির্ণয় বাবু? আমার কি আছে? না আছে রূপ না আছে গন্ধ!

নির্ণ। ফুল নিজে জানতে পারে না তার কি আছে,—যতক্ষণ না মৌমাছিরা হাজারে হাজারে এসে, তার চারিপাশে উড়ে উড়ে জানিয়ে দেয়, মধু-জগতে তার দাম অনেক বেশী!

কেত। (সলজ্জ ভাবে) কি যে বলেন নির্ণয় বাবু? আমাকে আর অপরাধী কর্ব্বেন না। (পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া) আপনি যদি কিছু মনে না করেন,—এ ওষুধটা কি আমি,—খেতে পারি?

নির্ণ। ওটা কিসের ওষুধ, মিসেস্ মিটার ? আপনার কি কোনও বিশেষ অসুখ আছে নাকি ?

কেত। অসুখ আর নেই ? যার প্রাণ অনবরত হু হু কচ্ছে,—তার তো সবটাই অসুখ। আমি সব কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি, নির্ণয়-বাবু, পারিনে কেবল মনের কষ্ট সইতে। কেননা যেখানে সঙ্গের প্রধান তন্ত্রী বাঁধা,—সেইখানেই তো বোড়েটা আলগা। তাই একজন বড় ডাক্তারের প্রেস্ক্রুপ্সন অনুযায়ী এই ওষুধটা খেতে আরম্ভ করি। (শিশি হইতে চায়ের উপর শিশির অর্দ্ধেকটা ঢালিয়া পান) মাত্র কুড়ি ফোঁটা, বেশী নয় !

নির্ণ। খেলে কি হয় ?

অভ্রা। ওঃ ! অদ্ভুত ! সমস্ত পৃথিবীটাই বদলে যায় এক মিনিটে : মনের ভাঙ্গা-বাড়ী ভাব আর থাকে না,—তখন সমস্ত দেশটাই হয় স্বপ্ন, —চাঁদ এসে যায় কোলের ভেতর,—পর হয় আপন, আপন হয় পর !

নির্ণ। বলেন কি ? তা'হলে আমাকেও একটু যদি দয়া ক'রে দেন আমিও মনটাকে তাজা করে নি।

অভ্রা। কিন্তু medicinal dose এ খাবেন। দেখবেন যেন বেশী না হয় ! ……একটু Soda water এর ওপর মিশিয়ে খেলে ওষুধের ঝাঁজটাও আর থাকে না !

নি। বটে ? ·· বেশ ! (উচ্চৈঃস্বরে) শম্ভু, শম্ভু ?

[শম্ভুর প্রবেশ]

শম্ভু। সোডার বোতলটা বার ক'রে দে।

[শম্ভু cupboard হইতে এক বোতল সোডা বাহির করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া, একটি গ্লাসে ঢালিয়া দিল। নির্ণয় তাহাতে ঔষধের শিশিটা ওজোড় করিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।]

নির্ণ। By Jove অভ্রা দেবী ? আপনি একটি angel. আপনি আজ আমাকে কবর থেকে টেনে তুললেন।

অভ্রা। কেমন নয় কি ? ...আচ্ছা, চলুন বায়স্কোপে যাই। ন'টা প্রায় বাজে।

নি। চলুন। ...কিন্তু যে'ত যে'ত রাস্তায় এরকম আর এক বোতল ওষুধ কিনে নিতে হবে।

অভ্রা। (অর্থ যুক্ত হাস্য)

নির্ণ। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়ান। ...প্রস্তুত হয়ে আসি।

(প্রস্থান)

অভ্রা। (বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গীত)

ওরে নতুন মাঝি ?
তোর নায়ের মাঝে অরুণ সাজে কে আছে সাজি ?
চাঁদের আলো ফুটবে ফুলের গায়,
কোকিল গা'বে পঞ্চমে সেথায়,
তুই আর আমি, মনের মিলে, ঘুরবো রে ভাই আসমান খুঁজি'।
ওরে আয়, ওরে আয়, আসমান খুজি।

নির্ণ। (প্রবেশ করিয়া) এসো অভ্রা। এবার আমি আর তুমি,— তুমি আর আমি। (হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

[সাঁওতাল পরগণার গোমো হইতে কম বেশী দুই ক্রোশ দূরে, মাঠের রাস্তা দিয়া নীলাম্বু ও তাহার দিদি কেতকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা আগত প্রায়। দুইজনের হাতই শূন্য,—সঙ্গে লইবার কোনও পুঁটুলি কি মোটের বালাই নাই। একটি প্রশস্ত মহুয়া গাছের তলায় আসিবামাত্র কেতকী বসিয়া পড়িল।]

কেত। আর আমি চলতে পাচ্ছি না নীলু! আমি এখেনে একটু বসলুম।

নীলা। তবেই হয়েছে। ওই পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, গরীবদের কপালের মতো সূর্য্যদেব কেমন ক'রে ডুবে যাচ্ছে। এখেনে রাত হয়ে গেলে, কোথায় আশ্রয় নেবে, দিদি ?

কে। দেখ্. মানুষ যেদিন সংসার থেকে বেরিয়ে আসে, সে দিন সে কথা ভেবে নিয়ে বেরোয় না। তার নিরাশ্রয়তাই একমাত্র স্থান,—যা দিয়ে মা বসুমতীর কোলে সে আড়াল পায়।

নীলা। তাই তো দিদি ? এখনও দু'ক্রোশ বাকি, বয়লার খনির কাছে পৌঁছুতে। আমি তোমায় সেইজন্যে বলে ছিলুম দিদি, যা হবার হবে, গোমো ষ্টেসনেই নামা যাক্, চলো।

কেত। ও বাবা! অতো বড়ো ষ্টেশনে নামলে. পুলিশ তো কে ঠিক সন্দেহ ক'রে ধরে ফেলতো। যেখেনে লোকের ভিড় বেশী সেখেনেই জানবি, পুলিশের চোখেরও খুব ভিড়।

নীলা। আমার কিন্তু খুব সাহস ছিল। তুমি ভয় দেখিয়ে দিলে ব'লেই ওখেনে নামলুম না।

কেত। আগের ষ্টেশনে নেমে এইটুকু হেঁটে আসা! নীলু, আমার কাছে তোর প্রাণটা আগে, না, একদিনের জন্যে আমার পায়ের ব্যথাটা আগে ?

নীলা। দিদি? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি যে, তুমি গেরস্থ ঘরের বউ হয়ে, কি ক'রে এতটা রাস্তা হেঁটে এলে! কলকাতায় কখনও তো বাড়ীর বার হতে না। তোমার পৃথিবী ছিল শোবার ঘর আর পাশের রান্না ঘর। যে পা ঐটুকু জমির জন্যে তৈরী—এই আট কোশ রাস্তা সেই পা দু'খানা কি ক'রে পার হয়ে এলো ?

কেত। মানুষ হাঁটে কি পা দিয়ে নীলু? সে পথ পার হয় মনের ডানায়। মনে যখন উদ্বেগ আসে, তখন মানুষের ডানা বেরোয়,—পাখী হয়ে উড়তে থাকে।

নীলা। তাই দেখচি। আমি আমাদের দেশের গাঁয়ে কতো হেঁটে বেড়াতুম,—কলকাতাতে কতো ঘুরতুম,—কিন্তু এই আটকোশ রাস্তা হাঁটতে যেন হাজারটা বিছে আমার পায়ে কামড়ে দিচ্ছে! আমি পাচ্চিনে,—কিন্তু তুমি তো এতক্ষণ একটি কথা বলোনি, পায়ের ব্যথার।

কেত। ওরে নীলু? যতোবার ব্যথা অনুভব করেছি ততোবার মা আমার স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার চোখের সুমুখে হাওয়ায় দোল খেয়েছেন আর আঁচল নেড়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আজ আমি কি শুধু আমার দেহের বল নিয়ে লড়ছি? আমি লড়ছি, মায়ের শেখানো যাদুমন্ত্রে। মা যে আমায় অনবরতই বলছেন,

"ওরে নীলুকে দেখ্, নীলুকে দেখ্, নীলুঁকে দেখ্ !"

নীলা। কিন্তু দিদি, আমার সঙ্গে তোমার আসাটা বোধ হয় ভালো হলো না ! দাদাবাবু তোমায় খুজবে, আর কি মনে কর্ব্বে ?

কেত। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ ! সে জীবন ছেড়ে এলুম নীলু, সাপ যেমন ক'রে খোলশ ছাড়ে ! এখন তোকে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করলুম। এ আমার নব জন্ম ! পুরাণোকে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম হয়তো একটা কুৎসিত অপযশের শ্মশান ভূমিতে !

নীলা। সে কি বলছো দিদি ?

কেত। না। সে কথা তোর শুনে কাজ নেই। ও সব নোংরা কথা বোন কখনও ভাইকে বলতে পারে না। চল্ চল্ আবার পথ চলতে আরম্ভ করি, চল্।

নীল। আর একটু জিরিয়ে নাও দিদি।

কেত। না। জিরোবার সময় নেই। আমাকে সুমুখ দিকেই ভাগ্যাকাশ ডাকছে, পেছন দিকে কোনও ডাক নেই। স্নেহের চুম্বক আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ উদার আকাশ, ঐ অজানা ভবিষ্যৎ আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকচে। তার রূপ নেই, চেহারা নেই, তবু টান আছে। মানুষের আশার মত।...তুই এগিয়ে চল্ ভাই।

[উভয়ে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা নামিল।

চতুর্থ-অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নির্ণয় দত্তের কক্ষ। কাল :—রাত্রি দশটা।

ঘরের মাঝ খানে একটি টেবিল পাতা এবং তাহার উপর দুইটি বোতল রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ সহকারে গৃহের অবস্থার কেন্দ্রীভূত প্রতীক হইয়া আছে। নির্ণয়বাবু টেবিলের একদিকে একখানি চেয়ারে বসিয়া পান করিতেছেন। তিনি প্রায় বিস্রস্ত। এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিল অভ্রা দেবী।

অভ্রা। My goodness! শ্রাবণের ধারার মত বুঝি অনবরতই অমৃত বৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছো?

নির্ণয়। (জড়িত কণ্ঠে) angel! তুমিও এই বৃষ্টির মাঝে কদমফুল হয়ে ফুটে ওঠো, সুন্দরী? ময়ূরের মত পেখম খেলিয়ে নাচতে আরম্ভ করো,—আর আমি তার সঙ্গে সঙ্গে তাল দেই।

অভ্রা। এর ওপর নাচলে, তুমি আর মাথা ঠিক রাখতে পার্ব্বে না! নাচিয়ের পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবে।

নির্ণ। তাতো খাচ্ছিই darling! এততেও তোমার মন উঠচে না?

অভ্রা। আচ্ছা এক খানা গান গাই, শোনো।

নির্ণ। [ডিকাণ্টারে মদ চালিয়া অভ্রাদেবীর দিকে এগাইয়া দিল] আগে একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও, নইলে গানের রথ যে পাথুরে রাস্তায় গড়ালে চাকা ভাঙ্গবে!

অভ্রা। না। আজ আমি তোমার কথা রাখবোনা। ডাক্তার দিব্বি দিয়ে বারণ করে দিয়েছে।

নির্ণ। ইস! একেবারে যে দুর্ব্বাসা মুনি! কেন বাবা ডাক্তার এই বেরসিকতাটা আরম্ভ করেছে ? সে বুঝি বিলেত-ফেরত ডাক্তার নয়, তা না হ'লে এমন বে-আইনি কথা বলে ?

অভ্রা। আজকাল প্রায় আমার লিবারে ব্যথা ধরছে। ডাক্তার বলচে আর ও জিনিষ ছুঁলে লিভারে ফোঁড়া হয়ে যাবে।

নির্ণ। হা-হা-হা! ফোড়া হয়ে যাবে ? ডাক্তার কি আজকাল গণৎ-কারি করছে না কি ? তাঁকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, সে নিজে এই লিবারে ফোঁড়ার কতটা ক'রে নিজের পেটে চালায় ? সব ধাপ্পা অভ্রা! ডাক্তারটা তোমার কাছে সতী সাজতে চায়।···আচ্ছা, আমি গ্যারান্টী রইলুম,—তুমি এইটুকু খাও দেখি! (মদপূর্ণ গ্লাস এগাইয়া দিল)।

অভ্রা। আচ্ছা রাখো।······আগে একটা গান গাই, তারপর তোমার কথা রাখবো।

গীত

সোনালি স্বপনে তোমার নয়নে
ঝরে যে মুকুতা ধারা!
তাহাতে সিনান করি প্রাণ মোর হলো মাতোয়ারা।
এস প্রিয়তম,
এস মধুর হইতে মনোরম
করো কল্পনা হতে আল্পনা মাঝে—
মনের বাসরে সমাগম!
তা না হ'লে প্রিয় এই দুনিয়া হয়ে যাবে মরু সাহারা!

[এই নৃত্য-সম্বলিত সঙ্গীতের মাঝে নির্ণয় অনবরতই মদ্যপান করিতেছিল। তাহার ফলে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। অভ্রাদেবী ইহা লক্ষ্য করিল, এবং নিম্ন মনে বলিতে লাগিল]

অভ্রা। এই যে বাছাধন কাবু হয়েছেন।…তবে তো ঠিক সময় হয়েছে মাথায় হাত বুলোবার।...(চারি দিক দেখিয়া) কেউ কোথাও নেই তো ? শম্ভুটাকে ত সরিয়ে দিয়েছি দু'টো টাকা দিয়ে। বেটা এতক্ষণ হয় বায়স্কোপ দেখছে, না হয় সত্যিকারের কিছু বায়স্কোপ কচ্চে !… তবু দরজাটা বন্ধ করে দিই। (পা টিপিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।) এবারে এই ঘুমের ওষুধটাও ভাল ক'রে খাইয়ে দেই। [বুকের পকেট হইতে একটি ছোট শিশি বাহির করিয়া কয়েক ফোঁটা মদের সহিত মিশাইয়া দিল]

যাও বন্ধু, অন্ধ কালার রাজ্যে যাও। যখন জাগবে তখন দেখবে, নারীর প্রেমের কতো দাম ? এই টুকু খেয়ে নাও দেখি।

(নির্ণয়কে ঘুমের ঔষধ-যুক্ত মদটুকু খাওয়াইয়া দিল)

নির্ণ। বেশ,—গে-গে-য়েছো My-dear !……গলায়,-কি-কোকিলের বা-চ্ছা-অ-আ—

[আর কথা কহিতে পারিল না।]

অভ্রা। (ডাকিয়া) নির্ণয় ?…নির্ণয় ?…ওদও ?…থাক্, বেঁচে থাকলেও মড়ার চেয়ে বেশী বেঁচে নেই !…এইবার !…চাবিটা কোথায় ?… এই যে ! ট্যাঁক ছেড়ে মাটির জিম্মায় ! (নির্ণয়বাবুর কক্ষতলে পতিত চাবির গোছা লইয়া)…এই বড়ো চাবিটা নিশ্চয়ই লোহার সিন্দুকের (লোহার সিন্দুকের নিকট গেল ও তাহা খুলিল) এইটে নিশ্চয়

গয়নার বাক্স ! (একটি বাক্স খুলিয়া) বাঃ ! বাঃ ! মুক্তোর নেকলেস ! হীরের ব্রেসলেট ! আহাহা ! পৃথিবীতে এমন চাঁদ থাকতে লোকে আবার আকাশের চাঁদের দিকে তাকায় ! (তৃপ্তি সহকারে বাক্স বন্দ করিয়া নিজের অলষ্টারের পকেটে রাখিল)··· কিছু টাকা রয়েছে ! নেবো না কি ? নিই। (টাকাগুলিও লইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল) শম্ভু বেটা লুকিয়ে দেখছে না তো ? (চারিদিক দেখিয়া) এই বেলা সরে পড়া যাক্ !

(পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান)

নির্ণয়। (মাঝে মাঝে একটু জ্ঞান ফিরিলে) অভ্রা ? অভ্ড়া ? হাবড়া ? কথা কচ্চ না যে ? কোথায় আছো বাবা ? ইন্দ্রের হ্যারেমে, না আমাদের কলকাতার কৈলাস পর্ব্বতে ? যেখানেই থাকো অভ্ড়া,- গায়ে তেল মেখোনা ! মুটো দিয়ে ধরলে না ফস্কে যাও !

(মদ্যপান)

২য় দৃশ্য।

স্থানঃ—কলিকাতার বড় বাজারে ধাপ্পা রাম বাবুর দোকান। দোকানে দুই তিনটি কাচের আলমারিতে বহুবিধ ও বহু বিচিত্র গিল্টি-করা অলঙ্কার সাজানো রহিয়াছে। একটি লোহার সিন্দুকও একপাশে আছে।

ধাপ্পারাম বাবু ও তাহার কর্ম্মচারী ভাগুরাম বসিয়া।

ধাপ্পা। দেখো ভাগুরাম ? যেত্না দেওতা হ্যায়,-সব কইকো উপর গরুড়জী !

ভাগু। কাইসে, বাবু?

ধাপ্পা। কাইসে? আরে বোকা, দেখোনা,—যব্ সত্য যুগমে সমুদ্দর মন্থন হুয়া থা, তব্ কোন্ কোন্ আদ্‌মি হুঁয়া এন্‌জিনিয়ার (engineer) থা?

ভৃগু। কোন্ কোন্?

ধাপ্পা। আরে মূর্খ্! দেওতালোক আউর দৈত্‌লোক এন্‌জিনিয়ার থা।

ভৃগু। তব্ কিয়া হুয়া?

ধাপ্পা। সমুদ্দুর কা ভিতর অমৃত্‌ভাণ্ড্ থা। জানতা হ্যায় ও কিয়া চিজ?

ভাগু। জানতা হ্যায়। শুঁড়িকা দোকানমে ও মিল্‌তা হ্যায়।

ধাপ্পা। দূর্ বেটা। ওসিকো আউর আচ্ছা চিজ হ্যায়। ও পিনেসে আদমিলোক কভি মরতা নেহি।

ভাগু। হঁ্যা? ও কেতনা রূপেয়া পাঁইট?

ধাপ্পা। দূর্ শালা! উস্‌কো ভাউ কভি রূপিয়ামে হোতা হ্যায়?...তব কিয়া হুয়া, শুন্।

ভাগু। কহিয়ে।

ধাপ্পা। ও অমৃত্‌ভাণ্ড দৈত্‌লোক লুটলিয়া। তব্‌তো দেওলোক দেখা, বড়ি মুস্কিল! কিয়া করেগা?......তব্ গরুড়জী আউর বিশ্‌কর্ম্মা এ দোনো দেওতা এক ফিকির কিয়া।

ভাগু। কিয়া ফিকির?

ধাপ্পা। ওলোক বহুত্ খপ্‌সুরত একঠো অউরত্ বানায়া। উস্‌কো নাম দিয়া লছমী দেবী। উস্‌কো লেকে গরুড়জী বিষ্ণুকা সাথ্ পহেলা সাদি দিয়েথা, লেকেন একদফা মাঙ্‌কে লেকে, সাথ্ সাথ্ লে-আয়েকে দৈত্‌লোককো দেখ্‌লায়া হ্যায়। দৈত্‌লোক ঐসা খাপ্‌সুরত অউরত্‌কো দেখকে একদম মূর্চ্ছ্ গিয়া।

জানতা হ্যায়, ওকিয়া চিজ ?

ভাগু। হাঁ, হাঁ ! জিস্‌মে দাঁত কপাটি লাগতা হ্যায়।

ধাপ্পা। হাঁ। দৈত্‌লোক যব্‌ লছমী দেবীকো লেকে একদম ঐসান হো গিয়া, তব্‌ কিয়া হুয়া ? গরুড়জী এই ফিকিরসে—বাস্‌ ! চুপি চুপি অমৃৎভাণ্ড লেকে একদম চোঁচা দৌড় দিয়া !

ভাগু। বড়ি চালাক আদমি !

ধাপ্পা। হাঁ বেটা। এইসান চালাকি তোমকো বি শিখ্‌নে হোগা। (খানিক পরে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া) চুপ্‌ চুপ্‌ ভাগুরাম ! একঠো বাঙ্গালী আউরাত আতা হ্যায়। তোম জলদি ভিতরমে ঘুষো [ভাগুরাম একটি আলমারির পশ্চাতে লুকাইল ও একটু পরেই অভ্রাদেবী প্রবেশ করিল]

অভ্রা। এখেনে সোণার গয়না, দামীপাথর এসব কেনা বেচা হয় ?

ধাপ্পা। (গম্ভীর ভাবে) হোতা হ্যায় মাইজী।

অভ্রা। গয়না বেচলে, নগদ টাকা পাওয়া যাবে ?

ধাপ্পা। নগদ দেনেকো ওয়াস্তে এ দোকানকো এত্‌না নাম। [অভ্রা চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া, তাহার ক্রোড় হইতে গহনার বাক্স বাহির করিল ও ধাপ্পারামের সম্মুখে রাখিল]

ধাপ্‌পা। (বাক্‌স লইয়া) ইস্‌কা চাবি মায়ি ?

অভ্রা। (কৃত্রিম ভুলের অভিনয় করিতে করিতে) ঐ যাঃ ! বাড়ীতে ফেলে এসেছি !...আচ্ছা আপনাদের কাছে খোলবার মত কোন যন্ত্র নেই ?

ধাপপা। (ভ্রূকুঞ্চন করিয়া) হোবে !

(এক গোচ্ছা চাবি বাহির করিয়া; তাহারই মধ্যে একটি লইয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিল ও গহনাগুলি একে একে তুলিয়া পরীক্ষা

করিল।) মায়ি ? ওজন করাওগে, না এইস্তা থালকো দাম লেগা ?

অভ্রা। (চারিদিকে চাহিয়া) ওজন করাতে গেলে তো অনেক সময় লাগবে ? পাথরগুলো খুলে তবে তো ওজন হবে ?

ধাপপা। হাঁ, সময় বি লাগবে,—আউর পূরা দাম বি নেহি মিলেগা।

অভ্রা। কাহে ?

ধাপপা। মায়ি ? হামলোককো পর পুলিশকা হুকুম হ্যায়,—এইস্তান যাস্তি গহনা কই বেচনেকো যব্ আয়েগা,—তব্ ও লোককো খবর দেনে পড়েগা !

অভ্রা। কাহে ?

ধাপপা। মায়ি ? (গলার স্বর নিম্ন করিয়া) জোরসে বাত্ মাত্ বোলো। এ চোরাই মাল হ্যায়, হাম বুঝ লিয়া ! এ পাচার করনেকো ওয়াস্তে থালকো দাম লেও। হামলোক তব্ পুলিশকো কুচ খবর নেহি দেগা !

অভ্রা। (ঘাবড়াইয়া গিয়া) থালকো কতো দাম দেবে ?

ধাপপা। আট হাজার রূপেয়া নগদ দেগা।

অভ্রা। আমার পনেরো হাজার টাকার জিনিষ আট হাজারে ?

ধাপপা। কেনো মায়ি পুলিশকো হেঁপাজাত্‌মে গিরেগা ? যো মিলতা ওহি রূপেয়ামে খুশী হো যাইয়ে।

অভ্রা। এতে পুলিশের করবার কি আছে ? এতো আমার নিজের জিনিষ।

ধাপপা। আপ্‌কো চিজ্ কি কেস্‌কো চিজ্,—পুলিশ খোঁজ খবর করকে দেখেগা। কেত্‌না হায়রান আপকো করেগা উস্‌কো কুচ ঠিকানা হ্যায় ? আপকো পুলিশ-থানামে নজরবন্দীমে রহেনেই হোগা কেত্‌না রোজ !

অভ্রা। (আরও ঘাবড়াইয়া গিয়া) তবে আমার জিনিষ ফিরিয়ে দাও। আমি অন্য দোকানে দেখি।

ধাপপা। ও নেহি হোগা মায়ি। হামলোককো পর পাক্কা হুকুম হ্যায় কমিশনার সাহেবকো,—যো আদমি কুচ সোনা কি জহরকা চিজ্ বিক্রি করনে আয়েগা,—উস্‌কো মাল আটক করকে থানামে খপর দেনা হোগা।

অভ্রা। আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দেবেনা তুমি ?

ধাপপা। কাহে নেহি দেগা ? পুলিশকো হুকুম হোগাতো দেগা।

অভ্রা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দশ হাজার টাকা নগদ দাও, গয়না দিয়ে দিচ্ছি।

ধাপপা। এতো ঠিক বাত্ হ্যায়। সিধা রাস্তামে আও মায়ি। দশ হাজার নেহি,—আট হাজার! যো দাম হাম বোলা, ও একদম ভগবানকো নাম লেকে বোলা। এ চিজ হামারা পাশ রাখনেকো ওয়াস্তে, হাম জানতা হ্যায়,—দোহাজার রূপেয়া,—হাঁ,—দোহাজার রূপেয়া পুলিশকো দেনে হোগা। তবতো পুলিশ ঠাণ্ডা হোগা।

অভ্রা। আচ্ছা, আচ্ছা, দাও যা দেবে। ন'হাজার টাকা দাও।

ধাপপা। একঠো রূপেয়া আউর যাস্তি নেহি, মায়ি!

[লোহার সিন্দুক হইতে খানকতক নোট বাহির করিয়া গুণিয়া, অভ্রাদেবীকে দিল। অভ্রাদেবী তাহা গণিয়া আলোকে পরীক্ষা করিয়া, তাড়া বাঁধিয়া ফেলিল]

ধাপপা। হাঁ, হাঁ, দেখ্‌লেও মায়ি, দেখ্‌লেও। হিঁয়া ঝুটা কাম নেহি হোতা।…লেকেন বহুত্ হুঁসিয়ারসে লে যাইয়ে মায়ি! দেখিয়ে,–একঠো রুমালমে বাঁধকে কোমরকো কাপড়ামে লটক্ রাখ্ দিজিয়ে।…হাঁ, এইস্যা, এইসা, ঠিক হ্যায়।

[অভ্রাদেবী একটি রুমালে নোটের তাড়া বাঁধিয়া ফেলিল ও কোমরের কাপড়ের মধ্যে তাহা গুঁজিয়া রাখিল। পরে আর কোনও কথা না কহিয়া ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল]

ধাপপা। ভাগুরাম ? ভাগুরাম ? জলদি।

[ভাগুরাম লুকাইবার স্থান হইতে বাহিরে আসিল। তাহার কাণে কাণে ধাপ্‌পা রাম কি বলিল। তাহাতে ভাগুরাম তখনই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাহির হইয়া গেল]

ধাপপা। আজ সুপ্রভাত হ্যায়।…জয় গরুড়জী কি জয়!

(দুই হস্ত এক করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিল)

(তৃতীয় দৃশ্য)

[হ্যারিসন রোডের দৃশ্য। বহু পথযাত্রী ফুটপাথ দিয়া গমনাগমন করিতেছিল। সেই বিষম ভিড়ের মধ্যে অভ্রাদেবী দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা এক বিপুলোদর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক অভ্রাদেবীর সম্মুখে আসিয়া গমনে বাধাপ্রদান করিল।]

মাড়ো। দেখোতো মায়ি ? এ চিঠিমে কিয়া লিখতে হেঁ ?

অভ্রা। সরো সুমুখ থেকে। আমার এখন সময় নেই।

মাড়ো। আরে মায়ি, এক মিনিট কা কাম্! হাম্ ইংরেজি নেহি জানতা হ্যায়, উশি ওয়াস্তে আপ্‌কো কৃপা মাঙ্‌তে হেঁ।

অভ্রা। (বিরক্ত হইয়া) সরো, সরো, রাস্তা ছাড়ো।

[মাড়োয়ারি বিপুল শরীরে পথরোধ করিল]

মাড়ো। আচ্ছা মায়ি, হাম দোঠো রূপেয়া দেতে হেঁ, চিঠিঠো মিনিটমে পড় দিজিয়ে।

অভ্রা। টাকা দেবে ? (একটু চিন্তা করিয়া) কই দাও।

মাড়ো। লিজিয়ে (পকেট হইতে বাহির করিয়া দুইটি টাকা দিল) একঠো, দোঠো। আবি ঠিক্‌সে চিঠ্‌ঠি পড় দিজিয়েতো !

(চিঠি প্রদান)

অভ্রা। (চিঠি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল) মাই ডিয়ার গিদ্ধড় লাল।…

মাড়ো। কিয়া ভুল পড়তেহেঁ ? রূপেয়া বি লেগা ভুল বি পড়েগা ? হাম গিদ্ধড় নেহি ;—হাম গিরিধারী লাল হ্যায়।

অভ্রা। আমি কিক'রে জানবো, তুমি গিদ্ধড় কি গিরিধারী ? চিঠিতে যা লেখা আছে, তাই পড়্‌চি।

মাড়ো। তোম্ ইংরাজি জানতা নেহি ! হামারা খেয়াল হ্যায়, বাঙ্গালী ভদ্দর আদমিকো আওরত্‌লোক সব্‌কই ইংরাজি জানতা ! আরে, ঝুট্‌, মুট !—আচ্ছা, যানে দেও। উস্‌কো পর পোড়ো।

অভ্রা। I shall go to Calcutta very soon !

অর্থাৎ, হাম জল্‌দি কলকাত্তামে যায়েগা,—

মাড়ো। ও ঠিক হুয়া ! উসকো পর—?

অভ্রা and will marry your wife-একি ? একি লেখা ?

মাড়ো। কাহে ? বুঝতা নেই ? উস্‌কো মানে কোরো।

অভ্রা। মানে হ্যায়,—হাম তোমারা আওরত্‌কো সাদি করেগা !

মাড়ো। কিয়া ? মূর্খ আদমি,—অসভ্য জানোয়ার ! এইস্তা বাত্‌ কই কিস্‌কো লিখতা হ্যায় ?

অভ্রা। কি ? তুমি আমাকে গালাগালি দাও ?

মাড়ো। জরুর দেগা, আলবত্তে দেগা ! (চারি দিকে তাকাইয়া)

দেখোতো ভাই সব ! এ বাঙ্গালিনী বদ্‌মাসি করকে হামারা আওরত্‌কো কলঙ্ক্‌ দেতা হ্যায়।

অভ্রা। আমি কি করবো ? যা চিঠিতে লিখেছে, তাইতো পড়বো।··· দেখুনতো মশাইরা, চিঠিতে যা লিখেছে তাই পড়েচি কি না ?

মাড়ো। ঝুটমুট হামারা বহুকো গালাগালি দেতা হ্যায়। দেখোতো ভাই সব।

[মাড়োয়ারির চেঁচামিচিতে রাস্তায় জনতা জমিয়া গেল। ইত্যবসরে ভাগুরামের প্রবেশ]

ভাগু। কাহে ভদ্দর আদমিকো রাস্তা' পর বে-ইজ্জত্‌ করতা হ্যায় ? বাঙ্গালিনী লোক বড়ি খচড়ি !

পথিক নং১। কিয়া হুয়া, কিয়া হুয়া ভাই ?

মাড়ো। আরে দেখোতো ভাই, এই মেয়ে মানুষ হামারা দোরূপেয়া ফাঁকি দেকে লিয়া। ফিরায়ে দেও, ফিরায়ে দেও জলদি !

ভাগু। পুলিশ মে দেও, তব্‌ ঠিক হোগা।

২নং পথিক। আরে কিয়া পুলিশ মে দেগা ? দেখ্‌তা নেহি আওরাত ?

৩নং পথিক। আরে হল্লা মাত্‌ করো।

৪নং পথিক। কিয়া ভাই, কিয়া হুয়া ?

৫নং পথিক। কিয়া হুয়া, কিয়া হুয়া ?

[বহু কোলাহল, ঠেলাঠেলি ও তর্কাতর্কি আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে ভাগুরাম সুযোগ মত অভ্রাদেবীর কটিদেশ হইতে রুমালে বাঁধা টাকার থলিটী, একটি গুপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া, গাঁট কাটিয়া লইল। ভিড় ও চেঁচামিচির সুযোগে সে সহজেই মাল সমেত অদৃশ্য হইল]

মাড়ো। আরে কলকাত্তা সহর এত্‌না জুয়াচোরমে ভর্ত্তি হ্যায়, সে হাম্‌ বেচারা আদমি, হামারা দশরূপেয়া আবি ফাঁকি দেকে লিয়া। যানে

দেও ভাই! হামরা জরুর কাম হ্যায়! হাম্ চলি।

(ভিড় ঠেলিয়া দ্রুত প্রস্থান)

অভ্রা। (হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া) একি? আমার টাকা? টাকা কে নিলে? [মাথা ঘুরিয়া যাওয়াতে সেখানে বসিয়া পড়িল]

পথিক নং১। ও ভদ্দরলোক তো বোলতা, উস্‌কো টাকা আপ্‌ লিয়া?

অভ্রা। আমার কাছে আট হাজার টাকা ছিল, —নিশ্চয়ই ঐ মাড়োয়ারি গাঁট কেটেছে।

পথিক নং২। কিয়া মাথি, ঝুট্‌ মুট্‌ গোল মাল করতা হ্যায়?

,, নং৩। আট হাজার রূপেয়া কোই আউরাত্‌ এইসা রাস্তামে লে যাতা? ঝুট বাত্‌!

,, নং৪। সাচ্‌ বাত্‌ হ্যায় তো, পুলিশ মে খবর দেও।

অভ্রা। (উঠিয়া) হাঁ, পুলিশে দেবো! (উচ্চৈঃস্বরে) এ মাড়োয়ারি মাড়োয়ারি? ঠারো, হাম তোমকো পুলিশ মে ডালেগা!

[মাড়োয়ারির প্রতি ধাবন। কিন্তু অতি শীঘ্র মাড়োয়ারি জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইল]

অভ্রা। কোথায় গেল, কোথায় গেল? এ মাড়োয়ারি? মাড়োয়ারি? (দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রস্থান।)

পথিকগণ। কিয়া, পাগলী হ্যায় না কিয়া হ্যায়?

১জন পথিক। ওরকম হয় হে! কলকাতা জায়গা!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান :— গোমো হইতে কিছুদূরে একটি কয়লার খনিতে অফিস ঘর।

দৃশ্য :— অক্ষয় রায়চৌধুরী মহাশয় একখানি কেদারায় উপবিষ্ট। সম্মুখের টেবিলে অনেক কাগজ-পত্র, ফাইল, বাণ্ডিল ইত্যাদি। পার্শ্বে তিন চারি জন কর্ম্মচারী, কেহ খাতা লিখিতেছেন, কেহ হিসাব দেখিতেছেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন বাঙ্গালী মুসলমান-বেশী নীলাম্বু। তাহার চক্ষে একখানি সবুজ কাচের চশমা, পরিধানে সবুজ রংয়ের লুঙ্গি এবং গায়ে কোর্ত্তা। গোঁফ কামানো, শ্মশ্রু লতায়িত পল্লবের মত।

অক্ষয়। কোথা হ'তে আসা হচ্ছে, কোর্ত্তা ?

নীলা। এজ্ঞে, আছ্ ছি ছেই বরিছাল থেহে।

অক্ষয়। কিছু কাজ কর্ম্ম শিখেছো ?

নীলা। এজ্ঞে, মায়ের প্যাট্ হতে পড়বার ছঙ্গে ছঙ্গে ছিখ্ চি খাওয়া, কাঁদা, ঘুমানো। তারপর দেহেন, ছিখ্ চি বেড়ানো, খেলাধূলো, মারামারি, এইছব্। তারপর দ্যাহেন, পাঠছালে গেলাম,—ছিখলাম ক, খ, এই ছব। তারপর,—আরও বয়েছ আইলে ছিখলাম, মানুষের চইক্ষে ধূলো দিতে পারলে কিছু পয়ছা পাওয়া যায়, আর মিথ্যে কথা কইলে কিছু মজা পাওয়া যায়।

অক্ষয়। হা, হা, হা! (হাস্য) শেষের শিক্ষা গুলো না শিখলেই পারতে! তা যাক্! দেখচি তুমি বেশ বুদ্ধিমান্ লোক।

নীলা। হে হে, বাবু, কইমু কি! বুদ্ধি কিস্সু হয়তো আছেক। কিন্তু দ্যাহেন, কিপ্টা আদমির পয়ছার মতো, বুদ্ধিটা আমার ছিন্দুকের মধ্যেই রইয়া যায়,—খরচ আর হতেই পায় না।

অক্ষয়। খরচ কর্ত্তে পারো না ? সেজন্যে আপশোষ কর্চ্চ ?

নীলু। এজ্ঞে! দ্যাহেন, দেছে যত্‌দিন ছালাম, কেবলতো ধানই বুনছি, আর মাঠে বলদ ঠেঙ্গাইছি। যতো ধান পাই, মা, বাপ, বাই, বহিন এদের খাওয়াইয়ে মোর প্যাটাটাত বর্ত্তি হয় না। তাই ভাবি কি, বুদ্ধি লইয়া করমু কি ?......তাই এ্যালাম আপন্যার দেছে যদি একটা চাকরি টাগরি দেন,—

অক্ষয়। চাষ ফেলে এলে, ত, চাষ করবে কে ?

নীলা। হঃ! বালো কথা ছুধাইছেন! চাষ কর্ব্বে কে ?

হ্যাদে দেহেন.—বাই রইছে, বাবাবেটা রইছে, বউটাও ছময় মিল্‌লে দু'বার কোদাল পাড়লো, হ্যাম্‌নে চাষের কাজ চাষই চালায়!

অক্ষয়। বটে ? আর তুমি এসেছো কিছু নগদ্‌ টাকা রোজগার কর্ত্তে ?

নলা। দেহেন, আপনার যদি দয়া-মায়া অয়।

অক্ষয়। তোমার নামটা কি, শোনা হোলোনা ত ?

নীলা। মোর নাম অইলো খলিলুর রহমান।

অক্ষয়। মুসলমান ? তা হো'ক। বুদ্ধির তো কোন জাতি ভেদ নাই। আমি চাই বুদ্ধি। বুদ্ধিও ঠিক নয়, চাই সাধারণ জ্ঞান।

নীলা। ছাধারণ জ্ঞান! হাঁ কোর্ত্তা, ও জিনিষটা বাংলা দেছে ঝুড়ি ঝুড়ি মেলে। মেলেনা ক্যাবল বাত্‌। ছকাল থেহে ঝন্ধে অবধি প্যাটে কিছু না দিইয়া ক্যাবল মেহনত্‌ কর্বার লাগে। এদেছের খনির কুলিগুলা যেমন করতিছে।

অক্ষয়। আচ্ছা, তোমায় তা কর্ত্তে হবেনা। তোমাকে এক কাজে বাহাল কর্লাম। আমার খনিতে যতো কুলি মজুর্নী কাজ করে, তুমি তাদের তত্ত্বাবধান কর্ব্বে,—তাদের ভালোমন্দ, রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ তোমায় দেখতে হবে। কেমন পার্ব্বে তো ?

নীলা। ও কাম মুই খুব পার্ব্বো। তাহ'লে বাবু কুলীগোর বস্তির মইধ্যে মোর একটা থাকবার ঘর ঠিক কইরা দাও ' মুই সেহানে রইমু, আর কুলীগোর ছুখ-ছুবিধে ছব্ ঠিক কইরা দিমু।

অক্ষয়। বেশ, তাই হবে। বস্তীর মধ্যে যে ঘরখানা তোমার পছন্দ হয়, সেখেনে থাকগে। আর কি কি দরকার, ম্যানেজার বাবুকে বোলবে, উনি সবঠিক করে দেবেন।

নীলা। আপনগর বহুত্ মেহেরবাণী। খোদা আপনার বালো করুক।

পঞ্চম দৃশ্য

নির্ন্নয় বাবুর অলিন্দ। নির্ন্নয় বাবু ও শম্ভুর প্রবেশ।

নির্ন। শম্ভু ? ভাল চাস্ তো, গয়নাগুলো বার ক'রেদে ! নইলে,—

শম্ভু। বাবু, সত্যি বলছি, আমি নিইনি। আপনার পা ছুঁয়ে বলচি।

নির্ন। পা ছুঁয়ে ? আমাদের পা-ছোঁয়া ত তোদের মুখ-শুদ্ধি ! যা গিলেছো—সেগুলো আরও ভাল করে হজম কর্ব্বি বলে !

শম্ভু। সত্যি বলচি বাবু, মাইরি বলচি বাবু, মা কালীর দিব্যি !

নির্ন। ও সব চালাকি ক'রে আমার কাছে পার পাবি নে। মারের চোটে জিনিষ বার করবো। জানিস্, আমি পুলিশের লোক !

শম্ভু। বাবু, আমি কখনও কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি ?

নির্ন। দিবিনে তাহ'লে অলঙ্কারগুলো ফিরিয়ে ? দাঁড়া ! (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) রামাবতার সিং ?

(রামাবতারের প্রবেশ)

রাম। হুজুর ?

নির্ন। ইস্‌কো ঐ ঘর মে লে যাও। লেকে, আচ্ছা করকে মার ডলো। পয়লা,—কিল, ঘুঁষি, থাপ্পড় ! উস্‌মে সব গহনা বাহার কর্ দেগা,

বহুত্ আচ্ছা। নেহিতো, উস্‌কো বুক পর হাঁটু গাড়্‌কে বৈঠ্‌কে, উস্‌কো জাবান্ নিকালো!

শ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া,) বাবু! বাবু! মরে যাবো, মরে যাবো। এতকাল আপনার কাছে থেকে বাবু,—আমার ওপর আপনার একটু দয়া হচ্চে না?

নি। দয়া? তোর মা আমার ওপর দয়া করেছে? তোরা কেউ আমার ওপর দয়া করেছিস? তবে আমি কর্ব্বো কেন? না, দয়া নেই! পৃথিবীতে দয়া নেই! আছে শুধু প্রতিশোধ, যে যেমন কাজ কর্ব্বে, তেম্‌নি শাস্তি দেওয়া। রাম অবতার? ঐ রুল্‌কা লক্‌ড়ি উস্‌কো গলাপর ডাল্‌কে চিজ্ কবুল করায় লেও।

রাম। যোহুকুম, হুজুর! [শম্ভুকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল]

শম্ভু। (করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবু? বাবু? তুমি আমার বাপ। আমায় মেরে ফেলোনা। কুকুরের মতো লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে শেষ করো না!

নির্ণয়। (দৃঢ় স্বরে) লে যাও।

[রাম-অবতার শম্ভুকে টানিতে টানিতে অপর ঘরে লইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। নেপথ্য হইতে শম্ভু এই প্রহারের তাড়নায় আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল]

শম্ভু। (নেপথ্যে) ওগো বাবাগো! মলুম গো! বাবু? বাবু?

নির্ণ। (দন্ত ঘর্ষণ করিয়া) মারুক,—কিছু আসে যায় না। হ'লেই বা সে ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে মানুষ,—হলেই বা কেতকীর আদুরে চাকর,—ঐ কেতকী, কেতকীই আমায় নিষ্ঠুর করেছে! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

নেপথ্যে শম্ভু। বাবু! বাবু! আমি তোমার ছেলে! মারতে বারণ করো।

বাবু ! বারণ করো ! উঃ। গাল ফেটে রক্ত-গঙ্গা বেরুচ্ছে বাবু ! ওঃ।……আজ যদি মা এখেনে থাকতেন !

নির্ণ। আবার সেই নাম,—সেই নাম নিচ্চিস্! সেই তোকে চোর করেছে ! সে নিজে চোর,—চুরি ক'রে বদ্মায়েসি করতো,—আর তোকেও সেই চুরি বিদ্যে শিখিয়ে গিয়েছে ! তাকে যদি আজ পেতাম, তাকেও তোর মত বেঁধে মারতাম।

(নেপথ্যে শম্ভু)। বাবু, মরে গেলাম।

নির্ণয়। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া যেন পিশাচের মত নাচিতে লাগিল) গেলেই বা মরে ! তোর মা মরেছে, আমি মরেছি,—তুইও মর্। সক্কলে মরুক ! বাড়ী শ্মশান হোক্। দাউ দাউ ক'রে জ্বলুক।

নেপথ্যে শম্ভু। বাবু, একটুকু দয়া হোলোনা ? এক ফোঁটা ?

নির্ণ। এক ফোঁটা নয়,—এক বিন্দু নয়। তোর মা আমাকে দয়া করেছিল ? কেতকী একবার ফিরে তাকিয়েছিল ? সে যখন চলে যায়, একটা অচেনা বাইরের লোকের সঙ্গে,—একটা বদ্মায়েস, রাসকাল (Rascal) গো-ভূতের সঙ্গে,—তখন আমার কথা একবার ভেবেছিল ? তার প্রতিশোধ নেবো,—প্রতিশোধ ! আমার,——

[নেপথ্যে প্রহারের শব্দ। শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিয়া, আর্ত্তস্বরে গোঙাইতে লাগিল]

নির্ণ। (সহসা পাশের ঘরে ছুটিয়া গিয়া) শম্ভু ? শম্ভু ? আলমারির চাবি কোথায় ?……রামাবতার ? উস্‌কো এই ঘরমে লে আও।

[রক্তাক্ত-কলেবর শম্ভুকে টানিতে টানিতে রামাবতারের প্রবেশ]

নির্ণ। শম্ভো ? আলমারির চাবিটা দে !

শ। কোন্ আলমারীর, বাবু ?

নির্ণ। যে আলমারিতে মদ আছে,—মদ ! আমার মদ চাই ! মদ না

খেলে, তোকে খুন-করা আমি দেখতে পারবো না। মদের নেশায় বুকে পাথর-চাপা না দিলে, মনের দরজা ঠেলে দয়া ঢুকছে। না, না, দয়া নয়, দয়া নয়! প্রতিশোধ! মদ! মদ!

[শম্ভু চাবির গোছাটা ট্যাঁক্ হইতে বাহির করিয়া দিল। নির্ণয় বাবু সেই চাবির সহায়ে আলমারি খুলিয়া একটি মদের বোতল বাহির করিলেন]

নির্ণ। (ডিকান্টারে মদ ঢালিতে২) এস বন্ধু! দুনিয়ার সব কাঁটা যে উপ্‌ড়ে দেয়, সেই বন্ধু এসো! (মদ্য পান) আগুনে পুড়লে মাটি পাথর হয়;—মদে পুড়লে মন ইসপাত হয়। কেতকি? এই ইসপাত দিয়ে তোর আপমানের প্রতিশোধ নেবো! (পুনরায় মদ্যপান)...... আমায় ত্যাগ ক'রে,—আমার বুকের ওপরদিয়ে একটা বুনো ভাল্লুককে তুই হাঁটিয়ে নিয়ে গেলি। উঃ! কম ঘেন্না! কম অপমান! না, না, দয়া নেই, দয়া নেই!......রামাবতার, মার,—মার্ শম্ভো-বেটাকে মার্ আমার চোখের সুমুখে!

রাম। বাবু, হাম্‌কো মাপ কিজিয়ে। হাম আউর উস্‌কো মারেগা নেহি। ও মর্ যায়েগা! বাঙ্গালী আদমি,—কেত্‌না বরদাস্ত্ করেগা?

নি। মর্ যায়েগা, যায়েগা,—তোর কি? তোর বাবার যায়েগা? (মদ্য পান)

রামা। কিয়া বাবু, মাতোয়ালা হো'কে খারাপ বাত্ বোলতা?......... মুখ সামাল লেও!......নেহি? হাম্ যাতা হ্যায়। তেরা রূপেয়া নেহি মাঙ্‌তা হ্যায়। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) দেখো বাবু হাম এক বাত্ বোল্ দেতা হ্যায়!......এ আদমি, শম্ভু, আপ্‌কো চুরি নেহি কিয়া! এ সাঁচ্ বাত্! চুরি করনেসে,—এত্‌না জখম আউর খুন বাহার হোনেকো বাদ,—ও জরুর কবুল করতা। (প্রস্থান)

শম্ভু। বাবু, বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি।

নির্ম। তুই করিস্‌নি,—তবে কে কর্লে ?

শম্ভু। বলবো বাবু ? বিশ্বাস করোত বলি।······বাবু, ঐ যে মেয়ে মানুষটি ক'দিন আসছিলেন আপনার কাছে,—যে দিন চুরি যায়, সেদিনও এসেছিলেন,—ঐ উনিই নিয়েছেন।

নির্ম। চোপ্‌ রও শালা। ভদ্রলোকের মেয়েছেলের নামে ও সব কথা বলিস্‌নে!······তুই তো পাশের ঘরে হাজির ছিলি, তবে সে কি ক'রে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গলে ?

শম্ভু। বাবু, ঐ খেনেই আমার কসুর হয়েছিল। আপনার কাছে মরবার সময় আর মিথ্যে বলবোনা।······আমি ও দিন আপনাকে একা রেখে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলুম!······ফিরে এসে দেখি, তুমি মেঝেয় ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে-আর তিনি উধাও!

নির্ম। বায়স্কোপে গেলি কেন, আমায় একা রেখে ?

শম্ভু। বাবু সেও সেই তাঁরই জন্যে। তিনি আমায় দু'টো টাকা দিয়েছিলেন,—আর বলতে লজ্জা করে——

নির্ম। (রাগিয়া) শীঘ্র খুলে বল্‌, হতভাগা চাকর।

শ। (নির্ম্মল বাবুর পায়ে-ধরিয়া) বাবু, আমায় মাপ করো। এমন কাজ আর কখনো কর্ব্বোনা। আমাকে এক পাঁইট্‌ নেশা দিয়েছিলেন ঐ উনি! তাই খেয়েই আমি আপনার কথা, ঘরের কথা একেবারে ভুলে গিছলুম।

নির্ম। তুই,—তুই—মদ খাস্‌ ?

শম্ভু। বাবু, ছোটলোকের মরণ গাছের আগায়। তোমার দেখাদিখি আমি লোভ সামলাতে পারিনি।

নির্ম। (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) হয়তো তাই সত্যি! যদিই সত্যি

হয়, তাতেই বা কি ? নেয়, নিক্ ! একজন মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত্ সব চুরি করে নিয়ে গেল,—আর একজন চুরি করলে গয়না আর টাকা ! চোর,—সব চোর ! নারী মাত্রেই চোর ! পুরুষ মাত্রেই চোর !— আমিও চোর ! আমি চুরি করে তাকে বলতাম, ভালবাসি ! চুরি ক'রে বলতাম, তার ভাইকে রক্ষা কর্ব্বো ! চোর, ঠগ্ জোচ্চোর আমি !......তবে আর শুধু শম্ভুকে শাস্তি দি'কেন ? আমারও শাস্তি হোক্। ......শম্ভু, এই বেতটা দিয়ে আমার পিঠে যত পারিস্, চাবুক মার্। আমিও তোর মত চোর, জুয়াচোর, ঠগ্ ! (একগাছা বেত শম্ভুর দিকে ফেলিয়া দিয়া ও নিজের কামিজ খুলিয়া) নে, বেত মার। বেত মার আমাকে !..... মার্ ! মার্ যতো পারিস, !

—ষষ্ঠদৃশ্য—

কাল—কিছু দিন পরে। স্থান :—নির্ণয় বাবুর বাহিরের ঘর। ডাক্তার ও নির্ণয় বাবুর ভাই বিনয়।

ডাক্তার। দেখুন বিনয় বাবু, বারুদের স্তূপ আছে ত বেশ আছে। কোনো বড়ো যুদ্ধের কাজে লাগাও,—বন্দুকে গাদো,—মানুষের সে অনেক উপকারে আসবে। কিন্তু অসাবধানে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি তাতে পড়ুক দেখি,—কি সর্ব্বনাশটাই না তখন সেটা কর্ব্বে ! সুমুখে যা কিছু নির্দ্দোষ জিনিষ বা মানুষ থাকুক—সব কিছু হয়ে যাবে ধ্বংস !......মানুষের মস্তিষ্কটাও ঠিক এই বারুদের স্তূপের মত !

নির্ণ। তাইতো দেখছি। অলঙ্কারগুলো চুরি যাবার সঙ্গে সঙ্গে, দাদার মাথাটা হঠাৎ যেন বারুদের মত বিস্ফোরণ করে উঠলো।

ডাক্তার। কিন্তু শুধু কতকগুলো অলঙ্কার আর টাকার জন্যে এমন একজন সুদক্ষ গবর্ণ-মেণ্ট অফিসারের মাথা খারাপ হয়ে যাবে ?...... এটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে।......না : ! আমার মনে হয় আরও কিছু কারণ এর তলায় আছে।......যে জিনিষটার কামড়ে একটা লোক মারা যায়, সেটা শুধু একটা পিঁপড়ে কি পোকা হতে পারে না,—সেটা নিশ্চয়ই একটা বিষাক্ত সাপ !

(উদভ্রান্ত ভাবে নির্ণয়ের প্রবেশ)

নির্ণ। ঠিক বলেছো ডাক্তার ! একটা কেউটে সাপ কামড়ে দেছে। হোলো কি জান ? সাপটা কোলাব্যাঙ্ গিলতে ছুটছিল,—আমি তাই দেখে সাপটাকে দিই এক তাড়া। মানুষের তাড়া কি সাপ বরদাস্ত করে ? মারলে আমার ওপর এক ছোবল !

বিনয়। আচ্ছা, ও সব কথা এখন থাক্। তুমি একটু শোওগে যাও।

নির্ণ। তার পরে শোন। কি হ'ল শোন। আমি ত সেই ছোবলেই হলুম কাবু ! ব্যস্ ! সাপেরই মজা ! সে দিব্যি বসে বসে ব্যাঙ্টাকে বেপরোয়া কড় মড় ক'রে চিবিয়ে খাচ্ছে !......হাঁ ডাক্তার, সাপে কামড়ালে মানুষ বাঁচেতো ?

ডাক্তার। বাঁচে বৈকি ! অনেকে বেঁচেছে। আপনি সে জন্যে ভাববেন না।

নির্ণ। ভাববো না ?......হা, হা, হা, হা ! (হাস্য) আমি সেজন্যে ভাবছিনে।......আমি ভাবছি, সাপটার দেনা আমি শোধ দিই কি ক'রে ? (হঠাৎ চিৎকার করিয়া) প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! (তৎক্ষণাৎ আবার কণ্ঠস্বর নিতান্ত নীচু করিয়া) কিন্তু চুপি চুপি করতে হবে ! কেউ না জানতে পারে ! (বিভ্রান্তভাবে পরিক্রমণ)

বিনয়। দাদা ? কেন ভেবে ভেবে মাথা গরম কচ্ছ ?......তা হ'লে

কিন্তু আমি এখান থেকে চলে যাবো ! আমার মাত্র এক হপ্তার ছুটি, এর ভেতরে তোমার ভাল হওয়া চাই ।

নির্ণ। (চমকাইয়া উঠিয়া) ও, তোরা আছিস্ ? আমি যা ভাবছিলুম, তা তোরা শুনতে পেয়েছিস্ না কি ?

বিনয়। কিছু শুনতে পাইনি। মনে মনে ভাবলে কি অপর কেউ শুনতে পায় ? ······যাও, একটু ও ঘরে গিয়ে ঘুমোওগে যাও দেখি । তোমার সব অসুখ সেরে যাবে ।

নির্ণ। যাই ! (যাইতে যাইতে হঠাৎ লোহার সিন্দূকের দিকে তাকাইয়া) ঐ সেই লোহার সিন্দুক ! ওটা কেতকী লাথি মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল,—কিন্তু আর একজন, মদের তৈরি চাবি দিয়ে খুলে ফে'ললে ! এখন ওটা ছোবড়া ! ও দিয়ে ঝাঁটা তৈরি হবে ! ········· আমার পিঠে মারবার জন্যে, না ডাক্তার ?

ডা। না, না, লোহার সিন্দুক আবার ভর্ত্তি হয়ে যাবে, ভয় নেই ।

নির্ণ। ভর্ত্তি হ'লেই আবার চুরি হবে! যেমন এটা হয়ে ছিল। চোর ধরতে পারলুমনা! শম্ভুকে মার দিলুম, জিব টেনে বার করেছিলুম,—তবু কবুল করলে না। বলে কি জানিস ? মদ চুরি করেছে, মদ,—মদ ! ······হাঁরে, শম্ভু কোথায় রে ?

বিনয়। সে বেটাতো হাজতে পচ্ছে ।

নির্ণ। না, না, তাকে ছাড়িয়ে আন্ ! সে চুরি করেনি । চুরি করেছে কে জানিস্ ? সেই ভল্লুকটা ! সে কেতকীকে,—প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ !

বিনয়। দাদা ? এই চোর ধরবার জন্যে আমরা ডিটেক্‌টিভ্ লাগিয়েছি । শীগ্‌গিরই এর একটা কিনারা পাওয়া যাবে ।

নির্ণ। ডিটেক্‌টিভ্ ? হা-হা-হা (হাস্য) আমিও ডিটেক্‌টিভ ! ক'টা

খুনে ডাকাত জীবনে ধরতে পেরেছি? নীলাম্বু বোসকে ধরেছি?

ডাক্তার। সকলে কি আপনার ক্ষমতার ঠিক দাম সেই সময়েই জানতে পারে? মশা জানে, মানুষ মারবার কত শক্তি তার শরীরে থাকে?

নির্ম। (আরও যাইতে২ এক খানি ছবির দিকে তাকাইয়া) কি? হাঁসছিস্? ঠাট্টা কচ্ছিস্? ভাবছিস্, ভারি শাস্তি আমাকে দিচ্ছিস্?......প্রত্যেক অপমানটা কাবুলীওয়ালার সুদে আমি তোর কাছ থেকে তুলবো! প্রতিশোধ! কেতকী, ছাড়বোনা কিছুতেই!......যদি একবার কোথাও খুঁজে পাই! (প্রস্থান)

ডাক্তার। ঐ ছবিখানি কার, বিনয় বাবু?

বিনয়। বৌদিদির! (মাথা নত করিল)

ডাক্তার। বুঝিচি।·····বিনয় বাবু, আপনার দাদার অসুখ শিশির ওষুধে সারবেনা। পৃথিবীর বিজ্ঞতম ডাক্তার এসেও এরোগের একখানা ইট খসাতে পার্কেনা। এর ওষুধ,—এই পরিবেষ্টনী থেকে আপনার দাদাকে সরানো। ঐ আলমারি, ঐ ছবি, আরও সব আসবাব আপনার দাদার মস্তিস্কে রোগের বীজাণু ইন্‌জেক্‌ট্ করে দিচ্চে।··· যতশীঘ্র পারেন, ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে কোনও চেঞ্জে নিয়ে যান। নতুন দেশ আর নতুন হাওয়া ওঁকে ঠিক সারিয়ে তুলবে।

বিন। আপনারা যদি তাই মনে করেন, তাহ'লে তারই চেষ্টা করি!

ডাক্তার। হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি যতবার এসেছি, ততবার আমি এই জিনিষটাই লক্ষ্য করেছি।

বিনয়। আপনারা ত বললেন, চেঞ্জে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় পাঠাই? কার সঙ্গেই বা পাঠাই?·····(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, ঠিক হয়েছে। মনে পড়েছে। ওঁর এক বন্ধু থাকেন গোমোতে। ভদ্দরলোক ভারি ভাল বাসেন ওঁকে। সেখেনে গেলে

বোধ হয় তিনি আপনার বিপুল ডানার আড়ালে যত্নেই রেখে দেবেন।

ডাক্তার। তাহ'লে সেখেনেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। যতশীঘ্র পারেন ততই ভাল হয়।

বিন। আচ্ছা, আজই একটা টেলিগ্রাম করে দেখি! আমার বিশ্বাস, তিনি খুব আনন্দিত হবেন, দাদাকে পেয়ে। ওঁদের বন্ধুত্ব বাল্যকাল থেকেই। তাছাড়া, ভদ্রলোক বিদেশে থেকে থেকে, বাঙ্গালী বন্ধু কারুকে পাবার জন্যে সর্ব্বদাই সতৃষ্ণ হয়ে থাকেন।

ডাক্তা। The medicine,—এক মাত্র ওষুধ। কলকাতার মাটি ছাড়লেই দেখবেন মস্তিষ্কের জীর্ণ পত্র গুলো আবার সবুজ হয়ে উঠলো।

[অভ্রাদেবীর প্রবেশ]

অভ্রা। মশাই, নির্ণয় বাবু কোথায়?

বিন। কেন, কি দরকার?

অভ্রা। আচ্ছা, উনি কি কোনও গাঁট-কাটা পাঠিয়েছিলেন, রাস্তায় আমার টাকাটা কেটে নিতে?

বিনয়। আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছিনা। গাঁট কাটা, আপনার টাকা—সব কি কথা?

অভ্রা। যদি সে গাঁট-কাটাটা আপনাদের কাছে টাকাটা গচ্ছিত দিয়ে থাকে,—তাহ'লে আমায় ফিরিয়ে দেননা, মশাই? কেন মেয়ে মানুষকে ফাঁকি দেবেন? (একটু উচ্চৈঃ স্বরে) দত্ত? মিঃ দত্ত? ভেতরে আছো?

[নির্ণয়বাবু সহসা উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিলেন]

নির্ণ। চোর! চোর! ধরো ধরো ঐ মেয়ে মানুষটাকে! ওকে ধরে জেলে দিতে হবে! বিনয়? শম্ভু? শীগ্‌গির! শীগ্‌গির!.........

পালালো—পালালো ! [নির্ণয় বাবুকে এইভাবে চিৎকার করিতে শুনিয়া অভ্রাদেবীর দৌড়িয়া পলায়ন]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থানঃ—কয়লা-খনির অফিস ঘর।

অক্ষয় চৌধুরী ও নির্ণয়বাবু বসিয়া আলাপ করিতেছেন।

অ। দেশটা কেমন লাগছে ?

নির্ণ। লক্ষ্মী-মায়ের ক্রোড়। কিন্তু মা নিজে কিছু নিরাভরণা।

অক্ষ। তার মানে ?

নির্ণ। টাকার উৎস যথেষ্ট আছে এ দেশে। অনেক টাকা তুমিইতো রোজগার কর্লে ! কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রকৃতির সাক্ষাৎ কই ? বাঙ্গলা দেশের সে সুজলা, সুফলা, শ্যামলা সুশ্রীকতা কই ? বাণী দেবীর বীণাতন্ত্রীতে সঙ্গীত শোনা যায় কই ?

অক্ষ। ঐ জন্যেই তো বড় ভালো লাগেনা।……ঐ জন্যেইতো, তোমায় পেয়ে, মাতৃ-ভূমির রস-ধারার আবার যেন কিছু কিছু আস্বাদ পাচ্চি।……যাক্‌। এখন তুমি নিজে শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে কেমন আছো, বলো !

নি। (মৃদু হাস্য করিয়া) তোমার আন্তরিক সেবা ও রোজাগিরিতে ভূতটাতো অনেকটা নেমে গেছে ব'লে মনে হচ্চে।

অক্ষয়। আমি আবার রোজাগিরি কি করলুম? রোজগারই করে থাকি,—রোজাগিরি নয়!

নির্ণয়। যেরকম সর্ষে-পোড়া অনবরত চারিদিকে ছড়াচ্চ,—তাতে রোজা ছাড়া কি বলবো।

অক্ষ। সর্ষে-পোড়া? কোথায় দেখতে পেলে?

নির্ণ। দিন-রাত তাস-খেলা. দাবা-বোড়ে, পাশা, গান-বাজনা, কৌতুকাভিনয়,—এগুলিইতো সর্ষে-পোড়া! এতে কি ভূত আমার ওপর আর ভর ক'রে থাকতে পারে? কুকুর-ঠেঙানি খেয়ে পালালো!

অক্ষয়। দেখো, মানুষের জীবন একটা হাওয়া ও আলোর ফানুস। খাও, দাও, আমোদ করো, উপভোগ করো,—হাওয়ার জোরে ওড়ো, আর কর্পূরের আগুণে হাল্‌কা বাষ্প তৈরি করো। তাহ'লেই এটার ঠিক সার্থকতা হবে। শুধু বর্ত্তমান কালকে নিয়ে কাটাও। অতীত কি ভবিষ্যৎকে এর ঘাড়ে চাপতে দিয়োনা। তা দিলেই তোমাকে ভূতে ধরবে।

নির্ণ। বাঃ! বাঃ! সমাজের বাই'রে বাস ক'রে ক'রে দেখচি, জীবনের অনেক দার্শনিক তত্ত্ব খোলা দরজা দিয়ে তোমার মনের পুরীতে ঢুকেচে। হাঁ, হাঁ, থাকতে কলকাতায়, দেখতুম তোমার এ আলো-ও-হাওয়ার ফানুস কতোদিন আস্তো থাকতো।

অক্ষয়। কলকাতা? বাবা,—যে লোক ভগবানের ত্যজ্যপুত্র সে থাকবে কলকাতায়। সেখানে জীবনের রথ চলে, কিন্তু জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের পশুত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই। শরীর আছে, মন নেই। লোকের ঠেলাঠেলিতে আর কাজের ভিড়ে, মন পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে যায়।

নির্ণ। তাই বুঝি কলকাতায় থাকতে চাওনা?

অক্ষয়। আমি ? আমার ধাত্রী,—এই উন্মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস ! আমার খেলার সাথী ও বন্ধু, এই হরিণের মত স্বাধীন, সরল সাঁওতালগুলো ! এরা আমার জীবনকে ঘিরে এক স্বপ্নময় পুষ্পোদ্যান রচনা ক'রে রেখেছে। আমায় যদি এদেশ ছেড়ে কোনও দিন কলকাতায় থাকতে বাধ্য হ'তে হয়, তাহ'লে বাস্তবিক সেদিন আমার জীবন-ফানুস ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বুঝলে হে নির্ণয় ?

নির্ণ। তোমার উন্মুক্ত আকাশ বুঝলুম,—তোমার অবাধ (না, অবোধ !) বাতাসটাকেও বুঝলুম ! কিন্তু তোমার এই সরল, স্বাধীন সাঁওতাল-হরিণগুলোকে বুঝতে পারলুমনা। ওরা কি আফ্রিকা দেশের চিম্পাঞ্জীর ভারতীয় সংস্করণ,—না, সত্যিই নিদান-কথিত মানুষ, তা বুঝতে পারিনা।

অক্ষয়। তোমার এই অভিমতটা, দাম্ভিক সভ্যতার একটা নিঃসার অবদান ! প্রকৃতির সন্তানকে তুমি কৃত্রিমতার চসমার ভেতর দিয়ে ঠিক চিনে উঠতে পাচ্ছনা ! সভ্যতার বিষ-মন্ত্রে তুমি জর্জরিত,— অমৃতের আস্বাদন তোমার ঘটছেনা।

নির্ণ। বুদ্ধির অনুশীলন ক'রে মানুষ সৃষ্টির হীরক হয়েছে। পশুরা বুদ্ধিতে দেউলে, কাজেই মানুষের তুলনায় তারা নগণ্য। তাই সাঁওতাল-গুলোকেও এদেশের বন্য জন্তুর পর্য্যায়ে ফেলতে আমার ইচ্ছে হয়।

অক্ষ। ভুল, ভুল নির্ণয় ! সুখই যদি মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্য হয়, তাহ'লে সেই লক্ষ্যটাকে এই সাঁওতাল জাতি যতো আয়ত্তেরেখেছে, সভ্য জগতের অহম্মন্য লোকেরা কেউ পারেনি। তার প্রমাণ দেখতে চাও ? এখনি পাবে। ঐ দেখো, একদল সাঁওতাল কিরকম নাচ-গান কর্ত্তে কর্ত্তে এখানে আসছে। ওদের দেখলে কি মনে হয়, কারুর মুখে কোনও দুঃখের মধুরেখা আঁকা পড়েছে ?

নি। মুখই মানুষের সব নয়, অক্ষয়। মুখের তলায় অনেক বুক কুয়াসার চাপে আপনাকে বন্দী করে রাখে।

অক্ষয়। এরা বুকের কোনও ধার ধারেনা। এদের কাছে চোখ-কাণের জগৎই সব,—বুদ্ধির পিঁজরাপোল্ এরা জানেও না, মানেওনা।

[নাচ-গান করিতে করিতে ও মাদল বাজাইতে বাজাইতে একদল সাঁওতাল নারী ও পুরুষের প্রবেশ]

গীত

কানাইয়া হো, কানাইয়া হো,—
মহুয়া পিয়ো, মহুয়া পিয়ো হো।
দিন যায়েগা. রাত্ মে হোগা
পাথ্থর-মাফিক ধুঁয়ো হো !
মহুয়া দেগা আঁখরে ভাই,
মহুয়া দেগা আঁখ্ !
তোড় দেগা ভাই যো কুছ রহে,
দুখ আউর ভুখ্ কো ফাঁক !
মিল্ যায়েগা রোটি আউর
মজা ঢুঁয়ো হো !

(গান করিতে ২ সাঁওতাল দিগের প্রস্থান)

অক্ষয়। কেমন লাগলো হে ?

নির্ণয়। ভালই। মানুষ যেটুকু নেচে কুঁদে নিতে পারে, সেই টুকুই তার জীবনের মধুপান।

অক্ষয়। তুমি কর্ণবিবরে কিছু মধু—আস্বাদন কর্ত্তে পারলে ?

নির্ণ। আস্বাদনের কর্ত্তা মন। তার দরজায় অন্ত ক্ষুধা ভিড় করে আছে।……দেখো, সকলে গান-বাজনা ভালবাসে না, আমিও

তাদের ভেতর একজন। বরং শীকারের খেলা আমাকে কিছু কিছু আনন্দ দেয়। আমরা পুরুষ মানুষ, যুদ্ধ ও যুদ্ধে জয় আমাদের ধাতু-গত প্রবৃত্তি। ······ও নাচ-গান আমার তেমন পছন্দ নয় !

অক্ষয়। অর্থাৎ, এখন শীকার কর্ত্তে বেরুতে চাও ? ভাল, তাই যাও। তোমার আমোদ তুমি নিজেই বেছে নাও। আমার বন্দুক রয়েছে, অনায়াসে তা নিয়ে বেরুতে পারো।··········বেশতো, অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর বসে বসে যদি একঘেয়ে লেগে থাকে, বাইরের আকাশ বাতাসে নতুন জীবন রোজগার করে আনো।

নি। তাই যাই। তোমার লোকজনদের বলে দাও, আমায় বন্দুকটা দিতে। তুমি ততক্ষণ বসে বসে, সঙ্গীত চর্চ্চায়, প্রাণের সঙ্গে লুকো-চুরি খেলতে থাকো।

অক্ষয়। কিন্তু মনে রেখো মহাকবির উক্তি। "সঙ্গীতে যে মুগ্ধ হয়না, সে খুন কর্ত্তে পারে !"

নির্ণ। আবার এমন সঙ্গীত আছে, যাতে খুন আপনিই চড়ে ওঠে মাথায় ! থাক্ তুমি একটু বসো। আমি একটু এদিক্ ওদিক ঘুরে আসি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

—দ্বিতীয়দৃশ্য—

স্থান :—কলিকাতা। সদয় বাবুর কক্ষ।

সদয় ও অভ্রাদেবী।

সদয়। কি এলো মেলো বক্‌ছো ?

অভ্রা। দশ হাজারে কিনতুম vauxhall ভকস্‌হল গাড়ি,—আর বাকি টাকায় ফুর্ত্তির পুকুরে খেলতুম ছিনি মিনি! কি সুখের জীবনই হোতো!.........কিন্তু হাঁগা, তুমি দেখেছো, আমার টাকাগুলো কোন্ গাঁটকাটায় নিয়ে গেল ?

সদয়। টাকাতো কেউ নেয়নি! ওইতো তোমার বাক্সে রয়েছে!

অভ্রা। Fool! বোকা! বোকা না হ'লে ওয়াইফকে মটর গাড়ি চড়াতে পারে না, রোজ গড়ের মাঠে একবার ক'রে হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে না!......বোকা না হ'লে পুলিশে চাকরি ক'রে টাকা জমাতে পারে না! বোকা না হ'লে, তার ওয়াইফের একখানা নিজস্ব Rolls Royce (রোল্‌স্‌রয়েস) নেই ?......তুমি বোকা, বোকা, বোকা! তুমি আমার উপযুক্ত হাসব্যাণ্ড নও!......তুমি ঐ ঝিয়ের উপযুক্ত! যাও তাকে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে লাঙ্গল ঠেলোগে যাও!

সদয়। এসব কি বলচো অভ্রা ?

অভ্রা। যাও, যাও, ঝিটাকে বিয়ে করোগে যাও! না হয়, একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে! তোমার কাছে আমি থাকতে পার্ব্বো না, আমি তোমাকে ডাইভোর্স কর্ব্বো!......তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের mate

হতে পারো না!……কলকাতা তোমার থাকবার জায়গা নয়!
তোমার যায়গা কত্তুবপুর ভ্যাবাগাছি।

সদয়। তুমি হঠাৎ আমার ওপর এমন খ্যাপ্পা হচ্চ কেন?

অভ্রা। আমি মাড়োয়ারিকে বিয়ে কর্ব্বো,-মাড়োয়ারিকে! তুমি পচা ভেতো বাঙ্গালী, একশো টাকা মাহিনের কেরাণী! কলম গুঁজে গুঁজে তোমার কাণে eczema (একজেমা) হয়ে গেচে!…… তুমি, তুমি কি ক'রে এই সখের কাকাতুয়া পুষবে? হাঁ, পারতো বটে নির্ণয়!

সদয়। সেও:তো কই পারলে না! তার কাকাতুয়া ত উড়েগেছে!

অভ্রা। যেটা উড়ে গেছে, সেটা কাকাতুয়া নয়, সেটা ছিল দাঁড়কাক! কোকিলের বাচ্ছা ভেবে নিজের বাসায় রেখে তা দিয়ে, পুষে গেছে!……এখন সেই কোকিলের বাচ্ছাও আকাশে উড়ে, ডানা মেলেছে! বুঝলে, ইডিয়ট্! idiot! কি বলবো তুমি husband, তা না হ'লে তোমার কান মলে দেখিয়ে দিতুম, কতোবড়ো সর্ব্বনাশ তুমি আমার করেছো, আমাকে বিয়ে ক'রে!

সদয়। দেখো অভ্রা—তোমার কথাগুলো হঠাৎ এমন গরম হয়ে উঠ্ছে কেন বলো দেখি! আমি কয়দিনই দেখছি তূমি বড়ো moved হয়ে পড়েছো। মুখে যা আসছে, তাই বলছো।

অভ্রা। নদীর মুখে বাঁধ দিলে কি হয় জান?—হা! হা! হা! (হাস্য)……নির্ণয়কে বলতে পারো আমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে! তাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই, সে আমার টাকাগুলো গাঁটকাটা দিয়ে, কাড়িয়ে নিলে কেন? সেই কাড়িয়ে নিয়েছে,—সেই! অন্যলোকের সাধ্য কি?……তার টাকা তো আমার টাকাই হওয়া উচিত। এটা বুঝলেনা ইডিয়ট্? সেটাও ইডিয়ট! ঐ নির্ণয় দত্তটা।

সদয়। নির্ণয়ের নিজের বাড়ীতেই একটা বড়ো ডাকাতি হয়ে গেছে! সে তোমার চুরির কি কর্ব্বে? আর তোমার চুরিই বা হ'লো কোথায়?

অভ্রা। হা—হা—হা! (হাস্য) বেশ হয়েছে! ডাকাতি হবে না? আগে থাকতে দিয়ে দিলোনা কেন? যাক্‌গে!······(পরিক্রমণ করিতে ২) উঃ! এতকাণ্ড করলুম, তবু একখানা মটর গাড়ি হোলো না!······ওঃ! কি চোখেই ধুলো দিয়ে ছিলুম!

সদয়। কে কার চোখে ধুলো দিলে?

অভ্রা। এই, আমার চোখে দিলে একটা রাস্তার জুয়াচোর!

সদয়। কি বলচো অভ্রা?

অভ্রা। দূর হও! Fool, বোকা! Wifeএর একটা স্বাদ-আহ্লাদ মেটাতে পারেনা, ও স্বামীগিরি ফলাতে আসে! জানো, আমার friendsরা রোজ মটরে কোরে Lake এ বেড়াতে যায়! আর তুমি,—তুমি,—Detective অফিসের নেংটি ইঁদুর,—তুমি এয়োছো আমার মতো polished ladyর গার্জ্জেন হতে? Get out Get out! সুমুক থেকে বেরিয়ে যাও!

[সদয় বিস্মিত হইয়া অভ্রার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল]

অভ্রা। মদ দিতে পারো? মদ, মদ!······হয় মদ আনিয়ে দাও, নইলে টাকা দাও!······নইলে তোমাকে আমি খুন কর্ব্বো! আমার টাকা চাই, টাকা চাই!

সদয়। একি? সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

অভ্রা। টাকা দেবে? টাকা—টাকা? দিবিনে দিবিনে? দাঁড়া রান্নাঘর থেকে বঁটিটা নিয়ে আসি! (প্রস্থানোদ্যত)

[সদয় তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল]

অভ্রা। (উন্মত্তভাবে) তবেরে Ruffian আমাকে তুই জোর ক'রে আটকে রাখবি?

[অভ্রা দানবীর মত রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে সদয় বাবুকে ধরিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপরে বসিল।]

সদয়। (আর্ত্তস্বরে) ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও অভ্রা মরে গেলুম। দম আটকে যাচ্ছে। মরে…যা…বো…!

অভ্রা। যাও ম'রে!…মরে গেলে আবার একটা হ্যাসবাণ্ড হবে। সে অনেক টাকা রোজগার কর্ব্বে… মোটরগাড়ি কিনে দেবে…আমি তা'তে চ'ড়ে লেকে বেড়াতে যাবো! ওঃ! কি ফুর্ত্তি! কি ফুর্ত্তি!

সদ। (চিৎকার করিয়া) ওরে কে কোথায় আছিস্‌রে শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়। আমায় মেরে ফেল্লে।

(চিৎকার শুনিয়া দুইজন চাকরের প্রবেশ)

চাকর নং ১। একি? মাঠাকরুণ? ও মাঠাকরুণ? বাবুকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। বুক থেকে ওঠো।

(অভ্রাকে ধরিয়া নামাইতে গেল)

অভ্রা। খবরদার! আমার গায়ে হাত দিস্‌নে।

সদা। জোর ক'রে ধরে তোল্‌। জোর ক'রে ধরে তোল্‌। পুলিশে খবর দে। পাগল হয়ে গেছে। হঠাৎ খুন চেপেছে।

(দুইজন চাকর সবলে অভ্রা দেবীকে সদয়ের বুক হইতে নামাইয়া দিল)

অভ্রা। খুন কর্ব্বো, খুন কর্ব্বো। দাঁড়া সব, ছুরি আনছি।

(সবেগে প্রস্থান)

চাকর। কি কর্ব্বো বাবু? পুলিশে টেলিফোঁ কর্ব্বো?

সদয়। না...দরজায় খিল দিয়ে দে, যাতে এঘরে না ঢুকতে পারে। দেখি তার পর কতদূর গড়ায়। বোধহয় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান :—কয়লা খনির শ্রমিক-অধ্যুষিত একটি বস্তি।

নিকটস্থ একটি কূপ হইতে শ্রমিক-বেশিনী কেতকী ও একটি সাঁওতাল রমণী নির্জন বস্তি-পথ দিয়া নিরিবিলি গল্প করিতে করিতে যাইতেছে। মুন্নি মাথায় কুম্ভ বহিতেছে, কেতকী বহিতেছে বামহাতে।

কেতকী। মুন্নি? অমন কাজ করিস্‌নি। স্বামীর সন্দেহ মেয়েমানুষদের বড়ো জ্বালা!

মুন্নি। দিদিমণি? এইস্যা বাত্‌ হামকো মাত্‌ বোল্‌। ঝুটমুট মরদ্‌ হামকো খারাপি বাত্‌ বোলেগা,—হাম্‌কো মার দেগা,—ও হাম বরদাস্ত্‌ করেগা?

কে। তাই কর্‌ বোন তাই কর্‌। নিজের ঘরে আগুন দিস্‌নি। ও আগুনে নিজেই পুড়ে মরবি।

মু। আরে, মরেগা তো কিয়া হোগা? একরোজ সব কইকো তো মরনেই হোগা!

কে। একেবারে মরলে তো সবই চুকে যায়। এতো সে মরণ নয়! এ যে বাঁচার ভেতরে হরদম্‌ হরবখত্‌ মরা! জীবন অর্ধেকটা

টানবে,—আর অর্ধেকটা টানবে মরণ। তিলে তিলে, দগ্ধে দগ্ধে মরা।

মু। তোমলোক বন্দর আদ্‌মি,—ওইস্‌সা করকে মরে! হ্‌মলোক বুনো,—যব্‌ মরা সুরু হোগা, ঐ বখত্‌ পুরা মরেগা।

কে। তোর স্বামী তোকে সন্দেহ করে কেন?

মু। উস্‌কো খেয়াল। ও বলে, হাম্‌ সুখ্‌নিকো পছন্‌ কর্‌তা। হাম্‌ আঁখ্‌ ঠারি,—আউর কেত্‌না ফিকির কিয়া কহি। হাম্‌ বোলতা, তু একদম্‌ ঝুট দেখতা। লেকেন ও হামারা বাত্‌ শুনতাই নেহি।

কে। স্বামীর মনে সন্দেহ! একবার গজালে আর মরে না। ও যেন বাঙ্‌লাদেশের পুকুরের কচুরি-বন!

মু। যানে দেও বহিন্‌। উস্‌কো মনমে সাঁপ, তা হামারা কিয়া? উসিকোই কলিজামে কামড় দেগা হরবখত্‌!

কে। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বলা সহজ, বোন্‌, বলা সহজ! কিন্তু তা হয় না। ও সাপ পুরুষের মনে মরা-চাপা থাকলে বেশী কামড় খায় মেয়ে মানুষ। ঐখানেই মেয়ে মানুষের চিরকালের হার!

[একটু দূরে নির্ণয়বাবুর প্রবেশ। তিনি শীকার করিতে বাহির হইয়া কৌতূহল বশতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বস্তি-প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতেছিলেন। সহসা কেতকীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইলেন।]

নি। (স্বগত:) কেতকী না?......হাঁ, তাইতো!........(ভাল করিয়া দেখিয়া) হাঁ, সেই-ই। (প্রকাশ্যে ডাকিলেন) কেতকী?......কেতকী?

[কেতকী সহসা সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া, এবং তাহার গলার ডাক

শুনিয়া, আব ক্ষণমাত্র সেখানে দাড়াইল না। তাড়াতাড়ি কোমরের কলশটা ফেলিয়া দিয়া কাপড় তুলিয়া দিয়া, অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া একেবারে দৌড় দিল, তাহার কুটীরাভিমুখে। মুন্নিও দেখা-দখি তাহার পশ্চাতে ছুটিল।]

(নির্ণয় পলায়মানা কেতকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসব হইতে লাগিলেন)

নির্ণয়। (চিৎকার করিয়া) কেতকি ? কেতকি ? শোনো, শোনো। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্বো। একটা কথা! একটা উত্তর! ...পালিয়ে গেলে ? উত্তর দিলেনা ? উত্তব নেই বুঝি ? (স্বগত) .. উঃ! তা'হলে সত্যিই তুই সর্ব্বনাশী। ... কিন্তু ছাড়া হবে না, ছাড়া হবে না।... ও কোথায় থাকে, খুঁজে বার কর্ত্তেই হবে! কোনও সম্বন্ধ ও আর স্বীকার কর্ত্তে চায় না।...কিন্তু যে-সম্বন্ধটা ভুঁইফোড় হয়ে একদিন পরস্পরের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছিল, সেই ময়াল সাপের বিষ কোন্ নীলকণ্ঠ হজম কর্ব্বে ? আজ যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন ঐ কলঙ্কিনীর কাছ থেকে একটা কৈফিয়ত্ আদায় ক'রে নিতেই হবে। কেন সে আমার এই সর্ব্বনাশটা করলে ?..... দেখি, ওর থাকবার জায়গাটা খুজে বার করি!

(দ্রুতপদে বস্তির ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান:—গোগোর কয়লার খনির সংলগ্ন শ্রমিকদিগের বস্তি।
তাহারই মাঝে একখানি কুটীর। সেখানে খলিলুর রহমান (ওরফে
নীলাম্বু) কোমরে লুঙ্গি ও গায়ে একটি ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া,
একখানি কুঠার লইয়া কাঠ চেলা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত
হওয়াতে কুঠার রাখিয়া, বসিয়া আপনার অবস্থার
বিষয় চিন্তা করিতেছে।

নীলা। (স্বগতঃ) দিদি! কি কষ্টই না পাচ্ছে আমার জন্যে। কি স্নেহ তার বুকে এই ভাইটার ওপর! এক কথায় ছেড়ে এলো তার স্বামী,—তার ঘর সংসার,—তার ইহজীবনের সব সুখ, সব আশা, সব ভরসা! ......একি দেবী? না, না, তার চেয়ে ওপরে! .. ...এই একটা বখাটে, দুষ্টু ভাইকে প্রাণে-বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দেবীরাও কি এতটা করে? ......দিদি? দিদি? আমি তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পার্ব্বোনা! ......আমি তোমায় শুধু নমস্কার করতে পার্ব্বো,—আর ভগবানের কাছে তোমার জন্যে প্রার্থনা করতে পার্ব্বো! আর কিছু নয়! ......আমি বড় রিক্ত!

[সশঙ্কিত ভাবে দৌড়িয়া কেতকীর প্রবেশ। নীলাম্বু চমকাইয়া উঠিল]

নীলা ওকি? দিদি অমন ক'রে দৌড়ে এলে যে?

কেত। (ইসারা করিয়া চাপাগলায়) চুপ! এখন কথা কস্‌নে। ...... পরে বলছি। [খানিকক্ষণ নীরবে গেল। পরে দম লইয়া কেতকী চাপা কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল]

কেত। নীলু? আর এখেনে নয়। চল্ আমরা আজই এখান থেকে পালাই!

নীল। কেন?

কেত। হাঁ, পালাই চল্। বিপদ্ আবার ঘনিয়ে এয়েছে।

নীলা। কি বিপদ, দিদি?

কেত। হতভাগ্যের বিপদ্। আমার গ্রহের সঙ্গে তোর গ্রহ পড়েছে বাঁধা। কাজেই তোর আর নিস্তার নেই।

নীলা। কি হয়েছে, খুলে বলো দিদি।

কে। খুলে বলবার সময় নেইরে নীলু, সময় নেই।……চল্, এখনই ওই পেছনকার আগড় দিয়ে পালাই। জিনিষ পত্তর সব পড়ে থাক্! কি হবে ওসবে? প্রাণে বাঁচলে,—

নী। কেন, প্রাণে বাঁচবোনা কেন? কি হয়েছে?

কে। কি হয়েছে? বোকাছেলে! (নীলাম্বুর কাণের কাছে মুখ আনিয়া)……ওরে, পুলিশে আমাদের সন্ধান পেয়েছে।

[কেতকীর কথা শুনিয়া নীলাম্বু একটু চমকাইয়া উঠিল। ভয়ও পাইল অল্প সে! পরে একটু ভাবিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বলিলঃ—]

নী। পুলিশ সন্ধান পেয়েছে!……থাক্! তা'হলে তুমি একা পালাও দিদি! আমি পালাবোনা। আমি ধরা দিই! তুমি কেন আমার জন্যে এমন ক'রে বার বার ভুগবে?

কে। আমার মায়ের আজ্ঞা যেরে, মায়ের আজ্ঞা! আমার জীবন-দেবতার কৈফিয়েত্।

নীলা। না, না, তুমি পালাও! আমার সঙ্গে তোমাকেও হয়তো ধরে নিয়ে যাবে। এ আমি সইতে পার্ব্বোনা!

[নেপথ্যে কালু সর্দার ডাকিল:—রহমন সর্দার? রহমন সাহেব ঘরমে হ্যায়?]

কেত। (চাপাগলায়) উত্তর দিস্‌নে, উত্তর দিস্‌নে নীলু। [কিন্তু এই সাবধান-বাণী শুনিবার আগেই নীলাম্বু ওরফে রহমন উত্তর দিল:—]

নীলা। হাঁ ভেইয়া! কিয়া খবর?

[কালুসর্দারের প্রবেশ। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল নির্ণয়]

নির্ণ। (কেতকীর দিকে তাকাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে) কেতকী? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

[কেতকী ও নীলাম্বু নির্ণয়কে দেখিয়া পশ্চাৎ দিকের আগড়ের দিকে পলাইতে গেল।]

নির্ণ। খবরদার! পালাতে পাবেনা! এখান থেকে এক পা নড়েছিস্ কি খুন কর্ব্বো! খুন কর্ব্বো! দুজনকেই। [কেতকী ও নীলাম্বু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল]

নি। শোন্ কেতকী। আমি তোকে একটিমাত্র কথা জিজ্ঞেস্ কর্ব্বো! একটিমাত্র কথা! ......তুই আমাকে এমন ক'রে পাঁচজনের চোখে অপমান করলি কেন? ......আমার জীবনটা এমন ক'রে নষ্ট করলি কেন? ......হতভাগি! জবাব দে! কৈফিয়েত দে!

নীলা। আপনি কেতকী বইল্যা কাকে ডাকশেন? ও কেতকী নয়! ও ফতিমা বিবি!

নির্ণ। (চোখ পাকাইয়া) চোপরাও হারামজাদা, বদমায়েস! ভদ্রলোকের ঘরের বৌ-ঝি বার ক'রে এনে, ফুর্ত্তি করা হচ্ছে—তা'তে লজ্জা নেই,—আবার মুখ তুলে কথা কচ্ছিস্? ......নাম বদলে দিলেই, মানুষ বদলে যায়? না?

নীলা। আপনি বুইঝ্যা শুইঝা কথা কইবান। আমি বলচি, ওঁর নাম ফতিমা বিবি।

নির্ম। তবেবে হারামজাদা বদমায়েস! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এখনও তোর শেষ হয় নি? ......আমি ওকে বেশ চিনতে পেরেছি। ও আমার স্ত্রী। ......তুই শালা লোচ্চামি ক'রে ভুলিয়ে ভাগিয়ে এখানে এনেছিস্। আবার নাম দেওয়া হয়েছে ফতিমা বিবি। আরে বেটা! মুসলমানের ঘরে টেনে আনলেই বুঝি ভেবেছিস্ পুলিশের চোখ এড়াবি! তুই বেটা চাটগেঁয়ে বাঙাল, তুই আমার চোখে ধুলো দিবি? চল বেটা তোকে পুলিপোলায়ে পাঠিয়ে দিই। ...কেতকী? কেতকী? শীগ্গির বেরিয়ে এসো,—বেরিয়ে এসো বলছি। (তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল)।

নীলাম্ব। ওঁকে ছোবান না। ভাল হবে না কোর্কা। পর্দানশীন আওরতকে বে-ইজ্জত কর্ব্বান না।......কালু সর্দ্দার। দেখো ভাই, হামরা দোষ নেহি। তোমারা সাহেব হামারা বাড়ী পর জোর করকে ঢুইক্যা খ্যামকা আওরত লোককো বে-ইজ্জত করতা হায়। তোমারা সাহেবকো বারণ করো।—

কালু। সাহাব বোলতা হ্যায়, ও উসকো আওরাত। তোম ঝুটমুট মেমকো বাহার করকে আনকে হিঁয়াপর সয়তানি করতা হায়।

নীল। সাহাব বোলনেসে তো হোগা নেহি। সাহাব লোক অইস্যা জোরসে সব কুছ করতা হ্যায়।

নির্ম। (উচ্চৈঃস্বরে) কেতকি? যদি প্রাণের ভয় না থাকে, শীগ্গির বেরিয়ে এসে আমাকে ধরা দেবে। নইলে চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যাবো। দেখবি?

(আরও অগ্রসর হইল)

নীলা। (বাধা দিয়া) খবরদা'র। আমার জীবন থাকতে করতে দেবো না!

নির্ণয়। তোর জীবন?...তবেরে শয়তান। (পকেট মধ্যস্থ পিস্তলে হাত দিল) তবেরে বদমায়েস হারাম জাদা!...আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এখনও তোর শেষ হয়নি?...আমি ওকে চিনতে পেরেছি! ...ও আমার স্ত্রী।

[পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নীলাম্বর দিকে লক্ষ্য করিল। কেতকী তাহা দেখিতে পাইয়া, দৌড়িয়া আসিয়া দুইজনের মাঝে দাঁড়াইল।]

কেত। ওগো, মেরোনা, মেরোনা! দোহাই তোমার! ও আমার ভাই! আর কেউ নয়। (কর যোড় করিল)

নির্ণ। তোর ভাই হয়? এই যে তোর ভাই কেমন, দেখাচ্ছি!

[নির্ণয় বন্দুকের ঘোড়া টিপিল। নীলাম্বকে মারিতে গিয়া গুলি আসিয়া লাগিল কেতকীর বুকে। সে তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িল।]

নীলা। দাদাবাবু? দাদাবাবু? কি সর্ব্বনাশ করলে? কা'কে মারতে কা'কে মেরে বসলে?

[ভূপতিত কেতকীর পাশে বসিল]

কেত। নীলু? নীলু? ভাই আমার? চললুম। শেষকালে এই দুঃখু রয়ে গেল যে, তোকে আমি রাখতে পারলুম না!

নীলা। দিদি? দিদি? (ভূতলশায়িনী কেতকীকে জড়াইয়া ধরিল) দিদি? আমার মত এই হতভাগাটার জন্যে তুমি শেষকালে নিজের প্রাণটা অবধি বলি দিলে? (নির্ণয়ের দিকে ফিরিয়া) দাদাবাবু? দাদাবাবু? আমি ফেরারী আসামী,—আমাকে তুমি ধরো। আমি জেলে যাবো, ফাঁসি কাঠে ঝুলবো।…কিন্তু আমার দিদিকে কেন মারলে? আমায় চিনতে পারছো না? আমি নীলাম্বু

নির্ণয়। (ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া) অ্যা? তুই খলিলুর রহমন ন'স্? যে লম্পট আমার সর্ব্বনাশ করেছে ভেবে ছিলুম তা তুই নস্?…তুই সত্যি নীলু? নীলাম্বু? তোর সঙ্গে তোর দিদি পালিয়ে এসেছে? কোনও বাহিরের লোকের সঙ্গে নয়? সে তাহলে কলঙ্কিনী নয়? উঃ কি ভুল।…তোরা এখানে পালিয়ে আছিস্ কেন?

নীলা। তোমাদের ভয়ে, দাদাবাবু, তোমাদের ভয়ে! দিদি কিছুতেই আমাকে পুলিশের হাতে দেবে না, তাই! তাই দিদি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এই কুলি-খাটবার কারখানায় এনে রেখেছিল। …যাতে তোমরা না চিনতে পারো। এখেনেও তোমরা আমাদের রেহাই দিলে না!

কেত। [আঙুল নাড়িয়া ইসারায় নির্ণয়কে ডাকিল। নির্ণয় আসিয়া পাশে বসিল]

কেত। ওগো, তোমার পা-য়ে প-ড়-ছি! আমার ভা-ই র-ইলো— তা'কে দেখো! আমি—চ-ল-লু ম! পা য়ে র ধূ লো—

নির্ণয়। দেবী! দেবী! ভাইয়ের জন্যে প্রাণ দিলে! কি স্নেহময়ী! যার ভাইয়ের জন্যে এত স্নেহ, স্বামীর তরে তার স্নেহ কে সন্দেহ করতে পারে? - কিন্তু আমার কি ভুল! সোনার হারকে কেউটে

সাপ ভেবে, গলা থেকে ছিঁড়ে, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। এত বড়ো ভুল মানুষ করে না,—আমি করলুম। উঃ। ভগবান? একি করলে?...উঃ। নীলু, তুই যদি একটু আগে বলতিস্, "তুই নীলু, আর কেউ নয়,"—তাহ'লে,—তা'হলে এই স্বর্ণলতাকে নিজ হাতে এমন ক'রে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতুম না।

নীলা। কি কর্ব্বো দাদাবাবু? আমি বলতে যাচ্ছিলুম—তার আগেই তুমি রাগে অন্ধ হয়ে গেলে। কিন্তু কি ভুল কর্লে?

নির্ণয়। (হঠাৎ দৃঢ় হইয়া) না, এ ভুল নয়,—এ মিলন। এ পুনর্মিলন। এ ঠিক হয়েছে। (বন্দুক নিজের বুকের দিকে তুলিয়া) বন্ধু—যে ভাবে ঘোর শত্রুতা করতে যাচ্ছিলে,—তা ফিরিয়ে, ঘোর বন্ধুতা করো।

(বন্দুক ছুড়িয়া নিজের বক্ষঃভেদ করিতে গেল।)

(হঠাৎ কি ভাবিয়া বন্দুক সরাইয়া রাখিয়া কেতকীর হাতের নাড়ি দেখিল। তার বুকের উপর নিজের মাথা রাখিয়া কান দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিল। সহসা বিষম উল্লাসে চিৎকার করিয়া বলিল:—)

নির্ণয়। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে। এখনও উপায় আছে। নীলাম্বু, নীলাম্বু, তুই পায়ের দিক্‌টা ধর,—আমি মাথার দিক্‌টা ধরি। চল্, চল্, এখনই হাঁসপাতালে নিয়ে যাই। সহর কাছেই। সেখানকার হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেললে এখনও বাঁচতে পারে। তোর দিদি—আমার হারাণো ধন এখনও ফিরে আসতে পারে।

নীলা। কালু, ধরো ধরো। চলো, চলো ভাই, নিয়ে যাই। দিদি বাঁচুক

তারপরে আমাকে ধরে নিয়ে যেয়ো দাদাবাবু। আমি হাঁসতে হাঁসতে ফাঁসিকাঠে ঝুলবো,। আমার দিদি বাঁচুক!

[নির্ণয়বাবু, নীলাম্বু ও কালুসর্দ্দার তিনজনে কেতকীর মুমূর্ষু দেহ তুলিয়া, বহিয়া লইয়া গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

কয়লা খনির কর্তৃপক্ষ পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল, তাহারই একটি কক্ষ। মফঃস্বলের বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হাঁসপাতালে যতটা চিকিৎসা বিষয়ক প্রসাধন থাকিতে পারে তাহা দিয়া কক্ষটির দৃশ্য রচিত।

কেতকী একটি অর্দ্ধজীর্ণ খাটিয়ায় শায়িতা। তাহার স্কন্ধ দেশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

পার্শ্বে একটি টুলের উপর বসিয়া নির্ণয়বাবু।

নির্ণ। আজ কেমন আছো কেয়া?

কেত। কেয়া? আবার সেই পুরাণো নামে আমায় ডাকছো। ফুলশয্যের রাতে প্রথম ঐ আদরের ডাকে ডেকেছিলে। আজ মনে পড়ছে। না, না, সে নামে নয়, সে নামে নয়! কেতকী ব'লে ডাকো। কেয়া মরে গেছে!

নির্ণ। না, মরে যাইনি। দিনকতক ভুলের পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। এখন ভুলের পর্দ্দা ছিঁড়ে গেছে। কেয়া আবার প্রভাতের আলোয় বেরিয়ে পড়েছে।

কেত। এক ভুল কাটিয়ে আর এক ভুলে পড়ো না। লক্ষ্মীটি, এ ভুল

কোরোনা। যাও, কলকাতায় ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে যেমন চাকরি করছিলে, তেমনি করোগে।...আবার বিয়ে কোরো।

নির্ম। তা কি হয়? তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি আবার আমার হলে। আমি জানতে পেরেছি, তুমি পেতলের চেহারায় খাটি সোণা। তুমি ভাইকে রক্ষে কর্ত্তে গিয়ে এমন ভুল করেছো। আমার মোহ এখন কেটে গেছে। ..... তুমি দু চারদিনেই ভালো হয়ে উঠবে, তারপর আমরা দু'জনে আবার—(কেতকীকে জড়াইয়া ধরিয়া) আবার জোড়া-পায়রার মত দিন কাটাবো।

কেত। (বাধা দিয়) ছাড়ো, ছাড়ো। আমার সে দিন আর ফিরে আসবে না। আমি আর তোমার ঘরে গিয়ে ঘর করতে পার্ব্বনা।... আমি তোমার স্ত্রী সত্য, কিন্তু আমি নীলাম্বরও ভগ্নী। ......মাঝখানে যা ঘটে গেল, এরপরে আর আমার স্ত্রী হয়ে থাকলে চলবেনা। .... আমাকে ভগ্নী হয়ে থাকতে হবে। ... ..মার আদেশে মায়ের মেয়ে হয়ে থাকতে হবে। ....একটা বাঁধনকে জোর ক'রে বাঁধবার জন্য অন্য বাঁধনগুলোকে আলগা ক'রে দিতে হবে।

নির্ম। তুমি নীলাম্বুর জন্য আমার কাছে গিয়ে থাকবেনা বলছো কেন·...আমি কথা দিচ্ছি, নীলাম্বুও আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকবে।

কে। সাপের গর্ত্তের মধ্যে ব্যাঙ। বেশ নিরাপদ জায়গা বটে।

নির্ম। আমি কথা দিচ্ছি, আমি ওর বিষয় আর পুলিশকে জানাবোনা।

কেত। কিন্তু পুলিশের তো তুমি একটা চোখ নয়। তাদের হাজার হাজার, লাখ লাখ চোখ আছে। কি একটা পোকা আছে, তার নাকি একশোটা মুখ,-একশো মুখে দশহাজার দাঁত। পুলিশেরও তাই। তুমি সেই ভয়ানক মানুষ-খেগো পোকাটার একটা মাত্র মুখ,—একটা মাত্র

চোখ! একটা মুখচোখ বন্ধ হ'লে কি হবে! বাকি নিরেনব্বইটা মুখের নিরেনব্বইশো চোখ ওকে ঠিক খুঁজে বার কর্ব্বে! আর খুঁজে বার করে'ই বাকি ন'হাজার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবে! ······না, না, নীলাম্বুর আর কলকাতায় যাওয়া চলবে না! ······ওকে কোনও সহরেও থাকা চলবেনা! ······ওকে বন-বাদাড়ে, পাহাড়ে জঙ্গলে বুনো জানোয়ারদের মত লুকিয়ে থাকতে হবে! রাত-পাখীদের মত হয়তো গাছের কোটরে কি ভাঙ্গা দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে দিনের বেলায়, রাত্রি হ'লে ক্ষুধার জ্বালায় হয়তো বেরোবে গাছের শিকড় খেতে! উঃ! কি জীবন! ······আর আমি সে সময়ে তার বোন হয়ে কলকাতায় তোমার সঙ্গে সুখ ভোগ ক'রে বেড়াবো! সে খাবে বনের পাতালতা পোকা মাকড়,—আর আমি, তার বোন, খাবো মাছ ভাত কালিয়া! সে রাত কাটাবে শক্ত মাটিতে কি গাছের ডালে,-আর আমি সুখে নিদ্রা যাবো দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায়! না, না, স্বামী? আমায় মাপ করো! আমায় অপমান করোনা! তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে আমার ভগ্নীত্বকে অপমান করা —আমার মাকে অপমান করা!

নির্ণ। সত্যি বলছো তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? এ আবার তোমার কি খেয়াল? ······তুমি সতী স্ত্রী, স্বামীর সঙ্গে ঘর কর্ব্বে না?

কেত। আমি সতী,-সত্যিই সতী! নিষ্কলঙ্ক সোনা যতটা খাঁটি হতে পারে, আমি ততোটা খাঁটি! বিশ্বাস করো,—পাহাড়ের ঝর্ণার জল যতোটা পবিত্র হতে পারে, আমি ততটা পবিত্র! সূর্য্যের রশ্মি যতোটা ধূমহীন হতে পারে, আমি ততটা ধূম-হীন! ······কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি শুধু একজনের জন্য নয় বিশ্ব জগৎ বাসী সকলের জন্যে, —নারীও সেইরকম, শুধু স্বামীর জন্যে নয়, তার ভাই, বোন, মা বাপ

সকলের জন্যে! আমরা শুধু স্বামীর দাসী নই,—সকলেরই অধিকার আছে আমাদের সেবা যত্ন পাবার জন্যে। যখন যার বেশী দরকার হবে, তখন সেই পাবে নারীর সেবা, নারীর স্নেহ, নারীর লালন-কুশলতা। আজ আমার ভাইয়ের বেশী দরকার হয়েছে আমার যত্নের, আমার সেবার, আমার পরিচালনের! মানুষমাত্রেরই একটা জন্ম-গত, বিধাতৃ-দত্ত স্বাধীনতা আছে ত'র কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন কর্ব্বার জন্যে,—সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক্! তার কর্ত্তব্য কার্য্য কি, সে'টা বেছে নেবারও স্বাধীনতা আছে তার নিজের! এ বিষয়ে পুরুষ কি নারী, কোন পার্থক্যই থাকতে পারেনা। আমার অন্তরের দেবতা, আমার আবাল্য সঞ্চিত বুদ্ধি, আমার সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর আত্মা ভিতর থেকে বলচে, আমার এখন উচিত আমার নিরাশ্রয়, আত্মীয়-হীন ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা। তোমার বাড়ীতে গিয়ে—দাসী হয়ে তোমার বাড়ীর গার্হস্থ্য কাজ করলে,—তোমার যৌবন বিলাসের পুতুল হ'লে—আমার ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবেনা। সাপের কোটরে ভেক নিরাপদ হয়ে থাকতে পারে না। চিলের মুখে চড়ুই পাখীর ছানা ক'দিন টে'কে?...... শীকারীর চক্ষের সম্মুখে কুরঙ্গ-শিশুর মত আমার ভাই তাহ'লে জীবনে বাঁচবে না। সে ধরা পড়বেই! তার মৃত্যু নিশ্চিত! না, না, তা হ'বে না! সে আমার মায়ের রক্ষিত ধন,—তা'কে আমি বাঁচাবোই! এর জন্যে যদি আমা'কে জীবন, জীবনের সুখ, জীবনের অপর সব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়,—তা'ও কর্ব্বো।......আমাকে তুমি মাপ করো!

নির্ণয়। দেখো, শাস্ত্রে বলে, নারীর একমাত্র ধর্ম্ম স্বামী!

কেতু। জানি, রামায়ণে বলেছে, মহাভারতে বলেছে স্বামীই নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। জানি, সতীকুল ধন্যা সীতাদেবী রাজসুখ জলাঞ্জলি

দিয়ে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে গিয়াছিলেন। ……আমিও তা পারি!… কিন্তু ভাইকে বধ কর্‌বার জন্যে তাকে একাকী নিরাশ্রয়ে ফেলে রেখে যাওয়ার আদর্শ দৃষ্টান্ত কোথায় আছে শাস্ত্রে? ……যদিও থাকে আমি তা মানবো না। আমার বিবেককে শাস্ত্রোপদেশের চেয়ে বড়ো ব'লে মানি। আমার মনুষ্যজন্মের অধিকার আগে, তারপর শাস্ত্র। আমি মানুষ, তাই আমি স্বাধীন। হ'লেই বা নারী,—মানুষতো বটে আমি!

নির্ণ। কিছুতেই যাবেনা তুমি আমার সঙ্গে?

কেত। আমাকে মেরে ফেলে, আমার মৃতদেহকে নিয়ে যেও।……নাও, পায়ের ধূলো দেও! আর ভুলে যাও, তোমার কেতকী ব'লে এক বোকা, পাপী, একগুঁয়ে স্ত্রী ছিল! তাকে অভিশাপ দিও,—বর সে চায় না! ……গালাগালি দিয়ো,—আদর সে চায়না! তা'কে বধ কোরো প্রয়োজন হ'লে,—জীবন সে চায়না! যে জীবনে স্বাধীনতা নেই, সে জীবন প্রার্থনীয় জিনিষ নয়,—সে জীবন একটা অভিশাপ,—একটা মরুভূমি,—একটা বায়ুহীন, অন্ধ নরককুণ্ড! আমি জীবন্ত নরকভোগ চাই না! আমি চাই চিন্ময়, আনন্দময়, স্বাধীনতার কল্পলোক!

নির্ণয়। স্বাধীনতা তোমার থাকবে আমার বাড়ীতে!

কেত। সেই স্বাধীনতা? যা'তে হুকুম করলেই থাকতে হবে ঘরের ভিতর বন্ধ? সেই স্বাধীনতা, যাতে ভগ্নী পার্‌বেনা ভাইকে পূর্ণ নিরাপদ জীবনে অধিষ্ঠিত রাখতে? সেই স্বাধীনতা, যা'তে অপরের দাসীত্বে মানব-ধর্ম্মকে অবিরত থাকতে হবে যোড়হাত ক'রে? …… ফিরিয়ে নাও তোমার এই যাচ্ঞা-সাপেক্ষ স্বাধীনতা,—এই খুশি মতো খেয়াল মতো পরিবেশনের দান! ভিক্ষুক কখনও স্বাধীন হয় না।

ভিক্ষা আর স্বাধীনতা,—এ দু'টা জিনিষ পরস্পর বিরোধী—যেমন দয়া আর হিংসা। না, না, তা হবে না স্বামী। আমায় মাপ করো। আমার এতে হয়তো পাপ হচ্চে,—তবু আর একটা বড়ো পাপ ক'রে এ পাপ এড়াতে চাইনে।

(নেপথ্য হইতে নীলাম্বুঃ—দিদি? দিদি? আমাকে পুলিশে ধরেছে।)

কেত। (খুব উত্তেজিত হইয়া) আবার পুলিশ। (উচ্চৈঃস্বরে) তুই পালা, পালা।

(নেপথ্য হইতে নীলাম্বু) দিদি? পুলিশ ছাড়ছে না। (সহসা বন্দুকের শব্দ)

কেতকী। (উত্তেজিত ও ভীত হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে গেল) পুলিশ বুঝি গুলি ক'রে আমার ভাইকে মেরে ফললে। …… নীলু? নীলু? ……ভাইরে?

(উঠিতে যাইয়া খাট হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার ক্ষতস্থানে আঘাত লাগাতে বিষম রক্তস্রাব হইতে লাগিল; তাহাতেই সে অচেতন হইল।)

নির্ণ। সর্ব্বনাশ করলে সর্ব্বনাশ করলে। (উচ্চৈঃস্বরে) ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু? শীঘ্র আসুন, ভয়ানক রক্তস্রাব হচ্চে।

(কেতকীকে সাহায্য করিতে গেল। ডাক্তারবাবু দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া রোগিণীর নাড়ি দেখিয়া বলিলেন):—

ডা। আর কি দেখ্‌চেন নির্ণয়বাবু। ওঁর জীবন-নাটকের এই শেষ দৃশ্য।

নির্ণয়। কেতকী? সত্যিই আমায় ছাড়লে? [মূর্চ্ছিত হইয়া কেতকীর বুকের উপর পড়িল]

[ততক্ষণে গৃহে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে]

—লেখকের অন্য বই—

বাঁকের মুখে—(সুবৃহৎ উপন্যাস : ২য় সংস্করণ)—	২৷৷০
স্বামীর ঋণ— (উপন্যাস…২য় সং) ..	২৲
ভ্রমরী— ”	২৷৷০
বন্দীর বান্ধবী—”	২৲
মিস্ত্রির মেয়ে—”	১৷৷০
পাঁকের কামড় —”	১৲
দস্যুর পশ্চাতে -(গোয়েন্দা-কাহিনী)	১৲
কাঁটাফুল— …	১৲
ছন্দে শকুন্তলা -(কাব্য) ..	২৷৷০
রহস্যিকা—(কবিতা গুচ্ছ)…	।৵০
বর্ষার জ্যোৎস্না—	যন্ত্রস্থ
বুড়ীবটতলার ডাকাতি —	যন্ত্রস্থ
পৈত্রিক ভিটা—	যন্ত্রস্থ

সাহিত্য বেশ্ম ৪৪ সি বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা